উনত্রিংশতিতম পারা

টীকা-১. 'সূরাতুল্ মুল্‌ক' মক্কী; এতে দু'টি রুকূ', বত্রিশটি আয়াত, তিনশ ত্রিশটি পদ এবং এক হাজার তিনশ তেরটি বর্ণ আছে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়- 'সূরা মুল্‌ক' সুপারিশ করে (তিরমিযী ও আবূ দাঊদ)। অন্য এক হাদীসে আছে; রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ এক জায়গায় তাঁবু খাটালেন। সেখানে একটি কবর ছিলো; কিন্তু সেটা তাঁদের ধারণায় ছিলো না। ঐ কবরবাসী 'সূরা মুল্‌ক' পাঠ করছিলেন। শেষ পর্যন্ত পূর্ণ সূরাটাই পাঠ করলেন। অতঃপর তাঁবুধারী সাহাবী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে আরয করলেন, "আমি এক কবরের উপর তাঁবু খাটিয়েছিলাম। আমার ধারণাও ছিলো না যে, সেখানে কবর আছে। বাস্তবে সেখানে কবর ছিলো। কবরবাসী 'সূরা মুল্‌ক' পাঠ করছিলো। এমনকি, পূর্ণ সূরাটাই তেলাওয়াত করে ফেললো।" বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "এ সূরাটা হচ্ছে 'মানি'আহ্' (বাধাসৃষ্টিকারী, রক্ষাকারী) ও 'মুন্‌জিয়াহ্' (নাজাতদাতা)। এটা কবরের আযাব থেকে মুক্তি দেয়।" (তিরমিযী শরীফ। ইমাম তিরমিযী সেটাকে 'গরীব' পর্যায়ের হাদীস বলেছেন।)

সূরা মুল্‌ক

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ○

সূরা মুল্‌ক মক্কী	আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৩০ রুকূ'-২

রুকূ' - এক

১. বড়ই কল্যাণময় তিনি, যাঁর মুঠোর মধ্যে রয়েছে সমগ্র বিশ্বের রাজত্ব (২); এবং তিনি প্রত্যেক কিছুর উপর শক্তিমান;

تَبٰرَكَ الَّذِيۡ بِيَدِهِ الۡمُلۡكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيۡءٍ قَدِيۡرُ ①

২. তিনিই, যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমাদের পরীক্ষা হয়ে যায় (৩)- তোমাদের মধ্যে কার কর্ম অধিক উত্তম (৪)। এবং তিনিই মহা সম্মানিত, ক্ষমাশীল;

الَّذِيۡ خَلَقَ الۡمَوۡتَ وَالۡحَيٰوةَ لِيَبۡلُوَكُمۡ اَيُّكُمۡ اَحۡسَنُ عَمَلًا ؕ وَهُوَ الۡعَزِيۡزُ الۡغَفُوۡرُ ②

৩. যিনি সপ্ত আসমান সৃষ্টি করেছেন একটার উপর অপরটা; তুমি পরম করুণাময়ের সৃষ্টিতে কি পার্থক্য দেখছো (৫)? সুতরাং দৃষ্টি উপর দিকে উঠিয়ে দেখো (৬) তুমি কি কোন ত্রুটি দেখতে পাচ্ছো?

الَّذِيۡ خَلَقَ سَبۡعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ؕ مَا تَرٰى فِيۡ خَلۡقِ الرَّحۡمٰنِ مِنۡ تَفٰوُتٍ ؕ فَارۡجِعِ الۡبَصَرَ ۙ هَلۡ تَرٰى مِنۡ فُطُوۡرٍ ③

৪. অতঃপর আবার দৃষ্টি উপরের দিকে করো (৭), দৃষ্টি তোমার দিকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে ক্লান্ত ও হতভম্ব অবস্থায় (৮)।

ثُمَّ ارۡجِعِ الۡبَصَرَ كَرَّتَيۡنِ يَنۡقَلِبۡ اِلَيۡكَ الۡبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيۡرٌ ④

৫. এবং নিশ্চয় আমি নিম্নতম আসমানকে (৯) প্রদীপমালা দ্বারা সজ্জিত করেছি (১০) এবং সেগুলোকে শয়তানদের জন্য নিক্ষেপোকরণ করেছি (১১) এবং তাদের জন্য (১২) জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি প্রস্তুত করেছি (১৩)।

وَلَقَدۡ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنۡيَا بِمَصَابِيۡحَ وَجَعَلۡنٰهَا رُجُوۡمًا لِّلشَّيٰطِيۡنِ وَاَعۡتَدۡنَا لَهُمۡ عَذَابَ السَّعِيۡرِ ⑤

৬. এবং যারা আপন প্রতিপালকের সাথে কুফর করেছে (১৪) তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি রয়েছে এবং কতই মন্দ পরিণতি!

وَلِلَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا بِرَبِّهِمۡ عَذَابُ جَهَنَّمَ ؕ وَبِئۡسَ الۡمَصِيۡرُ ⑥

টীকা-২. যা চান তাই করেন- যাকে চান সম্মান দান করেন, যাকে চান অপমানিত করেন।

টীকা-৩. পার্থিব জীবনে-

টীকা-৪. অর্থাৎ কে অধিক অনুগত ও নিষ্ঠাবান।

টীকা-৫. অর্থাৎ আসমানগুলোর সৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ক্ষমতা প্রকাশ পায় যে, তিনি কেমনই মজবুত, শক্ত, সোজা, বরাবর করে এবং যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন!

টীকা-৬. আসমানের দিকে দ্বিতীয়বার,

টীকা-৭. এবং বারংবার দেখো!

টীকা-৮. যে, বারংবার অনুসন্ধান করা সত্ত্বেও কোন ত্রুটি পেতে পারো না।

টীকা-৯. যা পৃথিবীর সর্বাধিক নিকটবর্তী।

টীকা-১০. অর্থাৎ তারকারাজি দ্বারা

টীকা-১১. অর্থাৎ যখন শয়তানগণ আসমানের দিকে তাঁদের কথাবার্তা শুনার ও বাক্যচুরির উদ্দেশ্যে পৌঁছে, তখন নক্ষত্ররাজি থেকে অগ্নিশিখা ও অঙ্গারসমূহ নির্গত হয়, যেগুলো দ্বারা তাদেরকে আঘাত করা হয়।

টীকা-১২. অর্থাৎ শয়তানদের জন্য

টীকা-১৩. আখিরাতে

টীকা-১৪. চাই তারা মানব জাতি থেকে হোক অথবা জিন্ জাতি থেকে হোক।

إِذَآ أُلۡقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ⑦

৭. যখন তাদেরকে তাতে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা সেটার চিৎকারের শব্দ শুনবে যে, তা জোশ্ মারছে।

تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الۡغَيۡظِ كُلَّمَآ أُلۡقِيَ فِيهَا فَوۡجٌ سَأَلَهُمۡ خَزَنَتُهَآ أَلَمۡ يَأۡتِكُمۡ نَذِيرٌ ⑧

৮. মনে হবে যেন ভীষন ক্রোধে ফেটে পড়ছে। যখন কখনো কোন দলকে তাতে নিক্ষেপ করা হবে তখন সেটার দারোগা (১৫) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, 'তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসেনি (১৬)?'

قَالُوا بَلَىٰ قَدۡ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبۡنَا وَقُلۡنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِن شَيۡءٍ إِنۡ أَنتُمۡ إِلَّا فِي ضَلَٰلٍ كَبِيرٍ ⑨

৯. তারা বলবে, 'কেন নয়? নিশ্চয় আমাদের নিকট সতর্ককারী তাশরীফ এনেছিলেন (১৭) অতঃপর আমরা অস্বীকার করেছি এবং বলেছি, 'আল্লাহ্ কিছুই অবতীর্ণ করেননি।' তোমরা তো নও, কিন্তু জঘন্য পথভ্রষ্টতার মধ্যে।

وَقَالُوا لَوۡ كُنَّا نَسۡمَعُ أَوۡ نَعۡقِلُ مَا كُنَّا فِيٓ أَصۡحَٰبِ السَّعِيرِ ⑩

১০. এবং বলবে, 'যদি আমরা শুনতাম অথবা বুঝতাম (১৮), তবে দোযখবাসীদের অন্তর্ভূক্ত হতাম না।'

فَاعۡتَرَفُوا بِذَنۢبِهِمۡ فَسُحۡقًا لِّأَصۡحَٰبِ السَّعِيرِ ⑪

১১. এখন তারা নিজেদের পাপ স্বীকার করলো (১৯)। সুতরাং দোযখীদের প্রতি ধিক্কার!

إِنَّ الَّذِينَ يَخۡشَوۡنَ رَبَّهُم بِالۡغَيۡبِ لَهُم مَّغۡفِرَةٌ وَأَجۡرٌ كَبِيرٌ ⑫

১২. নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা না দেখে আপন প্রতিপালককে ভয় করে (২০), তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার (২১)।

وَأَسِرُّوا قَوۡلَكُمۡ أَوِ اجۡهَرُوا بِهِۦٓ إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُورِ ⑬

১৩. এবং তোমরা নিজেদের কথা নীরবে বলো কিংবা সরবে, তিনি তো অন্তর্যামী (২২)।

أَلَا يَعۡلَمُ مَنۡ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الۡخَبِيرُ ⑭

১৪. তিনি কি জানেন না, যিনি সৃষ্টি করেছেন (২৩)? এবং তিনিই হন প্রত্যেক সুক্ষ্ম বিষয়ের জ্ঞাতা, অবহিত।

রুকূ' – দুই

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الۡأَرۡضَ ذَلُولًا فَامۡشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزۡقِهِۦ وَإِلَيۡهِ النُّشُورُ ⑮

১৫. তিনিই হন, যিনি তোমাদের জন্য ভূ-পৃষ্ঠকে সুগম করে দিয়েছেন, সুতরাং সেটার রাস্তাগুলো দিয়ে চলো এবং আল্লাহ্র জীবিকাগুলো থেকে আহার করো (২৪)। এবং তাঁরই দিকে উত্থিত হতে হবে (২৫)।

ءَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَآءِ أَن يَخۡسِفَ بِكُمُ الۡأَرۡضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ⑯

১৬. তোমরা কি ভয়হীন হয়ে গেছো তাঁরই থেকে, যাঁর বাদশাহী আসমানে রয়েছে, এ থেকে যে, তিনি তোমাদেরকে ভূ-গর্ভে ধ্বসিয়ে ফেলবেন (২৬)? তখনই তা কাঁপতে থাকবে (২৭)।

أَمۡ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَآءِ أَن يُرۡسِلَ عَلَيۡكُمۡ حَاصِبًا

১৭. অথবা তোমরা কি ভয়হীন হয়ে গেছো তাঁর থেকে, যাঁর বাদশাহী আসমানে রয়েছে, এ থেকে যে, তোমাদের প্রতি তিনি কঙ্করবর্ষী

টীকা-১৫. 'মালিক' (ফিরিশতা) ও তাঁর সহকর্মীগণ তিরস্কারসূত্রে

টীকা-১৬. অর্থাৎ আল্লাহ্র নবী; যিনি তোমাদেরকে আল্লাহ্র শাস্তির ভয় দেখাতেন।

টীকা-১৭. এবং তাঁরা আল্লাহ্র বিধানাবলী পৌঁছিয়েছেন এবং আল্লাহ্র ক্রোধ ও আখিরাতের শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন।

টীকা-১৮. রসূলগণের হিদায়ত এবং তা মান্য করতাম,

মাসআলাঃ এ থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্র বিধানাবলী বর্তানোর ভিত্তি ওহী-ভিত্তিক ও যুক্তি-ভিত্তিক– উভয় প্রকার প্রমাণাদির (أدلة سمعية وعقلية) উপরই প্রতিষ্ঠিত। উভয় প্রকারের প্রমাণই বিধানাবলী পালন করাকে অপরিহার্য করে।

টীকা-১৯. যে, রসূলগণকে অস্বীকার করতাম। আর তখনকার স্বীকৃতি কোন উপকারে আসেনা।

টীকা-২০. এবং তাঁর উপর ঈমান আনে,

টীকা-২১. তাদের সৎকর্মগুলোর প্রতিদান।

টীকা-২২. তাঁর নিকট কিছুই গোপন নয়।

শানে নুযূলঃ মুশরিকগণ একে অপরকে বলতো, "নিম্নস্বরে কথা বলো যেন মুহাম্মদ (মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর খোদা শুনতে না পান।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে যে, তাঁর নিকট কিছুই গোপন থাকতে পারে না। এ প্রচেষ্টা অনর্থক।

টীকা-২৩. আপন সৃষ্টির অবস্থাদি?

টীকা-২৪. যা তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

টীকা-২৫. কবরগুলো থেকে প্রতিফলের জন্য।

টীকা-২৬. যেমন ক্বারূনকে ধ্বসিয়েছিলেন।

টীকা-২৭. যাতে তোমরা সেটার নিম্নস্তরে পৌঁছে যাও।

টীকা-২৮. যেমন লূত আলায়হিস্ সালামের সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করেছিলেন?

টীকা-২৯. অর্থাৎ শাস্তি দেখে

টীকা-৩০. অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতগণ।

টীকা-৩১. যখন আমি তাদেরক ধ্বংস করেছি।

টীকা-৩২. বাতাসে উড়ার সময়।

ঝঞ্ঝা প্রেরণ করবেন (২৮)? সুতরাং এখনই জানতে পারবে (২৯) কেমন ছিলো আমার ভয় প্রদর্শন।

فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿١٧﴾

১৮. এবং নিশ্চয় তাদের পূর্ববর্তীগণ অস্বীকার করেছে (৩০)। সুতরাং কেমন হয়েছে আমার অস্বীকার (৩১)?

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿١٨﴾

১৯. এবং তারা কি নিজেদের উপরে পাখীগুলোকে দেখেনি? সেগুলো পাখা বিস্তার করে (৩২) ও সংকুচিত করে। সেগুলোকে কেউ স্থির রাখেনা (৩৩) পরম করুণাময় ব্যতীত (৩৪)। নিশ্চয় তিনি সবকিছু দেখেন।

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ۚ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿١٩﴾

২০. অথবা তোমাদের সেই কোন্ বাহিনী আছে, যা পরম করুণাময়ের মুকাবিলায় তোমাদের সাহায্য করবে (৩৫)? কাফিররা নয়, কিন্তু ধোকার মধ্যে (৩৬)।

أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ ۚ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴿٢٠﴾

২১. অথবা কে এমন আছে, যে তোমাদেরকে জীবিকা দেবে যদি তিনি আপন জীবিকা বন্ধ রাখেন (৩৭)? বরং তারা অবাধ্য এবং ঘৃণার মধ্যে অবিচল হয়ে আছে (৩৮)।

أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۚ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ﴿٢١﴾

২২. তবে কি সেই ব্যক্তি, যে আপন মুখমণ্ডলের উপর ভর করে ঋজু হয়ে চলে (৩৯) অধিক সরল পথে রয়েছে, না সেই ব্যক্তি, যে সোজা হয়ে চলে (৪০), সরল পথের উপর রয়েছে (৪১)?

أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٢﴾

২৩. আপনি বলুন! (৪২) 'তিনিই হন, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য কান, চোখ ও অন্তর সৃষ্টি করেছেন (৪৩)। কত কম লোকই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে (৪৪)!'

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٢٣﴾

২৪. আপনি বলুন! তিনিই হন, যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে বিস্তার করেছেন এবং

قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَ

টীকা-৩৩. পাখা প্রসারিত ও সংকুচিত করার সময় পতিত হওয়া থেকে নিরাপদে-

টীকা-৩৪. অর্থাৎ এতদ্‌সত্ত্বেও যে, পাখীকুল ভারী, মোটা ও শরীরধারী হয়। আর ভারী বস্তু স্বভাবতঃ নিম্নগামীই হয়। তা আকাশে স্থির থাকতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলারই ক্ষমতায় সেগুলো স্থির থাকে। অনুরূপভাবে, আসমানগুলোকেও তিনি যতদিন ইচ্ছা করবেন স্থির রাখবেন। আর যদি তিনি স্থির না রাখেন, তবে তা নীচে পড়ে যাবে।

টীকা-৩৫. যদি তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দিতে চান।

টীকা-৩৬. অর্থাৎ কাফির শয়তানের এই প্রতারণামূলক ধারণার শিকার যে, 'তাদের উপর শাস্তি আপতিত হবে না।'

টীকা-৩৭. অর্থাৎ তিনি ব্যতীত অন্য কোন জীবিকাদাতা নেই।

টীকা-৩৮. যে, সত্যের নিকটবর্তী হয়না। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা কাফির ও মু'মিনের জন্য একটা দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন-

টীকা-৩৯. না সম্মুখে দেখতে পায়, না পেছনের দিকে, না ডানে, না বামে

টীকা-৪০. রাস্তা দেখতে পায়,

টীকা-৪১. যেগুলো গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়ে দেয়। এ দৃষ্টান্তের উদ্দেশ্য এ যে, কাফির পথভ্রষ্টতার ময়দানে এভাবেই হতভম্ব ও দিশাহারা হয়ে ঘুরতে থাকে যে, না গন্তব্যস্থল তার জানা আছে, না রাস্তা চিনে। আর মু'মিন চোখ খুলতেই সত্যের পথে- দেখে ও চিনে চলে থাকে।

টীকা-৪২. হে মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়কা ওয়াসাল্লাম! মুশ্‌রিকদেরকে যে, যে-ই খোদার দিকে আমি তোমাদেরকে আহ্বান করছি তিনি-

টীকা-৪৩. যেগুলো হচ্ছে জ্ঞানের মাধ্যম। কিন্তু তোমরা এসব শক্তি দ্বারা উপকার লাভ করোনি, যা শুনেছো তা মেনে নাওনি, যা দেখেছো তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করোনি, আর যা বুঝেছো তাতে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করোনি।

টীকা-৪৪. যে, আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত শক্তি ও অনুধাবনের উপকরণগুলোকে ঐ কাজে লাগাওনি যার জন্য, সেগুলো দান করা হয়েছে। এ কারণেই শির্ক ও কুফরের মধ্যে লিপ্ত হচ্ছো।

إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾

তাঁরই প্রতি উত্থিত হবে (৪৫)।

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٥﴾

২৫. এবং বলে (৪৬), 'এ প্রতিশ্রুতি (৪৭) কবে আসবে যদি তোমরা সত্যবাদী হও?'

قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٦﴾

২৬. আপনি বলুন, 'এ জ্ঞান তো আল্লাহ্‌রই নিকট রয়েছে এবং আমি তো এই সুস্পষ্ট সতর্ককারী হই (৪৮)।'

فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ ﴿٢٧﴾

২৭. অতঃপর যখন ওটা (৪৯) সন্নিকটে দেখতে পাবে তখন কাফিরদের মুখমণ্ডল বিকৃত হয়ে যাবে (৫০) এবং তাদেরকে বলে দেয়া হবে (৫১), 'এটাই হচ্ছে– যা তোমরা চাচ্ছিলে (৫২)।'

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٨﴾

২৮. আপনি বলুন (৫৩), 'ভালো, দেখোতো! যদি আল্লাহ্ আমাকে ও আমার সঙ্গপ্রাপ্তদেরকে (৫৪) ধ্বংস করে দেন কিংবা আমাদের উপর দয়া করেন (৫৫), তবে সে কে আছে, যে কাফিরদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে (৫৬)?'

قُلْ هُوَ الرَّحْمَٰنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٩﴾

২৯. আপনি বলুন, 'তিনিই পরম করুণাময় (৫৭), আমরা তাঁর উপর ঈমান এনেছি এবং তাঁরই উপর নির্ভর করেছি। সুতরাং এখনই জানতে পারবে (৫৮) কে সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে রয়েছে।'

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ ﴿٣٠﴾

৩০. আপনি বলুন, 'ভালো, দেখোতো! যদি সকালে তোমাদের পানি ভূ-গর্ভে ধ্বসে যায় (৫৯), তবে এমন কে আছে, যে তোমাদের নিকট পানি এনে দেবে, যা চোখের সামনে প্রবহমান হয় (৬০)?' ★

টীকা-৪৫. ক্বিয়ামত-দিবসে হিসাব-নিকাশ ও প্রতিফলের জন্য।

টীকা-৪৬. মুসলমানদেরকে, ঠাট্টা ও বিদ্রূপচ্ছলে,

টীকা-৪৭. শাস্তি অথবা ক্বিয়ামতের,

টীকা-৪৮. অর্থাৎ শাস্তি অথবা ক্বিয়ামত আসার ভয় তোমাদেরকে প্রদর্শন করছি। এতটুকুর জন্যই আমি আদিষ্ট হয়েছি। এটুকু করলেই আমার উপর কর্তব্য পালন সম্পন্ন হয়ে যায়। সময়সীমা বর্ণনা করা আমার দায়িত্ব নয়।

টীকা-৪৯. অর্থাৎ প্রতিশ্রুত শাস্তি

টীকা-৫০. চেহারা কালো হয়ে যাবে, আতঙ্ক ও দুঃখে আকৃতি বিকৃত হয়ে যাবে

টীকা-৫১. জাহান্নামের ফিরিশ্‌তাগণ বলবে,

টীকা-৫২. এবং নবীগণ আলায়হিমুস্ সালামকে বলতো, "ঐ শাস্তি কোথায়? তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো।" এখন দেখে নাও! এটা হচ্ছে ঐ শাস্তি যার জন্য তোমরা আবেদন করেছিলে।

টীকা-৫৩. হে মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম! মক্কার কাফিরদেরকে, যারা আপনার ওফাত কামনা করে,

টীকা-৫৪. অর্থাৎ আমার সাহাবীগণ

টীকা-৫৫. এবং আমাদের বয়সকে আরো দীর্ঘ করে দেন,

টীকা-৫৬. তোমাদেরকে তো তোমাদের কুফরের কারণে অবশ্যই শাস্তিতে আক্রান্ত হতে হবে! সুতরাং আমার ওফাত তোমাদের কী উপকারে আসবে?

টীকা-৫৭. যার প্রতি আমি তোমাদেরকে আহ্বান করছি,

টীকা-৫৮. অর্থাৎ শাস্তির সময়,

টীকা-৫৯. এবং এতই গভীরে পৌঁছে যায় যে, বালতি (পানি উঠানোর উপকরণ) ইত্যাদি ব্যবহার করেও হাতের নাগালে পাওয়া না যায়,

টীকা-৬০. এ পর্যন্ত যে, প্রত্যেকের হাত পৌঁছতে পারে। এ'তো শুধু আল্লাহ্‌রই ক্ষমতাধীন। সুতরাং যেগুলো কোন কিছুর উপর ক্ষমতা রাখেনা সেগুলোকে কেন ইবাদতের মধ্যে ঐ সত্য সর্বশক্তিমান খোদার সাথে শরীক করছো? ★

****

★ 'সূরা মুল্‌ক' সমাপ্ত।

টীকা-১. এ সূরার নাম 'সূরা নূন' ও 'সূরা ক্বালাম'। এ সূরাটি 'মক্কী'। এতে রয়েছে দু'টি রুকূ', বায়ান্নটি আয়াত, তিনশটি পদ ও এক হাজার দু'শ ছাপ্পান্নটি বর্ণ।

টীকা-২. আল্লাহ্ তা'আলা কলমের শপথ উল্লেখ করেছেন। এ 'কলম' দ্বারা হয়ত লিখকদের 'কলম'-এর কথা বুঝানো হয়েছে, যার সাথে ধর্মীয় ও পার্থিব মঙ্গল ও উপকারাদি সম্পৃক্ত; অথবা সর্বোচ্চ 'কলম'-এর কথা বুঝানো হয়েছে, যা একটা 'নূরী কলম'। আর সেটার দৈর্ঘ্য আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। সেটা আল্লাহর নির্দেশে 'লওহ্-ই-মাহ্ফূয' (সংরক্ষিত ফলক)-এর উপর ক্বিয়ামত পর্যন্ত ঘটমান সমস্ত বিষয় লিপিবদ্ধ করেছে।

সূরা ক্বালাম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা ক্বালাম মক্কী	আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৫২ রুকূ'-২

রুকূ' – এক

১. নূ-ন্। কলম (২) ও তাদের লিখার শপথ (৩)।

نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿١﴾

২. আপনি আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহে উন্মাদ নন (৪);

مَآ أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴿٢﴾

৩. এবং অবশ্যই আপনার জন্য অশেষ পুরস্কার রয়েছে (৫);

وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ﴿٣﴾

৪. এবং নিশ্চয় আপনার চরিত্র তো মহা মর্যাদারই (৬);

وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾

৫. সুতরাং অবিলম্বে আপনিও দেখে নেবেন এবং তারাও দেখে নেবে (৭)

فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ﴿٥﴾

৬. যে, তোমাদের মধ্যে কে উন্মাদ ছিলো।

بِأَييِّكُمُ الْمَفْتُونُ ﴿٦﴾

৭. নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক ভালোভাবে জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি ভালোভাবে জানেন তাদেরকে, যারা সত্য পথে রয়েছে।

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٧﴾

৮. আপনি অস্বীকারকারীদের কথা শুনবেন না।

فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٨﴾

৯. তারা তো এ কামনায় রয়েছে যে, কোন মতে আপনি নমনীয় হোন (৮), অতঃপর তারাও নমনীয় হয়ে যাবে।

وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴿٩﴾

১০. এবং এমন কারো কথা শুনবেন না, যে বড় বড় শপথকারী (৯), লাঞ্ছিত;

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ ﴿١٠﴾

টীকা-৩. অর্থাৎ আদম সন্তানদের কার্যাদির সংরক্ষণকারী ফিরিশ্তাদের লেখনীর শপথ!

টীকা-৪. তাঁর অনুগ্রহ ও দয়া সর্বাঙ্গীন অবস্থা ঘিরে রয়েছে। তিনি আপনাকে মহা পুরস্কার ও অনুগ্রহ প্রদান করেছেন; নবূয়ত ও হিকমত (প্রজ্ঞা) দান করেছেন। পরিপূর্ণ কথাশিল্প সমৃদ্ধ বাক্‌শক্তি (نصاحت), পূর্ণাঙ্গ বিবেক শক্তি, নির্মল ও পছন্দনীয় চরিত্র দান করেছেন। সৃষ্টির জন্য যে পরিমাণ পূর্ণতা সম্ভব সবই পূর্ণাঙ্গতম রূপেই দান করেছেন। প্রত্যেক ধরণের দোষ-ত্রুটি থেকে এ উচ্চ গুণসম্পন্ন সত্তাকে পবিত্র রেখেছেন। এ'তে কাফিরদের ঐ উক্তির খণ্ডন করা হয়েছে, যা তারা বলেছিলো- يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ • (অর্থাৎ ওহে, যার প্রতি ক্বোরআন অবতীর্ণ হয়েছে! নিশ্চয় তুমি উন্মাদ!)

টীকা-৫. রিসালতের প্রচার, নবূয়ত প্রকাশ করা, সৃষ্টিকে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আহবান করা এবং কাফিরদের এসব অসার কথাবার্তা, অপবাদ আরোপ করা ও সমালোচনা করার উপর ধৈর্য ধারণ করার জন্য;

টীকা-৬. হযরত উম্মুল মু'মিনীন (মু'মিনদের মাতা) হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন তিনি বললেন, "বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের 'চরিত্র' হচ্ছে পবিত্র ক্বোরআন।" হাদীস শরীফে আছে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে উন্নত চরিত্র ও সুন্দর কার্যাদিকে পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গতা দানের জন্য প্রেরণ করেছেন।"

টীকা-৭. অর্থাৎ মক্কাবাসীগণও, যখন তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হবে।

টীকা-৮. ধর্মীয় ব্যাপারে, তাদের প্রতি বিবেচনা করে-

টীকা-৯. যে, মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কথাবার্তার উপর শপথ করার ক্ষেত্রে দুঃসাহসী। সে ব্যক্তি দ্বারা হয়ত ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা অথবা আস্ওয়াদ ইবনে য়াগূস অথবা আখ্নাস্ ইবনে শুরায়ক্বের কথা বুঝানো হয়েছে। পরবর্তীতে তার দোষগুলোর বিবরণ দেয়া হচ্ছে-

টীকা-১০. যাতে মানুষের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে!

টীকা-১১. কৃপণ; না নিজে ব্যয় করে, না অপরকে সৎকাজে ব্যয় করতে দেয়। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা এর ব্যাখ্যায় এ কথা বলেছেন যে, 'সৎকাজে বাধা প্রদান দ্বারা ইসলাম গ্রহণে বাধা প্রদান করার কথাই বুঝানো হয়েছে। কেননা, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা আপন সন্তানদের ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে বলতো, "যদি তোমাদের মধ্যে কেউ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হও, তবে আমি তাকে আমার সম্পদ থেকে কিছুই দেবো না।"

টীকা-১২. দুরাচার, ব্যভিচারী,

টীকা-১৩. বদমেজাজ, গালিগালাজকারী,

টীকা-১৪. অর্থাৎ জারজ সন্তান। সুতরাং তার দ্বারা অসৎ কর্ম সম্পাদিত হওয়া কি আশ্চর্যের বিষয়? বর্ণিত আছে যে, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে তখন ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা গিয়ে তার মাকে বললো, "মুহাম্মদ (মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আমার সম্পর্কে দশটি দোষ উল্লেখ করেছেন। নয়টি তো আমি জানি, যেহেতু সেগুলো আমার মধ্যে বিদ্যমান; কিন্তু দশম দোষটি (মূলে দোষ থাকা)-এর প্রকৃত অবস্থা আমার জানা নেই। হয়ত তুমি আমাকে এ সম্পর্কে সত্য সত্য বলবে, নতুবা আমি তোমার শিরশ্ছেদ করে ফেলবো।" এর জবাবে তার মা বললো, "তোমার পিতা নপুংসক (نامرد) ছিলো। আমি আশংকা করলাম যে, তার মৃত্যু ঘটবে, অতঃপর তার ধন-সম্পদগুলো অপর লোকেরা নিয়ে যাবে। তারপর আমি একজন রাখালকে ডেকে আনলাম। তুমি তারই ঔরশ থেকে (জন্মলাভ করেছো)।

هَمَّازٍ مَّشَّاءٍۭ بِنَمِيمٍ ⑪

১১. খুব নিন্দুক, এদিকের কথা ওদিকে লাগিয়ে বিচরণকারী (১০);

مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ⑫

১২. সৎ কাজে বড় বাধা প্রদানকারী (১১); সীমা লংঘনকারী, পাপিষ্ঠ (১২),

عُتُلٍّۭ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ ⑬

১৩. বদমেজাজ (১৩), এ সব কিছুর উপর অতিরিক্ত এ যে, তার মূলে ত্রুটি (১৪)।

أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ⑭

১৪. তদুপরি, কিছু সম্পদ ও সন্তানের অধিকারী।

إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَٰتُنَا قَالَ أَسَٰطِيرُ الْأَوَّلِينَ ⑮

১৫. যখন তার নিকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় (১৫) তখন বলে, 'এতো পূর্ববর্তীদের কাহিনী (১৬)।'

سَنَسِمُهُۥ عَلَى الْخُرْطُومِ ⑯

১৬. অতি সত্বর আমি তার শুঁড়রূপী থুতনীর উপর দাগ দেবো (১৭)।

إِنَّا بَلَوْنَٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ أَصْحَٰبَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا

১৭. নিশ্চয় আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি (১৮) যেমন পরীক্ষা করেছিলাম এ উদ্যানপতিদেরকে (১৯), যখন তারা শপথ

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ ওয়ালীদ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের শানে একটা মিথ্যা কথা বলেছিলো (উন্মাদ)। এর জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা তার দশটি বাস্তব দোষ প্রকাশ করে দিলেন। এ থেকে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য ও আল্লাহর মাহবূব হিসেবে তাঁর মহা-মর্যাদার কথা বুঝা যায়।

টীকা-১৫. অর্থাৎ ক্বোরআন মজীদ,

টীকা-১৬. এবং এটা দ্বারা তার উদ্দেশ্য, এ কথা বলা যে, 'তা মিথ্যা।' আর তার এ কথা এরই ফল যে, আমি তাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছি।

টীকা-১৭. অর্থাৎ তার চেহারা বিকৃত করে দেবো এবং তার অভ্যন্তরীন মন্দ অবস্থার চিহ্ন তার চেহারার উপর প্রকাশ করে দেবো। যাতে তার জন্য তা লজ্জার কারণ হয়। আখিরাতে তো এসব কিছু ঘটবেই, কিন্তু দুনিয়ায়ও এ সংবাদ পূর্ণ হয়েই থাকবে। এবং তার নাক কলঙ্কযুক্ত হয়ে গিয়েছিলো। কথিত আছে যে, বদরের যুদ্ধে তার নাক কেটে গিয়েছিলো। (খাযিন, মাদারিক ও জালালাঈনে অনুরূপই উল্লেখ করা হয়েছে। এবং এ বর্ণনার উপর এ আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে যে, ওয়ালীদ তো ঐসব ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীদের অন্যতম ছিলো, যারা বদর যুদ্ধের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছিলো।)

টীকা-১৮. অর্থাৎ মক্কাবাসীদেরকে; নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দো'আর ফলে, যা তিনি এভাবে করেছিলেন, "হে প্রতিপালক! তাদেরকে তেমন দুর্ভিক্ষের শিকার করো যেমনি হযরত যূসুফ আলায়হিস্ সালামের যুগে হয়েছিলো। অতএব, মক্কাবাসীগণ দুর্ভিক্ষের এমন মুসীবতে আক্রান্ত হয়েছিলো যে, তারা ক্ষুধার অসহনীয় তাড়নায় মৃত ও হাড় পর্যন্ত খেয়ে বসেছিলো এবং এমনিভাবে পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়েছিলো–

টীকা-১৯. ঐ বাগানের নাম ছিলো 'দারদান' (ضـروان)। ঐ বাগানটি ইয়েমেনের সানা থেকে দু' ফরসঙ্গ (৬ মাইল) দূরত্বে রাস্তার মাথায় অবস্থিত ছিলো। সেটার মালিক ছিলো একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি; যিনি বাগানের ফলমূল অধিক পরিমাণে গরীব লোকদেরকে দান করতেন। তিনি যখন বাগানে যেতেন,তখন গরীবদেরকে ডেকে নিতেন। মাটিতে পতিত সমস্ত ফল গরীবেরা কুড়িয়ে নিয়ে যেতো। আর বাগানে বিছানা বিছিয়ে দেয়া হতো। যখন ফল ছেঁড়া হতো,তখন বিছানার উপর যত ফল পতিত হতো তাও গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা হতো। আর নিজেদের জন্য যে বিশেষ অংশ পাওয়া যেতো তা থেকেও এক দশমাংশ গরীব-মিসকিনদেরকে দান করে দিতেন। অনুরূপভাবে, ক্ষেতের ফসল কাটার সময়ও তিনি গরীবদের প্রাপ্য অধিক পরিমাণে নির্দ্ধারণ করতেন।

তাঁর পরে তাঁর তিন পুত্র উত্তরাধিকারী হলো। তারা পরস্পর পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলো যে, যেহেতু সম্পদ কম, আত্মীয়-স্বজন বেশী; সুতরাং যদি পিতার

لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿١٧﴾

করেছিলো যে, অবশ্যই ভোর হতেই সেটার ফসল কেটে আনবে (২০);

وَلَا يَسْتَثْنُونَ ﴿١٨﴾

১৮. এবং 'ইন্‌শাআল্লাহ্‌' বলেনি (২১)।

فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿١٩﴾

১৯. অতঃপর সেটার উপর (২২) তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে এক প্রদক্ষিণকারী প্রদক্ষিণ করে গেছে (২৩) আর তারা (তখন) ঘুমাচ্ছিলো।

فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿٢٠﴾

২০. অতঃপর ভোরে (এমনি) রয়ে গেলো (২৪) যেন ফল ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে (২৫);

فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ﴿٢١﴾

২১. অতঃপর তারা ভোর হতেই একে অপরকে ডেকে বললো,

أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ ﴿٢٢﴾

২২. 'সকাল সকাল আপন ক্ষেতের দিকে চলো যদি তোমরা ফসল কাটতে চাও।'

فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ﴿٢٣﴾

২৩. অতঃপর তারা বললো এবং একে অপরকে নীচুস্বরে বলতে বলতে যাচ্ছিল,

أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ ﴿٢٤﴾

২৪. 'অবশ্যই আজ যেন কোন মিস্‌কীন তোমাদের বাগানে আসতে না পারে।'

وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ ﴿٢٥﴾

২৫. এবং প্রত্যুষে যাত্রা করলো নিজেদের এ ইচ্ছার উপর শক্তিমান মনে করে (২৬)।

فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ﴿٢٦﴾

২৬. অতঃপর যখন সেটা দেখলো (২৭) তখন বললো, 'নিশ্চয় আমরা রাস্তা ভুলে গেছি (২৮)।'

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٢٧﴾

২৭. 'বরং আমরা বঞ্চিত হয়েছি (২৯)।'

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ﴿٢٨﴾

২৮. তাদের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা উত্তম লোক ছিলো সে বললো, 'আমি কি তোমাদেরকে বলছিলাম না যে, তোমরা কেন তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করছোনা (৩০)?'

قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٩﴾

২৯. তারা বললো, 'পবিত্রতা আমাদের প্রতিপালকের, নিশ্চয় আমরা যালিম ছিলাম।'

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ ﴿٣٠﴾

৩০. এখন একে অপরের দিকে দোষারোপ করতে করতে মনোযোগ ফিরালো (৩১)।

قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ ﴿٣١﴾

৩১. তারা বললো, 'হায়রে ধ্বংস আমাদের! আমরা অবাধ্য ছিলাম (৩২)।

عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ ﴿٣٢﴾

৩২. আশাকরি, আমাদেরকে আমাদের প্রতিপালক তদপেক্ষা উত্তম বিনিময় দান করবেন; আমরা আমাদের প্রতিপালকের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছি (৩৩)।'

ন্যায় আমরাও দান-খয়রাত অব্যাহত রাখি তাহলে আমরা গরীব হয়ে যাবো। (সুতরাং) পরস্পর মিলে শপথ করলো যে, 'ভোরে সকাল সকাল লোকজন জাগ্রত হবার পূর্বেই বাগানে গিয়ে ফল ছিঁড়ে ফেলবো।' অতএব, এরশাদ হচ্ছে-

টীকা-২০. যাতে মিস্‌কীন লোকেরা জানতে না পারে;

টীকা-২১. এসব লোক তো শপথ করে ঘুমিয়ে পড়লো

টীকা-২২. অর্থাৎ বাগানের উপর।

টীকা-২৩. অর্থাৎ একটা 'বালা' (মুসীবত) আসলো- আল্লাহ্‌র নির্দেশে আগুন অবতীর্ণ হলো এবং তা বাগানটা ধ্বংস করে ফেললো।

টীকা-২৪. ঐ বাগান

টীকা-২৫. এবং ঐসব লোক এ সম্পর্কে কিছুই জানতো না। এরা প্রত্যুষে উঠলো।

টীকা-২৬. যে, কোন মিস্‌কীনকে আসতে দেবো না এবং সমস্ত ফলমূল নিজেদের আয়ত্বে নিয়ে আসবো।

টীকা-২৭. অর্থাৎ বাগানকে যে, সেখানে ফলমূলের নাম-নিশানা পর্যন্ত নেই,

টীকা-২৮. অর্থাৎ অন্য কোন বাগানে এসে পৌঁছেছি। আমাদের বাগান তো খুব ফলমূল সম্পন্ন। অতঃপর যখন গভীরভাবে দেখলো, ওটার আশে-পাশের এলাকা প্রত্যক্ষ করলো এবং চিনতে পারলো যে, সেটা তাদেরই বাগান, তখন বললো-

টীকা-২৯. সেটার উৎপন্ন ফলমূল থেকে মিস্‌কীনদেরকে না দেয়ার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করে-

টীকা-৩০. এবং এ অসদিচ্ছা থেকে তাওবা কেন করছোনা এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার কৃতজ্ঞতা কেন প্রকাশ করছো না?

টীকা-৩১. এবং শেষ পর্যন্ত তারা সবাই স্বীকার করলো যে, 'আমাদের ভুল হয়েছে। আমরা সীমাতিক্রম করেছি।'

টীকা-৩২. যেহেতু আমরা আল্লাহ্‌ তা'আলার নি'মাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিনি এবং পিতৃপুরুষদের উত্তম রীতি বর্জন করেছি।

টীকা-৩৩. তাঁরই ক্ষমা ও করুণার আশা পোষণ করি। ঐসব লোক সততা ও নিষ্ঠার সাথে তাওবা করলো। সুতরাং আল্লাহ্‌ তা'আলা সেটার পরিবর্তে তাদেরকে তা অপেক্ষা উত্তম বাগান দান করেছিলেন। সে বাগানের নাম ছিলো 'হাইওয়ান' (حـــــيـوان) এবং

তাতে অনেক উৎপাদন ও মনোরম আবহাওয়ার এ অবস্থা ছিলো যে, সেটার আঙ্গুরের এক একটা গুচ্ছ একেকটা গাধার পিঠে বোঝাই করা হতো।

টীকা-৩৪. হে মক্কার কাফিররা! সচেতন হও এ'তো দুনিয়ার শাস্তি!

টীকা-৩৫. আখিরাতের শাস্তির কথা, আর তা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করতো।

টীকা-৩৬. অর্থাৎ আখিরাতে

টীকা-৩৭. শানে নুযূলঃ মুশ্‌রিকগণ মুসলমানদেরকে বলেছিলো, "মৃত্যুর পর যদি আমরা পুনরুত্থিত ও হই, তা'হলে আমরা সেখানেও তোমাদের চেয়ে ভালো থাকবো এবং আমাদেরই মর্যাদা উন্নত থাকবে, যেমন আমরা দুনিয়াতে স্বাচ্ছন্দ্যে রয়েছি।" এর খণ্ডনে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে, যা সামনে আসছে–

টীকা-৩৮. এবং ঐ নিষ্ঠাবান অনুগতদেরকে এসব অবাধ্য গোঁয়ারদের উপর কি প্রাধান্য দেবো না? আমার সম্বন্ধে এমন ধারণা ভ্রান্ত।

টীকা-৩৯. অজ্ঞতা বশতঃ

টীকা-৪০. যা ছিন্ন হয়না; এ মর্মে–

টীকা-৪১. নিজেদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মঙ্গল ও সম্মানের। এখন আল্লাহ্ তা'আলা আপন হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করছেন–

টীকা-৪২. অর্থাৎ কাফিরদেরকে

টীকা-৪৩. এরই যে, আখিরাতে তারা মুসলমানদের চেয়ে উত্তম কিংবা সমানই লাভ করবে?

টীকা-৪৪. যারা এ দাবীতে তাদেরকে সমর্থন করবে এবং যিম্মাদার হবে?

টীকা-৪৫. প্রকৃতপক্ষে, তারা ভ্রান্তিতে রয়েছে। না তাদের নিকট এমন কোন কিতাব আছে, যা'তে ঐসব কথা উল্লেখিত রয়েছে, যেগুলো তারা বলে বেড়ায়, না আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কোন অঙ্গীকার আছে, না আছে কোন জামিনদার, না কোন সমর্থনকারী।

টীকা-৪৬. অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে– 'সাক্ব উন্মোচন করা' দ্বারা 'কঠিন সংকটময় বিষয়' বুঝায়, যা ক্বিয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশ ও প্রতিদানের জন্য সম্মুখীন হবে।

كَذٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩. শাস্তি এমনই হয় (৩৪); নিশ্চয় পরকালের শাস্তি সর্বাপেক্ষা কঠিন; কতই উত্তম ছিলো যদি তারা জানতো (৩৫)!

রুকূ' - দুই

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٣٤﴾

৩৪. নিশ্চয় ভীতিসম্পন্নদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট (৩৬) শান্তির বাগানসমূহ রয়েছে (৩৭)।

اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫. আমি কি মুসলমানদেরকে কাফিরদের মতো করে দেবো (৩৮)?

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬. তোমাদের কি হয়েছে, কেমন মন্তব্য করছো (৩৯)?

اَمْ لَكُمْ كِتٰبٌ فِيْهِ تَدْرُسُوْنَ ﴿٣٧﴾

৩৭. তোমাদের কি কোন কিতাব আছে, তাতে অধ্যয়ন করছো–

اِنَّ لَكُمْ فِيْهِ لَمَا تَخَيَّرُوْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮. যে, তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে যা তোমরা পছন্দ করো?

اَمْ لَكُمْ اَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُوْنَ ﴿٣٩﴾

৩৯. না, তোমাদের জন্য আমার উপর কোন শপথ রয়েছে, যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত পৌঁছে (৪০) যে, তোমরা লাভ করবে যা কিছু তোমরা দাবী করছো (৪১)?

سَلْهُمْ اَيُّهُمْ بِذٰلِكَ زَعِيْمٌ ﴿٤٠﴾

৪০. আপনি তাদেরকে (৪২) জিজ্ঞাসা করুন তাদের মধ্যে কে সেটার জামিনদার (৪৩)?

اَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ فَلْيَاْتُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ﴿٤١﴾

৪১. না, তাদের নিকট কোন শরীক আছে (৪৪)? (যদি থাকে) তাহলে যেন নিজেদের শরীকদেরকে নিয়ে আসে, যদি তারা সত্যবাদী হয় (৪৫)।

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ

৪২. যে দিন এক 'সাক্ব' (পায়ের গোছা) উন্মুক্ত করা হবে (যার প্রকৃত অর্থ আল্লাহ্ই জানেন) (৪৬) এবং সাজদার প্রতি আহ্বান করা হবে (৪৭),

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা বলেন, "ক্বিয়ামতের দিন তা সর্বাপেক্ষা সংকটময় সময় হবে।'

'সালফে সালেহীন' (পূর্ববর্তী যুগের বুযর্গানে দ্বীন)-এর এ রীতি ছিলো যে, তাঁরা এর ব্যাখ্যায় কোন অভিমত প্রকাশ করতেন না; বরং এতটুকু বলতেন যে, আমরা এর উপর ঈমান রাখি। আর এর দ্বারা যে অর্থ বুঝানো উদ্দেশ্য, তা আল্লাহ্‌র প্রতি সোপর্দ করে দিতেন।

টীকা-৪৭. অর্থাৎ কাফিরগণ ও মুনাফিকদেরকে পরীক্ষা ও তিরস্কার সূত্রে,

টীকা-৪৮. তাদের পৃষ্ঠদেশ তামার পাতের মতো শক্ত হয়ে যাবে;

টীকা-৪৯. যেন তাদের উপর লাঞ্ছনা ও অবমাননা ছেয়ে গেছে,

টীকা-৫০. এবং আযান ও তাকবীরসমূহের মধ্যে حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ (নামাযের দিকে এসো, সাফল্যের দিকে এসো!) বলে তাদেরকে নামায ও সাজদার দিকে আহ্বান করা হতো।

অতঃপর তা করতে পারবে না (৪৮);

فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪৩. নজর নীচু করে (৪৯), তাদের উপর লাঞ্ছনা আরোহণ করে থাকবে এবং নিশ্চয় তাদেরকে দুনিয়ায় সাজদার প্রতি আহ্বান করা হতো (৫০) যখন তারা সুস্থ ছিলো (৫১)।

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ سٰلِمُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৪. সুতরাং যে কেউ এ বাণীকে (৫২) অস্বীকার করে, তাকে আমার উপর ছেড়ে দাও (৫৩); অনতিবিলম্বে আমি তাদেরকে ধীরে ধীরে নিয়ে যাবো (৫৪) যে স্থান থেকে তাদের খবরও থাকবে না;

فَذَرْنِيْ وَمَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৫. এবং আমি তাদেরকে অবকাশ দেবো; নিঃসন্দেহে আমার গোপন ব্যবস্থাপনা বড়ই পাকাপোক্ত (৫৫)।

وَأُمْلِيْ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ ﴿٤٥﴾

৪৬. আপনি কি তাদের নিকট পারিশ্রমিক চাচ্ছেন (৫৬) যে, তারা জরিমানার বোঝা দ্বারা চাপা পড়ে আছে (৫৭)?

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ ﴿٤٦﴾

৪৭. কিংবা তাদের নিকট অদৃশ্যের জ্ঞান রয়েছে (৫৮) যে, তারা লিপিবদ্ধ করছে (৫৯)?

أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৮. অতএব আপনি আপন প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষা করুন (৬০)! এবং ঐ মৎস্যের পেটে অবস্থানকারীর মতো হয়ো না (৬১); যখন এমতাবস্থায় আহ্বান করেছিলো যে, তার অন্তর সংকুচিত হচ্ছিলো (৬২)।

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ إِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ ﴿٤٨﴾

৪৯. যদি না তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ তার সহায়ক হতো (৬৩), তবে অবশ্যই ময়দানে নিক্ষিপ্ত হতো অপবাদের শিকার হয়ে (৬৪)।

لَوْلَا أَنْ تَدٰرَكَهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُوْمٌ ﴿٤٩﴾

৫০. অতঃপর তাকে তার প্রতিপালক মনোনীত করে নিলেন, এবং আপন খাস্ নৈকট্যের উপযোগীদের অন্তর্ভূক্ত করে নিলেন।

فَاجْتَبٰهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٥٠﴾

৫১. এবং অবশ্যই কাফিরদেরকে তো এমনই মনে হচ্ছে যেন তাদের কু-দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আপনার পতন ঘটাবে যখন তারা ক্বোরআন শ্রবণ করে (৬৫);

وَإِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ

টীকা-৫১. এতদ্‌সত্ত্বেও তারা সাজ্‌দা করতো না। এরই ফলে, এখানে তারা সাজ্‌দা করা থেকে বঞ্চিত রয়েছে।

টীকা-৫২. অর্থাৎ ক্বোরআন মজীদকে

টীকা-৫৩. আমি তাকে শাস্তি দেবো;

টীকা-৫৪. আমার শাস্তির দিকে, এভাবে যে, তাদের অবাধ্যতা ও আমার নির্দেশ অমান্য করা সত্ত্বেও তারা সুস্বাস্থ্য ও জীবিকা ইত্যাদি সব কিছু পেতেই থাকবে, আর মুহূর্তে মুহূর্তে শাস্তিও নিকটস্থ হতে থাকবে।

টীকা-৫৫. আমার শাস্তি কঠিন।

টীকা-৫৬. রিসালতের বাণী পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য

টীকা-৫৭. এবং জরিমানার (!) বোঝা তাদের উপর এমনই ভারী হয়ে আছে, যার কারণে তারা ঈমান আনতে পারছে না?

টীকা-৫৮. 'গায়ব' মানে এখানে 'লওহ্-ই-মাহফূয' (সংরক্ষিত ফলক)।

টীকা-৫৯. তা থেকে যা কিছু বলছে?

টীকা-৬০. যা তিনি তাদের সম্পর্কে বলেন এবং তাদের নির্যাতনের উপর কিছুদিন ধৈর্য ধারণ করো। (কেউ কেউ বলেছেন যে, এটা রহিত হয়ে গেছে 'তরবারি' বা যুদ্ধ সম্পর্কিত আয়াত দ্বারা।)

টীকা-৬১. সম্প্রদায়ের উপর শাস্তিকে তরান্বিত করার ক্ষেত্রে, 'মৎস্যধারী' মানে- হযরত য়ূনুস আলায়হিস্ সালাম।

টীকা-৬২. মাছের পেটের ভিতর মনের দুঃখে।

টীকা-৬৩. এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ওযর ও প্রার্থনা গ্রহণ করে তাঁর প্রতি অনুগ্রহ না করতেন,

টীকা-৬৪. কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা দয়াপরবশ হয়েছেন।

টীকা-৬৫. এবং হিংসা ও শত্রুতার দৃষ্টিতে মনোযোগ সহকারে দেখছে;

শানে নুযূলঃ বর্ণিত আছে যে, আরবের কিছু লোক কু-দৃষ্টি লাগানোর মধ্যে চতুর্দিকে প্রসিদ্ধ ছিলো। আর তাদের অবস্থা এ ছিলো যে, তারা দাবী করেই 'কুদৃষ্টি' লাগাতো এবং যে কোন বস্তুর প্রতিই সেটার ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতো তা সাথে সাথে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যেতো। এমন বহু ঘটনা

তাদের অভিজ্ঞতায় এসেছিলো। কাফিরগণ তাদেরকে বললো যেন রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকেও 'কুদৃষ্টি' লাগায়। সুতরাং তারা হুযূরকে অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখলো আর বললো, "আমরা এ পর্যন্ত না এমন মানুষ দেখেছি, না প্রমাণাদি দেখেছি।" আর তাদের কোন বস্তু দেখে আশ্চর্যবোধ করাও বড় ধরণের যুলুম ছিলো। কিন্তু তাদের ঐসব প্রচেষ্টা ও এর মতো অন্যান্য ষড়যন্ত্র, যা তারা অহরহ করতো নিষ্ফল হয়ে গেলো। আল্লাহ্ তা'আলা আপন নবীকে তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন। আর এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ ﴿٥١﴾

এবং বলে (৬৬), 'এটা অবশ্যই বোধশক্তি থেকে অনেক দূরে।'

وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٥٢﴾

৫২. তা (৬৭) তো নয়, কিন্তু উপদেশ সমগ্র জাহানের জন্য (৬৮)। ★

সূরা আল্-হাক্বক্বাহ্

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা আল্-হাক্বক্বাহ্ মক্কী	আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৫২ রুকূ'-২

রুকূ' - এক

اَلْحَآقَّةُ ﴿١﴾
مَا الْحَآقَّةُ ﴿٢﴾
وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحَآقَّةُ ﴿٣﴾
كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌۢ بِالْقَارِعَةِ ﴿٤﴾
فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ ﴿٥﴾
وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴿٦﴾
سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ حُسُوْمًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ﴿٧﴾

১. তা সত্যই ঘটমান (২);

২. কেমনই তা ঘটমান (৩)!

৩. আপনি কি জেনেছেন তা কেমন সত্য ঘটমান (৪)!

৪. সামূদ ও 'আদ এমন কঠোর কষ্টদায়ককে অস্বীকার করেছে।

৫. অতঃপর সামূদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হয়েছে সীমা অতিক্রমকারী বিকট শব্দ দ্বারা (৫)।

৬. বাকী রইলো 'আদ; তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে অতি বিকটভাবে গর্জনকারী ঝঞ্ঝা বায়ু দ্বারা;

৭. তা তাদের উপর সজোরে প্রবাহিত করলেন সাত রাত ও আট দিন (৬) লাগাতার; অতঃপর ঐসব লোককে সেগুলোতে (৭) দেখবেন ভূপাতিত (৮), যেমন খেজুর গাছের পতিত কাণ্ড।

হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন, "যার প্রতি কুদৃষ্টি লেগেছে তার উপর এ আয়াত পাঠ করে ফুঁক দেয়া যায়।"

টীকা-৬৬. হিংসা ও বিদ্বেষ সূত্রে এবং মানুষের মনে ঘৃণা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের শানে, যখন তাঁকে (দঃ) ক্বোরআন পাঠ করতে দেখে,

টীকা-৬৭. অর্থাৎ ক্বোরআন শরীফ অথবা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

টীকা-৬৮. জিনদের জন্যও এবং মানুষের জন্যও। অথবা 'যিক্র' (ذكر) মানে 'শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্য'। এতদ্ভিত্তিতে অর্থ এ দাঁড়ায় যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সমস্ত জগতের জন্যই শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মানই এবং তাঁর প্রতি উন্মাদনার সম্পর্ক রচনা করা অন্তরের অন্ধত্বের পরিচায়ক। ★

****

টীকা-১. 'সূরা হাক্বক্বাহ্' মক্কী; এতে দু'টি রুকূ', বায়ান্নটি আয়াত, দু'শ ছাপ্পান্নটি পদ এবং এক হাজার চারশ তেইশটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২. অর্থাৎ ক্বিয়ামত; যা সত্য ও প্রমাণিত, যা সংঘটিত হওয়া নিশ্চিত ও অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত; যাতে কোনরূপ সন্দেহ নেই।

টীকা-৩. অর্থাৎ তা অতীব আশ্চর্যজনক ও ভয়ংকর।

টীকা-৪. যেটা'র ভয়াবহতা ও অবস্থাদি এবং কঠিন কষ্টগুলো পর্যন্ত মানুষের চিন্তা-ভাবনার পাখী উড়ে গিয়ে পৌঁছতে পারে না।

টীকা-৫. অর্থাৎ অতি ভয়ংকর গর্জন দ্বারা।

টীকা-৬. বুধবার থেকে পরবর্তী বুধবার পর্যন্ত; শাওয়াল মাসের শেষ ভাগে অতি তীব্র শীতের মৌসুমে,

টীকা-৭. অর্থাৎ ঐ দিনগুলোতে

টীকা-৮. যে, মৃত্যু তাদেরকে এমনই বিধ্বস্ত করেছে,

★ 'সূরা ক্বালাম' সমাপ্ত।

টীকা-৯. কথিত আছে যে, অষ্টম দিবসে যখন ভোর বেলায় ঐসব লোক ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো, তখন বায়ুপ্রবাহ তাদের শবদেহগুলোকে উড়িয়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলো এবং একজনও অবশিষ্ট থাকেনি।

টীকা-১০. এদেরও পূর্ববর্তী উম্মতগুলোর কাফিরগণ

টীকা-১১. অবাধ্যতার অশুভ পরিণামে, যেমন লূত সম্প্রদায়ের বস্তিগুলো, এসব লোক

৮. অতঃপর আপনি কি তাদের মধ্যে কাউকেও অবশিষ্ট দেখতে পাচ্ছেন (৯)?

فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْۢ بَاقِيَةٍ ﴿٨﴾

৯. এবং ফির'আউন ও তার পূর্ববর্তীগণ (১০) এবং উল্টিয়ে দেয়া জনপদগুলো (১১) অপরাধ সম্পন্ন করলো (১২)।

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهٗ وَالْمُؤْتَفِكٰتُ بِالْخَاطِئَةِ ﴿٩﴾

১০. অতঃপর তারা আপন প্রতিপালকের রসূলগণের নির্দেশ অমান্য করলো (১৩)। তখন তিনি তাদেরকে বড়সড় পাকড়াও দ্বারা ধরলেন।

فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً ﴿١٠﴾

১১. নিশ্চয় যখন পানি মাথাচাড়া দিয়েছিলো (১৪) তখন আমি তোমাদেরকে নৌযানে (১৫) আরোহণ করিয়েছি (১৬);

اِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَآءُ حَمَلْنٰكُمْ فِى الْجَارِيَةِ ﴿١١﴾

১২. সেটাকে (১৭) তোমাদের জন্য স্মরণীয় করার নিমিত্ত (১৮) এবং এ জন্য যে, সেটাকে সংরক্ষণ করবে ঐ কান, যা শুনে সংরক্ষণ করে (১৯)।

لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّتَعِيَهَآ اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ ﴿١٢﴾

১৩. অতঃপর যখন শিঙ্গায় ফুৎকার করা হবে একবারেই,

فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ ﴿١٣﴾

১৪. এবং যমীন ও পাহাড়সমূহ উত্তোলন করে একবারেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে;

وَّحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ﴿١٤﴾

১৫. সেদিন যে, সংঘটিত হয়ে যাবে যা সংঘটিত হবার (২০);

فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١٥﴾

১৬. এবং আস্মান ফেটে যাবে; অতঃপর সেদিন সেটার অবস্থা দুর্বল হবে (২১);

وَانْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِىَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ ﴿١٦﴾

১৭. এবং ফিরিশ্‌তাগণ সেটার কিনারাসমূহে দণ্ডায়মান হবে (২২); এবং সেদিন আপনার প্রতিপালকের আরশকে আটজন ফিরিশ্‌তা তাদের উপর বহন করবে (২৩)।

وَّالْمَلَكُ عَلٰٓى اَرْجَآئِهَا ۗ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ ﴿١٧﴾

১৮. সেদিন তোমরা সবাই উপস্থিত হবে (২৪) যে, তোমাদের মধ্যে কোন গোপনীয় সত্তা গোপন থাকতে পারবে না।

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴿١٨﴾

১৯. সুতরাং ঐ ব্যক্তি যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে (২৫), বলবে, 'নাও, আমার আমলনামা পাঠ করো!

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ۙ فَيَقُوْلُ هَآؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ ﴿١٩﴾

টীকা-১২. মন্দ কার্যাদি, পাপাচারসমূহ এবং শির্ক করেছিলো,

টীকা-১৩. যাঁরা তাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন।

টীকা-১৪. এবং তা গাছপালা, প্রাসাদসমূহ, পাহাড়-পর্বত এমনকি প্রত্যেক কিছুরও উপরে উঠেছিলো। এটা হযরত নূহ আলায়হিস্ সালামের তুফানের বিবরণ।

টীকা-১৫. যখন তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদের ঔরশে ছিলে,

টীকা-১৬. এবং হযরত নূহ আলায়হিস্ সালামকে এবং তাঁর সাথীদেরকে, যারা তাঁর উপর ঈমান এনেছিলো, উদ্ধার করেছি আর অবশিষ্টদেরকে নিমজ্জিত করেছি।

টীকা-১৭. অর্থাৎ মু'মিনদেরকে উদ্ধার করা এবং কাফিরদেরকে ধ্বংস করাকে

টীকা-১৮. যাতে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের মাধ্যম হয়

টীকা-১৯. কাজের বাণীগুলোকে, যাতে সেগুলো থেকে উপকৃত হয়।

টীকা-২০. অর্থাৎ ক্বিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে;

টীকা-২১. অর্থাৎ সেটা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়বে; অথচ তা অত্যন্ত মজবুত ও শক্ত ছিলো।

টীকা-২২. অর্থাৎ যে সব ফিরিশ্‌তার আবাসস্থল আসমানেই রয়েছে, তাঁরা আসমান ফেটে যাবার সময় সেটার কিনারায় দণ্ডায়মান হবেন, অতঃপর আল্লাহ্‌র নির্দেশে যমীনে অবতরণ করে গোটা যমীন ঘেরাও করবেন;

টীকা-২৩. হাদীস শরীফে আছে, 'আরশ বহনকারী ফিরিশ্‌তা' বর্তমানে চারজন। ক্বিয়ামত-দিবসে তাদের সাহায্যার্থে আরো চারজনকে অতিরিক্ত নিয়োগ করা হবে। তখন মোট আটজন হয়ে যাবেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা থেকে বর্ণিত, এতে ফিরিশ্‌তাদের 'আট কাতার'-এর কথা বুঝানো হয়েছে, যাঁদের সংখ্যা আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন।

টীকা-২৪. আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে হিসাব-নিকাশের জন্য,

টীকা-২৫. এ কথা বুঝতে পারবে যে, সে মুক্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত; এবং অতি আনন্দ ও খুশী সহকারে আপন দল এবং আপন পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-

স্বজনকে–

টীকা-২৬. অর্থাৎ পৃথিবীতেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে, আখিরাতে আমার নিকট থেকে হিসাব নেয়া হবে।

টীকা-২৭. যেন দাঁড়িয়ে, বসে, শায়িত হয়ে– প্রত্যেকটি অবস্থায় সহজে আহরণ করতে পারে এবং ঐসব লোককে বলা হবে–

إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَٰقٍ حِسَابِيَهْ ﴿٢٠﴾

২০. আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে, আমি আমার হিসাবের সম্মুখীন হবো (২৬)।'

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٢١﴾

২১. সুতরাং সে মনোরম শান্তিতে রয়েছে;

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿٢٢﴾

২২. উচ্চ বাগানে;

قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٢٣﴾

২৩. যার ফলের গুচ্ছ ঝুঁকে পড়েছে (২৭)।

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيٓـًٔا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾

২৪. আহার করো, পান করো তৃপ্তি সহকারে– পুরস্কার সেটারই, যা তোমরা বিগত দিনগুলোতে আগে প্রেরণ করেছো (২৮)।

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِشِمَالِهِۦ فَيَقُولُ يَٰلَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَٰبِيَهْ ﴿٢٥﴾

২৫. এবং ঐ ব্যক্তি, যার আপন আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে (২৯), বলবে, 'হায়, কোন মতে আমাকে আমার আমলনামা না দেয়া হতো!

وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ﴿٢٦﴾

২৬. এবং না জানতাম যে, আমার হিসাব কি!

يَٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ﴿٢٧﴾

২৭. হায়, কোন মতে মৃত্যুই কিস্‌সার সমাপ্তি হতো (৩০)!

مَآ أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ ﴿٢٨﴾

২৮. আমার কোন কাজে আসলো না আমার ধন-সম্পদ (৩১)।

هَلَكَ عَنِّي سُلْطَٰنِيَهْ ﴿٢٩﴾

২৯. আমার সমস্ত ক্ষমতা শেষ হয়ে গেছে (৩২)।'

خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ﴿٣٠﴾

৩০. তাকে ধরো! অতঃপর তার গলায় রশি লাগাও (৩৩)!

ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴿٣١﴾

৩১. অতঃপর তাকে জ্বলন্ত আগুনে ধ্বসিয়ে দাও!

ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴿٣٢﴾

৩২. অতঃপর এমন শিকলে, যার দৈর্ঘ্য সত্তর হাত (৩৪), তাকে শৃঙ্খলিত করে নাও (৩৫)!

إِنَّهُۥ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ﴿٣٣﴾

৩৩. নিশ্চয় সে মহান আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনতো না (৩৬)।

وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣٤﴾

৩৪. এবং মিস্‌কীনকে খাদ্য দানের প্রতি উৎসাহ দিতো না (৩৭)।

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَٰهُنَا حَمِيمٌ ﴿٣٥﴾

৩৫. সুতরাং আজ এখানে (৩৮) তার কোন বন্ধু নেই (৩৯);

وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ﴿٣٦﴾

৩৬. এবং না কোন খাদ্য, কিন্তু দোযখীদের পূঁজ।

টীকা-২৮. অর্থাৎ সে সব সৎকর্ম, যেগুলো তোমরা দুনিয়ায় আখিরাতের জন্য করেছো।

টীকা-২৯. যখন আপন আমলনামা দেখবে এবং তাতে নিজ মন্দ কার্যাদি লিপিবদ্ধ পাবে, তখন লজ্জিত ও অপমানিত হয়ে–

টীকা-৩০. এবং হিসাবের জন্য উঠানো না হতো এবং এ অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে না হতো!

টীকা-৩১. যা আমি দুনিয়ার আহরণ করেছিলাম, তা একটুও আমার শাস্তিকে প্রতিহত করতে পারেনি।

টীকা-৩২. এবং আমি লাঞ্ছিত ও মুখাপেক্ষীই রয়ে গেলাম। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেছেন যে, এতে তার উদ্দেশ্য এ হবে যে, দুনিয়ার আমি যেসব যুক্তি-তর্ক পেশ করতাম সেসবই তো বাতিল হয়ে গেলো। এখন আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামের দারোগাদেরকে নির্দেশ দেবেন–

টীকা-৩৩. এভাবে যে, তার হাত তার গর্দানের সাথে মিলিয়ে ফাঁসের মধ্যে আটকিয়ে দাও!

টীকা-৩৪. ফিরিশ্‌তাদের হাতের মাপে

টীকা-৩৫. অর্থাৎ ঐ শিকল; তাতে এভাবে প্রবেশ করাও, যেমন কোন বস্তুর মধ্যে সূতা ঢুকানো হয়ে থাকে।

টীকা-৩৬. তাঁর মহত্ব ও একত্বের প্রতি বিশ্বাসী ছিলো না।

টীকা-৩৭. না আপন নাফ্‌সকে, না আপন পরিবার-পরিজনকে, না অন্যান্যদেরকে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তারা পুনরুত্থানের বিষয়কে স্বীকার করতো না। কেননা, মিস্‌কীনকে খাবারদাতা মিস্‌কীনের নিকট থেকে তো কোন বিনিময়ের কোন আশাই করে না, শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও আখিরাতের সাওয়াবের আশায়ই মিস্‌কীনকে দান করে। আর যে ব্যক্তি পুনরুত্থান ও পরকালের উপর ঈমানই রাখে না, মিস্‌কীনকে খাওয়ানোয় তার কি লাভ?

টীকা-৩৮. অর্থাৎ আখিরাতে

টীকা-৩৯. যে তার কোন উপকার করবে অথবা সুপারিশ করবে;

টীকা-৪০. পাপাচারী কাফিরগণ।

টীকা-৪১. অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টির শপথ– যা তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয় সেটারও, যা দৃষ্টিগোচর হয়না সেটারও। কোন কোন তাফসীরকারক বলেন, مَا تُبْصِرُوْنَ দ্বারা দুনিয়া এবং مَالَاتُبْصِرُوْنَ দ্বারা 'আখিরাত' বুঝানো হয়েছে। এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারকদের আরো কয়েকটা অভিমত রয়েছে।

لَّا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ﴿٣٧﴾

৩৭. তা আহার করবে না, কিন্তু পাপীই (৪০)।

রুকূ' - দুই

فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٨﴾

৩৮. সুতরাং আমার শপথ রইলো ঐসব বস্তুর, যেগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছো;

وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٩﴾

৩৯. এবং যেগুলো তোমরা দেখতে পাও না (৪১);

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٤٠﴾

৪০. নিশ্চয় এই ক্বোরআন একজন সম্মানিত রসূল (৪২)-এর সাথে বলা বাণীসমূহ (৪৩);

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾

৪১. এবং তা কোন কবির বাণী নয় (৪৪)। কত কম বিশ্বাসই রাখছো (৪৫)!

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾

৪২. এবং না কোন জ্যোতিষীর কথা (৪৬)। কত কম মনোযোগই দিচ্ছো (৪৭)!

تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٣﴾

৪৩. তিনিই অবতীর্ণ করেছেন, যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক!

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴿٤٤﴾

৪৪. এবং যদি তিনি আমার নামে একটা কথাও বানিয়ে বলতেন (৪৮),

لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٤٥﴾

৪৫. তবে অবশ্যই আমি তাঁর নিকট থেকে সজোরে বদলা দিতাম;

ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٤٦﴾

৪৬. অতঃপর তাঁর হৃদয়-শিরা কেটে দিতাম (৪৯)।

فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴿٤٧﴾

৪৭. অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ তাঁকে রক্ষাকারী থাকতো না।

وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾

৪৮. এবং নিশ্চয় এ ক্বোরআন ভীতিসম্পন্নদের জন্য উপদেশ।

وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾

৪৯. এবং অবশ্যই আমি জানি যে, তোমাদের মধ্যে কিছু লোক অস্বীকারকারী রয়েছে।

وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾

৫০. এবং নিশ্চয় তা কাফিরদের উপর অনুশোচনা (৫০)।

وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ﴿٥١﴾

৫১. এবং নিশ্চয় তা নিশ্চিত সত্য (৫১)।

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٥٢﴾

৫২. সুতরাং, হে মাহবূব! আপনি আপন মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করুন (৫২)। ★

টীকা-৪২. মুহাম্মদ মোস্তফা হাবীবে খোদা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

টীকা-৪৩. যা তাঁর মহান মহামহিম প্রতিপালক এরশাদ ফরমায়েছেন;

টীকা-৪৪. যেমন, কাফিরগণ মনে করে থাকে।

টীকা-৪৫. সম্পূর্ণরূপে বে-ঈমান হও, এতটুকুও বুঝতে পারছো না যে, না এটা কবিতা, না এর মধ্যে কাব্য হবার কোন বিষয় পাওয়া যাচ্ছে।

টীকা-৪৬. যেমন তোমাদের মধ্যে কোন কোন কাফির আল্লাহর এ কিতাব সম্পর্কে মন্তব্য করে।

টীকা-৪৭. না এ কিতাবের হিদায়তসমূহের প্রতি দেখছো, না সেটার শিক্ষাসমূহের মধ্যে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করছো যে, তাতে কেমন আধ্যাত্মিক শিক্ষা রয়েছে! না সেটার ভাষা-অলংকার, অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা ও অনন্যতার মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করছো, যাতে এটাই মনে করো যে, এ বাণী

টীকা-৪৮. যা আমি বলিনি এমন, তাহলে–

টীকা-৪৯. যা কাটার সাথে সাথেই মৃত্যু সংঘটিত হয়ে যায়।

টীকা-৫০. অর্থাৎ তারা ক্বিয়ামত-দিবসে যখন ক্বোরআনের প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের পুরস্কার ও সেটাকে অস্বীকারকারী ও মিথ্যারোপকারীদের শাস্তি দেখতে পাবে তখন তারা ঈমান না আনার জন্য দুঃখ করবে এবং আফসোস্ ও লজ্জার মধ্যে গ্রেফতার হবে।

টীকা-৫১. যে, তাতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই।

টীকা-৫২. এবং এ জন্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো যে, তিনি আপনার প্রতি স্বীয় এ মহান বাণীর ওহী প্রেরণ করেছেন। ★

****

★ 'সূরা আল-হাক্বক্বাহ্' সমাপ্ত।

টীকা-১. 'সূরা মা'আরিজ' মক্কী। এতে দু'টি রুকূ', চুয়াল্লিশটি আয়াত, দু'শ চব্বিশটি পদ এবং নয়শ ঊনত্রিশটি বর্ণ আছে।

টীকা-২. শানে নুযূলঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কাবাসীদেরকে আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয় দেখালেন, তখন তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো, "এ শাস্তির উপযোগী কারা? আর তা কাদের উপর আসবে? বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করো!" সুতরাং তারা হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলো। এর জবাবে এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে। আর হুযূরকে জিজ্ঞাসাকারী ছিলো- নাযার ইবনে হারিস। সে প্রার্থনা করেছিলো, "হে প্রতিপালক! যদি এ ক্বোরআন সত্য হয় এবং তোমারই বাণী হয়, তবে আমাদের উপর আসমান থেকে পাথর বর্ষণ করো অথবা বেদনাদায়ক শাস্তি প্রেরণ করো।" এ আয়াতগুলোতে এরশাদ হয়েছে যে, কাফিরগণ প্রার্থনা করুক আর না-ই করুক! শাস্তি, যা তাদের জন্য অবধারিত হয়েছে, তা অবশ্যই আসবে; সেটা কেউ প্রতিহত করতে পারে না।

টীকা-৩. অর্থাৎ আস্‌মানগুলোর।

টীকা-৪. যাঁরা ফিরিশ্‌তাদের মধ্যে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী

টীকা-৫. অর্থাৎ ঐ নৈকট্যের স্তরের দিকে, যা আস্‌মানের মধ্যে তাঁর নির্দেশাবলীর অবতরণস্থল;

টীকা-৬. তা হচ্ছে ক্বিয়ামত-দিবস, যার ভয়ানক অবস্থাদি কাফিরদের জন্য তো এতই দীর্ঘস্থায়ী হবে এবং মু'মিনদের জন্য একটা ফরয নামায অপেক্ষাও সহজতর হবে।

টীকা-৭. অর্থাৎ শাস্তিকে

টীকা-৮. এবং এ ধারণা করে যে, তা সংঘটিতই হবে না;

টীকা-৯. যে, অবশ্যই সংঘটিত হবে।

টীকা-১০. এবং বাতাসে উড়তে থাকবে।

টীকা-১১. প্রত্যেকে আপন আপন চিন্তায় মগ্ন থাকবে;

টীকা-১২. যে, একে অপরকে চিনতে পারবে, কিন্তু আপন অবস্থায় এমনিভাবে ব্যতিব্যস্ত থাকবে যে, না তাদের অবস্থা জিজ্ঞাসা করবে, না কথা বলতে পারবে।

টীকা-১৩. অর্থাৎ কাফির

সূরা মা'আরিজ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

সূরা মা'আরিজ মক্কী	আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৪৪ রুকূ'-২

রুকূ' - এক

سَاَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ۝١
১. একজন প্রার্থী, সেই শাস্তি প্রার্থনা করে;

لِّلۡكٰفِرِيۡنَ لَيۡسَ لَهٗ دَافِعٌ ۝٢
২. যা কাফিরদের উপর ঘটমান, সেটার রোধকারী কেউ নেই (২);

مِّنَ اللّٰهِ ذِى الۡمَعَارِجِ ۝٣
৩. তা হবে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে, যিনি উচ্চ সম্মানাদির মালিক (৩)।

تَعۡرُجُ الۡمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوۡحُ اِلَيۡهِ فِىۡ يَوۡمٍ كَانَ مِقۡدَارُهٗ خَمۡسِيۡنَ اَلۡفَ سَنَةٍ ۝٤
৪. ফিরিশ্‌তাগণ ও জিব্রাঈল (৪) তাঁর দরবারের দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় (৫); ঐ শাস্তি সে দিনই হবে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর (৬)।

فَاصۡبِرۡ صَبۡرًا جَمِيۡلًا ۝٥
৫. সুতরাং আপনি উত্তমরূপে ধৈর্য ধারণ করুন!

اِنَّهُمۡ يَرَوۡنَهٗ بَعِيۡدًا ۝٦
৬. তারা সেটাকে (৭) সুদূর ভাবছে (৮);

وَّنَرٰىهُ قَرِيۡبًا ۝٧
৭. এবং আমি তা সন্নিকটে দেখছি (৯)।

يَوۡمَ تَكُوۡنُ السَّمَآءُ كَالۡمُهۡلِ ۝٨
৮. যেদিন আসমান হবে- যেমন গলিত রূপা;

وَتَكُوۡنُ الۡجِبَالُ كَالۡعِهۡنِ ۝٩
৯. এবং পাহাড় এমন হালকা হয়ে যাবে যেমন পশম (১০)।

وَلَا يَسۡـَٔلُ حَمِيۡمٌ حَمِيۡمًا ۝١٠
১০. এবং কোন বন্ধু অন্য কোন বন্ধুর কথা জিজ্ঞাসা করবে না (১১);

يُّبَصَّرُوۡنَهُمۡ ؕ يَوَدُّ الۡمُجۡرِمُ لَوۡ يَفۡتَدِىۡ مِنۡ عَذَابِ يَوۡمِئِذٍۢ بِبَنِيۡهِ ۝١١
১১. অথচ তারা হবে তাদেরকে প্রত্যক্ষকারী অবস্থায় (১২)। অপরাধী (১৩) কামনা করবে- 'হায়, যদি সেদিনের শাস্তি থেকে রক্ষা পাবার পরিবর্তে দিতে পারতাম আপন পুত্র সন্তানদেরকে,

وَصَاحِبَتِهٖ وَاَخِيۡهِ ۝١٢
১২. আপন স্ত্রীকে এবং আপন ভাইকে,

وَفَصِيۡلَتِهِ الَّتِىۡ تُـْٔوِيۡهِ ۝١٣
১৩. এবং আপন জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে, যা'তে তার আশ্রয়স্থল রয়েছে;

টীকা-১৪. তা তার কোন কাজে আসবে না এবং কোন মতেই সে শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে না।

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ﴿١٤﴾

১৪. এবং বা কিছু যমীনে রয়েছে সবই; অতঃপর (যাতে) এসব বিনিময় (মুক্তিপণ) প্রদান করা তাকে রক্ষা করে নেয়!

كَلَّا ۖ إِنَّهَا لَظَىٰ ﴿١٥﴾

১৫. না, কখনো নয় (১৪)। তাতো লেলিহান আগুন;

نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ ﴿١٦﴾

১৬. বা গায়ের চামড়া খসিয়ে দেয়-এমন;

تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٧﴾

১৭. ডাকবে (১৫) তাকে, যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে এবং বিমুখ হয়েছে (১৬);

وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ﴿١٨﴾

১৮. এবং পুঞ্জীভূত করে সংরক্ষিত করে রেখেছে (১৭)।

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾

১৯. নিশ্চয় মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে বড় অধৈর্য লোভী করে;

إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾

২০. যখন তার অমঙ্গল ঘটে (১৮) তখন খুব অস্থির;

وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾

২১. এবং যখন মঙ্গল হয় (১৯), তখন কার্পণ্যকারী (২০)।

إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾

২২. কিন্তু নামাযীগণ,

الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٢٣﴾

২৩. যারা আপন নামাযসমূহের পাবন্দ থাকে (২১);

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ﴿٢٤﴾

২৪. এবং ঐ সমস্ত লোক, যাদের সম্পদের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট প্রাপ্য (২২) আছে;

لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

২৫. তারই জন্য, যে প্রার্থী হয় এবং যে চাইতেও পারে না, ফলে বঞ্চিত থাকে (২৩);

وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٢٦﴾

২৬. এবং ঐসব লোক, যারা বিচারের দিনকে সত্য জ্ঞান করে (২৪)।

وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٢٧﴾

২৭. এবং ঐসব লোক যারা আপন প্রতিপালকের শাস্তিকে ভয় করতে থাকে;

إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ﴿٢٨﴾

২৮. নিশ্চয় তাদের প্রতিপালকের শাস্তি ভয়শূন্য হয়ে থাকার বস্তু নয় (২৫)।

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٢٩﴾

২৯. এবং ঐসব লোক, যারা আপন লজ্জাস্থানগুলোকে রক্ষা করে,

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾

৩০. কিন্তু আপন বিবিগণ অথবা আপন হাতের মাল দাসীদের থেকে, তাতে তারা নিন্দনীয় হবে না–

فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٣١﴾

৩১. অতঃপর যে কেউ এ দু'টি (২৬) ব্যতীত অন্য কিছু কামনা করবে, তবে তারা সীমা লংঘনকারী (২৭)।

টীকা-১৫. নাম ধরে, এভাবে– "হে কাফির, আমার নিকট আয়। হে মুনাফিক, আমার নিকট আয়!"

টীকা-১৬. সত্যকে গ্রহণ করা ও ঈমান আনা থেকে;

টীকা-১৭. ধন-সম্পদকে; কিন্তু এর অপরিহার্য অংশ পরিশোধ করেনি।

টীকা-১৮. দারিদ্র ও রোগ ইত্যাদির

টীকা-১৯. ধন-সম্পদ,

টীকা-২০. অর্থাৎ মানুষের অবস্থা এ যে, সে কোন প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হলে সেটার উপর ধৈর্য ধারণ করেনা, আর যখন সম্পদ লাভ করে, তখন তা ব্যয় করেনা।

টীকা-২১. অর্থাৎ পঞ্জেগানা ফরয নামাযকে নিয়মিতভাবে যথাসময়ে পালন করে নেয়; অর্থাৎ মু'মিন।

টীকা-২২. এটা দ্বারা যাকাত, যার পরিমাণ নির্দ্ধারিত, অথবা ঐ সাদক্বাহ্, যা মানুষ নিজের উপর নির্দিষ্ট করে নেয়, অতঃপর তা নির্দ্ধারিত সময়ে পরিশোধ করে দেয়।

মাস্আলাঃ এ থেকে প্রতীয়মান হলো যে, 'মুস্তাহাব-সাদক্বাহ্'র জন্য নিজ থেকে সময় নির্দ্ধারিত করা শরীয়তমতে বৈধ ও প্রশংসনীয়।

টীকা-২৩. অর্থাৎ উভয় প্রকার অভাবী লোকদেরকে প্রদান করবে– তাদেরকেও, যারা কোন প্রয়োজনের তাগিদে প্রার্থী হয় এবং তাদেরকেও যারা লজ্জায় প্রার্থী হয় না এবং তাদের অভাব প্রকাশ পায়না।

টীকা-২৪. এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হওয়া, হাশর-নশর (হিসাব-নিকাশের জন্য একত্রিত হওয়া), কর্মফল ও ক্বিয়ামত– সব বিষয়ের উপর ঈমান রাখে।

টীকা-২৫. চাই মানুষ যতই সৎকর্মপরায়ণ, পবিত্র, অধিক আনুগত্যশীল এবং ইবাদতকারী হোক না কেন, কিন্তু তার জন্য আল্লাহ্র শাস্তি থেকে ভয়হীন হওয়া উচিত নয়।

টীকা-২৬. অর্থাৎ বিবিগণ ও দাসীগণ

টীকা-২৭. যে, হালাল থেকে হারামের দিকে অগ্রসর হয়।

মাস্‌আলাঃ এ আয়াত দ্বারা সাময়িক বিবাহ (متعه), পায়ুসঙ্গম (لواطت), পশুর সাথে যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা এবং হস্তমৈথুন করা হারাম হওয়া প্রমাণিত হয়।

টীকা-২৮. শরীয়তের আমানতসমূহেরও, বান্দাদের আমানতেরও, সৃষ্টির সাথে যেসব অঙ্গীকার রয়েছে সেগুলোরও এবং কর্তব্য পালনের যেসব অঙ্গীকার রয়েছে সেগুলোরও। আর মান্নত এবং শপথগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

টীকা-২৯. সততা ও ন্যায়বিচার সহকারে; না তাতে স্বজনপ্রীতি করে, না জোরদারদেরকে দুর্বলদের উপর প্রাধান্য দেয়, না কোন প্রকৃত প্রাপকের প্রাপ্য বিনষ্ট হতে দেখে তা বরদাস্ত করে।

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِأَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۝

৩২. এবং ঐসব লোক, যারা আপন আমানতসমূহ ও আপন অঙ্গীকারসমূহ রক্ষা করে (২৮)

وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ قَآئِمُوْنَ ۝

৩৩. এবং ঐসব লোক, যারা আপন সাক্ষ্যগুলোর উপর অবিচল থাকে (২৯)

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۝

৩৪. এবং ঐসব লোক, যারা স্বীয় নামাযগুলোর ব্যাপারে যত্নবান হয় (৩০)।

اُولٰٓئِكَ فِيْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ ۝

৩৫. এরাই হচ্ছে, যাদের জন্য বাগানসমূহে সম্মান হবে (৩১)।

রুকূ' - দুই

فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ ۝

৩৬. সুতরাং ঐ কাফিরদের কি হলো- আপনার প্রতি তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে (৩২)?

عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ ۝

৩৭. ডানে ও বামে, দলে দলে!

اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيْمٍ ۝

৩৮. তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই কি এটা কামনা করে যে (৩৩), তাকে শান্তির বাগানে প্রবেশ করানো হোক?

كَلَّا ۗ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُوْنَ ۝

৩৯. না, কখনো নয়; নিশ্চয় আমি তাদেরকে ঐ বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছি যা তারা জানে (৩৪)।

فَلَآ اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشٰرِقِ وَالْمَغٰرِبِ اِنَّا لَقٰدِرُوْنَ ۝

৪০. সুতরাং আমার শপথ রইলো তাঁরই নামে, যিনি সমগ্র পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক (৩৫) যে, আমি নিশ্চয় সর্বশক্তিমান।

عَلٰٓى اَنْ نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ ۙ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ۝

৪১. যে, তাদের স্থলে তাদের চেয়ে উত্তম মানবগোষ্ঠীকে স্থলাভিষিক্ত করবো (৩৬) এবং আমার আয়ত্ব থেকে কেউ বের হয়ে যেতে পারে না (৩৭)।

فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى

৪২. সুতরাং তাদেরকে ছেড়ে দাও তারা তাদের অনর্থক কার্যাদিতে পড়ে থাকুক এবং খেলা-তামাশা করতে থাকুক; শেষ পর্যন্ত তারা

টীকা-৩০. নামাযের বর্ণনার বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। এতে এ কথা প্রকাশ পায় যে, নামায খুবই গুরুত্বপূর্ণ অথবা এ যে, এক স্থানে ফরযসমূহের কথা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য, অন্যত্র নফল নামাযসমূহ। আর যত্নবান হওয়ার অর্থ হচ্ছে এ যে, সেটার অপরিহার্য কার্যাদি (আরকান ও ওয়াজিবগুলো) এবং সুন্নাত ও মুস্তাহাবগুলোকে পরিপূর্ণভাবে পালন করে।

টীকা-৩১. বেহেশ্‌তের

টীকা-৩২. শানে নুযূলঃ এ আয়াত কাফিরদের ঐ দলের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের আশেপাশে দলে দলে বৃত্তাকারে একত্রিত হতো। আর তাঁর বরকতময় বাণীগুলো শুনতো, তা প্রত্যাখ্যান করতো এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো আর বলতো, "যদি এসব লোক জান্নাতে প্রবেশ করে, যেমন (হযরত) মুহাম্মদ (মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলছেন, তাহলে, আমরা তাদেরও পূর্বে অবশ্যই তাতে প্রবেশ করবো।" তাদের প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর এরশাদ করা হয়েছে যে, ঐসব কাফিরের কি অবস্থা, যারা আপনার নিকট বসছেও আর ঘাড় উঁচু করে তাকাচ্ছেও। এসত্ত্বেও আপনার নিকট যা শুনছে, তা থেকে উপকার গ্রহণ করছে না?

টীকা-৩৩. ঈমানদারদের মতো।

টীকা-৩৪. অর্থাৎ শুক্রবিন্দু থেকে, যেমন সমস্ত মানুষকে সৃষ্টি করেছি। সুতরাং এ কারণে কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। জান্নাতে প্রবেশ করা ঈমানের উপরই নির্ভরশীল।

টীকা-৩৫. অর্থাৎ সূর্যের প্রত্যেক উদয়াচল ও প্রত্যেক অস্তাচলের অথবা প্রত্যেকটা তারকার পূর্ব ও পশ্চিমের; উদ্দেশ্য হচ্ছে আপন রাবূবিয়াতের শপথকে স্মরণ করা।

টীকা-৩৬. এভাবে যে, তাদেরকে ধ্বংস করে দিই এবং তাদের পরিবর্তে স্বীয় অনুগত সৃষ্টিকে পয়দা করবো।

টীকা-৩৭. এবং আমার ক্ষমতার আয়ত্বের বাইরে যেতে পারে না।

তাদের ঐ (৩৮) দিনের সাক্ষাত পাবে, যার ওয়াদা তাদেরকে দেয়া হচ্ছে।

يُلٰقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ۝٤٢

৪৩. যেদিন কবরগুলো থেকে বের হবে দৌড়িয়ে (৩৯) যেন তারা চিহ্নগুলোর দিকে ছুটছে (৪০);

يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ ۝٤٣

৪৪. চক্ষুসমূহ অধোমুখী করে; তাদের উপর লাঞ্ছনা সাওয়ার থাকবে; এটা তাদের ঐ দিন (৪১), যে দিনের তাদের সাথে ওয়াদা ছিলো (৪২)। ★

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ۝٤٤

সূরা নূহ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

সূরা নূহ মক্কী	আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-২৮ রুকূ'-২

রুকূ' - এক

১. নিশ্চয় আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করেছি (এ নির্দেশ সহকারে) যে, 'তাদেরকে সতর্ক করো! এর পূর্বে যে, তাদের উপর বেদনাদায়ক শাস্তি আসবে (২)।'

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝١

২. সে বললো, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী হই;

قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝٢

৩. (এ মর্মে) যে, 'আল্লাহ্‌র ইবাদত করো (৩) এবং তাঁকে ভয় করো (৪) আর আমার নির্দেশ মেনে চলো।'

أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ۝٣

৪. তিনি তোমাদের কিছু গুনাহ্ ক্ষমা করে দেবেন (৫) এবং একটা নির্দিষ্ট মেয়াদকাল পর্যন্ত (৬) তোমাদেরকে অবকাশ দেবেন (৭)। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি যখন আসে, তখন তা পিছানো যায় না। কোন মতে তোমরা জানতে (৮)!'

يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ ۖ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝٤

৫. আরয করলো (৯), 'হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার সম্প্রদায়কে রাতদিন আহ্বান করেছি (১০)।

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ۝٥

৬. সুতরাং আমার আহ্বান থেকে তাদের পলায়ন করাই বৃদ্ধি পেয়েছে (১১)।

فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ۝٦

৭. এবং আমি যতোবারই তাদেরকে আহ্বান করেছি (১২) যাতে তুমি তাদেরকে ক্ষমা করো, ততোবারেই তারা তাদের কানগুলোতে আঙ্গুল দিয়ে বসেছে (১৩) এবং আপন কাপড় মুড়ে নিয়েছে (১৪),

وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ

টীকা-৩৮. শাস্তির

টীকা-৩৯. ক্বিয়ামত-দিবসে 'মাহশার' বা একত্রিত হওয়ার স্থানের দিকে।

টীকা-৪০. যেমন পতাকাবাহীরা আপন আপন পতাকার দিকে ছুটে যাচ্ছে।

টীকা-৪১. অর্থাৎ ক্বিয়ামত-দিবসে।

টীকা-৪২. পৃথিবীতে এবং তারা সেটাকে অস্বীকার করে। ★

* * * * * * *

টীকা-১. 'সূরা নূহ' মক্কী; এতে দু'টি রুকূ', আঠাশটি আয়াত, দু'শ চব্বিশটি পদ এবং নয়শ নিরানব্বইটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২. দুনিয়া ও আখিরাতের।

টীকা-৩. এবং কাউকেও তাঁর শরীফ বানিয়োনা

টীকা-৪. অবাধ্যতা থেকে বিরত থেকে, যাতে তিনি গযব আপতিত না করেন

টীকা-৫. যা তোমাদের দ্বারা ঈমান আনার সময় পর্যন্ত সম্পন্ন হয়ে থাকে, অথবা যা বান্দাদের প্রাপ্যের সাথে সম্পৃক্ত না হয়

টীকা-৬. অর্থাৎ মৃত্যুকাল পর্যন্ত

টীকা-৭. যে, এর অভ্যন্তরে তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন না।

টীকা-৮. সেটাকে; এবং ঈমান নিয়ে আসতে!

টীকা-৯. হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম

টীকা-১০. ঈমান ও আনুগত্যের প্রতি।

টীকা-১১. এবং যতই তাদেরকে ঈমান আনার প্রতি আহ্বান করা হয়েছে, ততই তাদের অবাধ্যতা বাড়তে থাকে।

টীকা-১২. তোমার উপর ঈমান আনার প্রতি,

টীকা-১৩. যাতে আমার আহ্বান না শুনে

টীকা-১৪. এবং চেহারা গোপন করে নিয়েছে, যাতে আমাকে দেখতে না পায়। কেননা, তারা আল্লাহ্‌র দ্বীনের প্রতি আহ্বানকারীকে দেখাও সহ্য করতো না।

★ 'সূরা মা'আরিজ' সমাপ্ত।

টীকা-১৫. আপন কুফরের উপর

টীকা-১৬. এবং আমার আহ্বান গ্রহণ করা নিজের মর্যাদার পরিপন্থী মনে করেছে।

টীকা-১৭. উচ্চ-রবে সভাগুলোর মধ্যে;

টীকা-১৮. এবং বারংবার প্রকাশ্যে আহ্বানও করেছি

টীকা-১৯. একেকজন করে এবং আহ্বান-কার্যে কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি করিনি। সম্প্রদায়ের লোকেরা দীর্ঘকাল যাবত হযরত নূহ আলায়হিস্ সালামকে অস্বীকার করতেই লাগলো। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের থেকে বৃষ্টি বন্ধ করে দিলেন, তাদের নারীদেরকে বন্ধ্যা (বাঁঝা) করে দিলেন। চল্লিশ বছরের মধ্যে তাদের সম্পদ বিনষ্ট হয়ে গেলো এবং জীবজন্তু মরে গেলো। যখন এমন অবস্থা হলো, তখন হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম তাদেরকে আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করার নির্দেশ দিলেন।

وَاَصَرُّوْا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ۞

একগুঁয়ে হয়ে রয়েছে (১৫) এবং বড়ই অহংকার করেছে (১৬)।

ثُمَّ اِنِّيْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ۞

৮. অতঃপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে আহ্বান করলাম (১৭);

ثُمَّ اِنِّيْ اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا ۞

৯. অতঃপর আমি তাদেরকে ঘোষণা সহকারেও বলেছি (১৮) এবং নিম্নস্বরে গোপনেও বলেছি (১৯)।'

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ۚ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ۞

১০. অতঃপর আমি বললাম, 'আপন প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো (২০)। তিনি মহা ক্ষমাশীল (২১);

يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ۞

১১. তোমাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি প্রেরণ করবেন।

وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا ۞

১২. এবং সম্পদ ও সন্তান দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন (২২) এবং তোমাদের জন্য বাগান বানিয়ে দেবেন আর তোমাদের জন্য নহরসমূহ প্রবাহিত করবেন (২৩)।

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا ۞

১৩. তোমাদের কি হয়েছে? আল্লাহ্র নিকট থেকে সম্মান অর্জন করার আশা করছো না (২৪)!

وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا ۞

১৪. অথচ তিনি তোমাদেরকে পর্যায় পর্যায় করে সৃষ্টি করেছেন (২৫)।

اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ۞

১৫. তোমরা কি দেখছো না আল্লাহ্ কিভাবে সপ্ত আসমান সৃষ্টি করেছেন একের উপর এক?

وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا

১৬. এবং সেগুলোর মধ্যে চন্দ্রকে আলোময় করেছেন (২৬);

টীকা-২০. কুফর ও শির্ক থেকে; এবং ঈমান এনে মাগফিরাত প্রার্থনা করো, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর আপন করুণারাজির দরজাসমূহ খুলে দেন। কেননা, আল্লাহ্র ইবাদতে মশগুল হওয়া কল্যাণ ও জীবিকার প্রশস্ততার কারণ হয়।

টীকা-২১. তাওবাকারীদের জন্য। যদি তোমরা ঈমান আনো এবং তোমরা তাওবা করো, তবে তিনি

টীকা-২২. ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি প্রচুর পরিমাণে দান করবেন

টীকা-২৩. হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তাঁর নিকট আসলো এবং সে অনাবৃষ্টির অভিযোগ জানালো। তিনি তাকে আল্লাহ্র দরবারে ইস্তিগফার করার নির্দেশ দিলেন। আরেক ব্যক্তি এসে অভাব-অনটনের অভিযোগ জানালো। তিনি তাকেও একই নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তৃতীয় ব্যক্তি আসলো। সে নিঃসন্তান হবার অভিযোগ আরয করলো। তাকেও একই নির্দেশ দিলেন। অতঃপর চতুর্থ ব্যক্তি আসলো। সে আপন ক্ষেতে কম ফসল হবার অভিযোগ জানালো। তাকেও একই কথা বললেন। রবী' ইবনে সাবীহ্, যিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন, আরয করলেন, "কয়েকজন লোকই আসলো। প্রত্যেকে পৃথক পৃথক অভাব-অভিযোগের কথা পেশ করেছে আর আপনি সবাইকে একই জবাব দিলেন— 'ইস্তিগফার করো!'" তখন তিনি এই আয়াত শরীফ পাঠ করলেন। (এসব অভাব-অভিযোগ দূর করার জন্য এটা হচ্ছে— ক্বোরআনী আমল।)

টীকা-২৪. এভাবে যে, তাঁর উপর ঈমান আনবে।

টীকা-২৫. কখনো বীর্য, কখনো রক্তপিণ্ড, কখনো মাংসপিণ্ড, শেষ পর্যন্ত তোমাদের গড়নকে পরিপূর্ণ করেন। তাঁর সৃষ্টি-কৌশলের প্রতি দৃষ্টিপাত করা, তিনি যে সৃষ্টিকর্তা হন, তাও তাঁর কুদরত এবং তাঁর একত্ববাদের উপর ঈমান আনাকে অপরিহার্য করে দেয়।

টীকা-২৬. হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুম থেকে বর্ণিত, সূর্য ও চন্দ্রের চেহারা তো আসমানগুলোর প্রতি, আর প্রত্যেকটার পৃষ্ঠ হচ্ছে পৃথিবীর দিকে। সুতরাং আসমানগুলোর স্বচ্ছতার (لطافت) কারণে সেগুলোর আলো সমস্ত আসমানে পৌঁছে থাকে, যদিও চন্দ্র প্রথম আসমানে অবস্থিত (যা পৃথিবী পৃষ্ঠের নিকটবর্তী);

টীকা-২৭. যা পৃথিবীকে আলোকিত করে এবং সেটার আলো চন্দ্রের আলোর চেয়েও শক্তিশালী। আর সূর্য চতুর্থ আসমানে অবস্থিত।

টীকা-২৮. তোমাদের পিতা হযরত আদম আলায়হিস্ সালামকে তা থেকে সৃষ্টি করে;

টীকা-২৯. মৃত্যুর পর

টীকা-৩০. তা থেকে ক্বিয়ামত-দিবসে।

টীকা-৩১. এবং আমি ঈমান ও ইস্তিগফারের যেই নির্দেশ দিয়াছিলাম তা তারা অমান্য করেছে

এবং সূর্যকে করেছেন চেরাগ (২৭)।

وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ⑯

১৭. এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে উদ্ভিদের মতো মাটি থেকে উদ্ভূত করেছেন (২৮);

وَاللّٰهُ اَنْۢبَتَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا ⑰

১৮. অতঃপর তোমাদেরকে সেটার মধ্যেই নিয়ে যাবেন (২৯) এবং পুনরায় বের করবেন (৩০)।

ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا ⑱

১৯. এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যমীনকে বিছানা করেছেন,

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا ⑲

২০. যাতে সেটার প্রশস্ত রাস্তাগুলোতে চলাফেরা করতে পারো।'

لِّتَسْلُكُوْا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ⑳

রুকূ' - দুই

২১. নূহ আরয করলো, 'হে আমার প্রতিপালক, তারা আমার নির্দেশ অমান্য করেছে (৩১) এবং (৩২) এমন লোকের পেছনে পড়েছে, যার জন্য তার সম্পদ ও সন্তানগণ ক্ষতিকেই বৃদ্ধি করে দিয়েছে (৩৩)।'

قَالَ نُوْحٌ رَّبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِيْ وَاتَّبَعُوْا مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهٗ وَوَلَدُهٗۤ اِلَّا خَسَارًا ㉑

২২. এবং (৩৪) খুব বড় ষড়যন্ত্র করেছে (৩৫)।

وَمَكَرُوْا مَكْرًا كُبَّارًا ㉒

২৩. এবং বলেছে (৩৬), 'কখনো বর্জন করোনা নিজেদের খোদাগুলোকে (৩৭) এবং কখনো বর্জন করোনা ওয়াদ্দ, সুওয়া, য়াগূস, য়া'উক্ব ও নাসরকে (৩৮)।'

وَقَالُوْا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا ۙ وَّلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا ㉓

২৪. 'এবং নিশ্চয় তারা অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে (৩৯) এবং তুমি যালিমদের জন্য (৪০) বৃদ্ধি করো না, কিন্তু পথভ্রষ্টতাকে (৪১)।'

وَقَدْ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا ۚ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا ضَلٰلًا ㉔

২৫. তাদেরকে তাদের কেমন পাপরাশির কারণে নিমজ্জিত করা হয়েছে (৪২)! অতঃপর

مِمَّا خَطِيْٓـٰٔتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا ۙ فَلَمْ

টীকা-৩২. তাদের সাধারণ গরীব ও ছোট লোকেরা অবাধ্য নেতৃবর্গ, সম্পদশালী এবং সন্তান-সন্ততি দ্বারা সমৃদ্ধ লোকদের অনুসারী হয়ে গেছে

টীকা-৩৩. এবং তারা সম্পদের অহংকারে মত্ত হয়ে কুফর ও অবাধ্যতায় ক্রমশঃ অগ্রসর হতে থাকে।

টীকা-৩৪. সেসব নেতৃবর্গ

টীকা-৩৫. যে, তারা হযরত নূহ আলায়হিস্ সালামকে অস্বীকার করেছে এবং তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের উপর নির্যাতন চালিয়েছে।

টীকা-৩৬. কাফিরদের নেতৃবৃন্দ তাদের সাধারণ লোকদেরকে,

টীকা-৩৭. 'অর্থাৎ সেগুলোর উপাসনা বর্জন করোনা।'

টীকা-৩৮. এগুলো হচ্ছে তাদের প্রতিমাগুলোর নাম; যেগুলোর তারা পূজা করতো। প্রতিমা তো তাদের অনেক ছিলো, কিন্তু এ পাঁচটি তাদের নিকট খুব সম্মানিত (!) ছিলো। 'ওয়াদ্দ'- পুরুষের আকৃতিতে নির্মিত ছিলো। 'সুওয়া'-নারীর আকৃতিতে ছিলো। 'য়াগূস' ছিলো বাঘের আকারে। 'য়া'উক্ব' ঘোড়ার এবং 'নাস্‌র' ছিলো শকুনের আকৃতিতে। এই বোতগুলো নূহ (আলায়হিস্ সালাম)-এর সম্প্রদায়ের নিকট থেকে স্থানান্তরিত হয়ে আরবে পৌঁছেছিলো এবং মুশরিক গোত্রগুলো থেকে এককেকটি গোত্র এককেকটি প্রতিমাকে নিজেদের জন্য নির্ধারিত করে নিয়েছিলো।

টীকা-৩৯. অর্থাৎ এ বোত্ অনেক লোকের জন্য পথভ্রষ্টতার কারণ হলো। অথবা এ অর্থ যে, সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ প্রতিমার উপাসনার নির্দেশ দিয়ে বহু লোককে পথভ্রষ্ট করে ফেলেছে।

টীকা-৪০. যারা বোতগুলোর উপাসনা করে,

টীকা-৪১. এটা হযরত নূহ আলায়হিস সালামের প্রার্থনা; যখন তিনি ওহী দ্বারা জানতে পারলেন যে, যেসব লোক ঈমান এনেছে তারা ব্যতীত সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্য কোন লোক ঈমান আনার নেই, তখনই তিনি এ প্রার্থনা করেছিলেন।

টীকা-৪২. প্লাবনের মধ্যে।

يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ۝٢٥

আগুনে প্রবেশ করানো হয়েছে (৪৩), অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় নিজেদের কোন সাহায্যকারী পায়নি (৪৪)।

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ۝٢٦

২৬. এবং নূহ আরয করলো, 'হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবী-পৃষ্ঠের উপর কাফিরদের মধ্যে কোন বসবাসকারী রেখোনা!

إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ۝٢٧

২৭. নিশ্চয় যদি তুমি তাদেরকে থাকতে দাও (৪৫), তবে তারা তোমার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করে ফেলবে, আর তাদের সন্তান-সন্ততি হলে তারাও হবেনা– কিন্তু পাপী, অকৃতজ্ঞ (৪৬)।

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۖ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ۝٢٨

২৮. হে আমার প্রতিপালক। আমাকে ক্ষমা করো এবং আমার মাতা-পিতাকে (৪৭) এবং তাকে, যে ঈমান সহকারে আমার ঘরে রয়েছে এবং সমস্ত মুসলমান পুরুষ ও সমস্ত মুসলমান নারীকে; এবং কাফিরদের জন্য বৃদ্ধি করোনা, কিন্তু ধ্বংস (৪৮)।' ★

সূরা জিন্

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

সূরা জিন্ মক্কী	আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-২৮ রুকূ'-২

রুকূ' – এক

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۝١

১. (হে হাবীব!) আপনি বলুন (২), 'আমার প্রতি ওহী হয়েছে যে, কিছু সংখ্যক জিন্ (৩) আমার পাঠ করা কান লাগিয়ে শ্রবণ করলো (৪); অতঃপর বললো (৫), 'আমরা এক আশ্চর্যজনক ক্বোরআন শুনেছি (৬),

يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۖ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۝٢

২. যা মঙ্গলের পথ বাতলিয়ে দেয় (৭)। অতঃপর আমরা সেটার উপর ঈমান এনেছি এবং আমরা কখনো কাউকে আপন প্রতিপালকের শরীক করবো না;

وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۝٣

৩. এবং এ যে, আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা বহু উর্ধ্বে; না তিনি স্ত্রী গ্রহণ করেছেন এবং না সন্তান (৮);

وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ۝٤

৪. এবং এ যে, আমাদের মধ্যেকার নির্বোধ লোকই আল্লাহ্ সম্পর্কে সীমা লংঘন করে কথা বলতো (৯)।

টীকা-৪৩. নিমজ্জিত হবার পর।

টীকা-৪৪. যে তাদেরকে আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে।

টীকা-৪৫. এবং ধ্বংস না করেন,

টীকা-৪৬. এটা হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম ওহী দ্বারা জানতে পারলেন। আর হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম নিজের জন্য, নিজ মাতাপিতা এবং ঈমানদার নর-নারীর জন্য প্রার্থনা করেছিলেন।

টীকা-৪৭. যেহেতু, তাঁরা উভয়ে মু'মিন ছিলেন

টীকা-৪৮. আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ আলায়হিস্ সালামের প্রার্থনা কবূল করলেন এবং তাঁর সম্প্রদায়ের সমস্ত কাফিরকে শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে ফেললেন। ★

****

টীকা-১. 'সূরা জিন্' মক্কী; এতে দু'টি রুকূ', আঠাশটি আয়াত, দু'শ পঁচাশিটি পদ এবং আটশ সত্তরটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২. হে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম!

টীকা-৩. 'নসীবাঈন'-এর; তাদের সংখ্যা তাফসীরকারকগণ 'নয়জন' বলেছেন।

টীকা-৪. ফজরের নামাযের মধ্যে, মক্কা মুকাররামা ও তায়েফের মধ্যবর্তী 'নাখলাহ্' নামক স্থানে;

টীকা-৫. ঐসব জিন্ আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে গিয়ে,

টীকা-৬. যা আপন ভাষা-অলংকার সমৃদ্ধ বর্ণনায়, বিষয়বস্তুর সৌন্দর্যে এবং উচ্চাঙ্গের অর্থের দিক দিয়ে এমনই অনন্য যে, সৃষ্টির কোন বাণীই সেটার সাথে তুলনীয় নয় এবং সেটার এ মর্যাদা যে,

টীকা-৭. অর্থাৎ তাওহীদ ও ঈমানের।

টীকা-৮. যেমন জিন্ ও ইনসানের মধ্যেকার কাফিরগণ বলে থাকে।

টীকা-৯. মিথ্যা বলতো, অশালীন ব্যবহার করতো এভাবে যে, তাঁর জন্য শরীক, সন্তান ও স্ত্রী উদ্ভাবন করতো।

★ 'সূরা নূহ' সমাপ্ত।

টীকা-১০. এবং তাঁর সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করবো না। এ জন্যই আমরা তাদের কথা সত্য বলে স্বীকার করতাম, যা কিছু তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে বলতো এবং বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ্‌র প্রতি বিবি ও সন্তানের সম্বন্ধ রচনা করতো। এমনকি ক্বোরআন করীমের হিদায়ত থেকে আমাদের নিকট তাদের মিথ্যাবাদিতা ও অপবাদ প্রকাশ পেয়ে গেছে।

وَّاَنَّا ظَنَنَّاۤ اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ﴿٥﴾

৫. এবং এ যে, আমাদের ধারণা ছিলো যে, কখনো মানুষ ও জিন্ আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করবে না (১০);

وَّاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا ﴿٦﴾

৬. এবং এ যে, মানুষের মধ্যে কিছু পুরুষ জিন্‌দের কিছু পুরুষের আশ্রয় নিতো (১১), অতঃপর এর ফলে তাদের অহংকার আরো বৃদ্ধি গেলো;

وَّاَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا ﴿٧﴾

৭. এবং এ যে, তারা (১২) ধারণা করলো যেমনি তোমাদের ধারণা রয়েছে (১৩) যে, আল্লাহ্ কখনো কোন রসূল প্রেরণ করবেন না।

وَّاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّشُهُبًا ﴿٨﴾

৮. এবং এ যে, আমরা আসমানকে স্পর্শ করেছি (১৪), অতঃপর সেটাকে (এমতাবস্থায়) পেয়েছি যে (১৫), কঠোর পাহারা ও উল্কাপিণ্ডে পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে (১৬)।

وَّاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ؕ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿٩﴾

৯. এবং এ যে, আমরা (১৭) পূর্বে আসমানে (সংবাদ) শুনার জন্য কিছু স্থানে (ঘাঁটিতে) বসতাম; অতঃপর এখন (১৮) যে কেউ শুনতে চেয়েছে সে আপন তাকের মধ্যে উল্কা পিণ্ড পেয়েছে (১৯);

وَّاَنَّا لَا نَدْرِیْۤ اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِى الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿١٠﴾

১০. এবং এ যে, আমাদের জানা নেই যে (২০), পৃথিবীবাসীদের কোন অমঙ্গলের ইচ্ছা করা হয়েছে কিংবা তাদের প্রতিপালক কোন মঙ্গল চেয়েছেন।

وَّاَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَمِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ ؕ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا ﴿١١﴾

১১. এবং এ যে, আমাদের মধ্যে (২১) কিছু সংখ্যক সৎকর্মপরায়ণ রয়েছে (২২), আর কিছু সংখ্যক রয়েছে অন্য ধরণের; আমরা ছিলাম কয়েক পথে বিভক্ত (২৩);

وَّاَنَّا ظَنَنَّاۤ اَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِى الْاَرْضِ وَلَنْ نُّعْجِزَهٗ هَرَبًا ﴿١٢﴾

১২. এবংএ যে, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, কখনো পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র আয়ত্ব থেকে বের হতে পারবো না এবং না পালিয়ে তাঁর করায়ত্বের বাইরে থাকতে পারবো।

وَّاَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰۤى اٰمَنَّا بِهٖ ؕ فَمَنْ يُّؤْمِنْ بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّلَا رَهَقًا ﴿١٣﴾

১৩. এবংএ যে, আমরা যখন হিদায়ত শুনেছি (২৪) তখন সেটার প্রতি ঈমান এনেছি। অতঃপর যে কেউ আপন প্রতিপালকের উপর ঈমান এনেছে; তখন তার না আছে কোন হ্রাস পাবার ভয় (২৫) এবং না বৃদ্ধি পাবার (২৬)।

وَّاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقٰسِطُوْنَ ؕ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴿١٤﴾

১৪. এবংএ যে, আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক রয়েছে মুসলমান এবং কিছু সংখ্যক যালিম (২৭)। সুতরাং যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তারা কল্যাণকেই চিন্তা করে বেছে নিয়েছে (২৮)।

টীকা-১১. যখন সফরের মধ্যে কোন বিপজ্জনক স্থানে উপনীত হতো, তখন বলতো, "আমরা এ অঞ্চলের নেতার আশ্রয় কামনা করি এখানকার দুষ্টদের থেকে।"

টীকা-১২. অর্থাৎ ক্বোরাঈশ গোত্রীয় কাফিরগণ

টীকা-১৩. হে জিনেরা!

টীকা-১৪. অর্থাৎ আসমানবাসীদের কথাবার্তা শুনার জন্য প্রথম আসমানের উপর যেতে চায়,

টীকা-১৫. ফিরিশতাদের,

টীকা-১৬. যাতে জিনদেরকে আসমানবাসীদের আলাপ-আলোচনা শুনার উদ্দেশ্যে প্রথম আসমান পর্যন্ত পৌঁছা থেকে বাধা দেয়া যায়।

টীকা-১৭. নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নবূয়ত প্রকাশের

টীকা-১৮. নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নবূয়ত প্রকাশের পর,

টীকা-১৯. যা দ্বারা তাদেরকে আঘাত করা যায়।

টীকা-২০. আমাদের এ বন্দী ও বাধা প্রদান থেকে,

টীকা-২১. ক্বোরআন করীম শুনার পর,

টীকা-২২. মু'মিন, নিষ্ঠাবান, খোদাভীরু ও সৎকর্মপরায়ণ,

টীকা-২৩. দল-উপদলে বিভক্ত;

টীকা-২৪. অর্থাৎ ক্বোরআন পাক

টীকা-২৫. অর্থাৎ সৎকর্মসমূহ অথবা সাওয়াব হ্রাস পাবার

টীকা-২৬. মন্দ কার্যাদির।

টীকা-২৭. সত্য থেকে বিমুখ কাফির।

টীকা-২৮. এবং হিদায়ত ও সত্যপথকে আপন লক্ষ্যবস্তু স্থির করেছে।

টীকা-২৯. কাফির, সত্য পথ থেকে বিমুখ।

টীকা-৩০. এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কাফির জিন্‌কে দোযখের আগুনের শাস্তিতে গ্রেফতার করা হবে।

টীকা-৩১. অর্থাৎ মানবজাতি

টীকা-৩২. অর্থাৎ সত্য দ্বীন ও ইসলামের পথে,

وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿١٥﴾

১৫. এবং রইলো যালিম (২৯), তারা জাহান্নামের ইন্ধন হয়েছে (৩০)।'

وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا ﴿١٦﴾

১৬. এবং বলুন, 'আমার নিকট এ ওহী হয়েছে যে, যদি তারা (৩১) সঠিক পথে স্থির থাকতো (৩২), তবে অবশ্যই আমি তাদেরকে প্রচুর পানি দিতাম (৩৩);

لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿١٧﴾

১৭. যাতে তাদেরকে আমি এর উপর পরীক্ষা করি (৩৪); এবং যে ব্যক্তি আপন প্রতিপালকের স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকবে (৩৫), তাকে তিনি ক্রমবর্দ্ধমান শাস্তির মধ্যে নিক্ষেপ করবেন (৩৬);

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾

১৮. এবং এ যে, মসজিদগুলো (৩৭) আল্লাহ্‌রই। সুতরাং আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কারো ইবাদত করোনা (৩৮);

وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿١٩﴾

১৯. এবং এ যে, যখন আল্লাহ্‌র বান্দা (৩৯) তাঁর ইবাদত করার জন্য দণ্ডায়মান হয়েছে (৪০), তখন এরই উপক্রম ছিলো যে, ঐ সমস্ত জিন্ তাঁর নিকট প্রচণ্ড ভিড় জমাবে (৪১)।

রুকূ' - দুই

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ﴿٢٠﴾

২০. আপনি বলুন, 'আমি তো আমার প্রতিপালকেরই ইবাদত করি এবং কাউকেও তাঁর শরীক স্থির করিনা।'

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾

২১. আপনি বলুন, 'আমি আমাদের কারো ভালো-মন্দের মালিক নই।'

قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٢٢﴾

২২. আপনি বলুন, 'অবশ্যই আল্লাহ্ থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করবে না (৪২) এবং নিশ্চয় তিনি ব্যতীত অন্য কোন আশ্রয় পাবো না;

إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿٢٣﴾

২৩. কিন্তু আল্লাহ্‌র পয়গাম পৌঁছানো এবং তাঁর রিসালাতের বাণীসমূহ (৪৩)। এবং যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ অমান্য করে (৪৪), তবে নিশ্চয় তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন রয়েছে, যাতে তারা সদা সর্বদা থাকবে।

টীকা-৩৩. 'প্রচুর' মানে 'জীবিকার প্রাচুর্য'। বস্তুতঃ এ ঘটনা ঐ সময়ের, যখন দীর্ঘ সাত বছর যাবত তাদেরকে বারিবর্ষণ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। অর্থ এ যে, ঐসব লোক যদি ঈমান আনতো, তবে আমি দুনিয়ায় তাদের জন্য রিয্‌ককে প্রশস্ত করে দিতাম এবং তাদেরকে প্রচুর পানি ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন দান করতাম;

টীকা-৩৪. যে, তারা কেমন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে;

টীকা-৩৫. ক্বোরআন থেকে, অথবা তাওহীদ কিংবা ইবাদত থেকে।

টীকা-৩৬. যার কঠোরতা ক্রমশঃ বাড়তে থাকবে;

টীকা-৩৭. অর্থাৎ ঐ সমস্ত স্থান, যেগুলো নামাযের জন্য তৈরী করা হয়েছে

টীকা-৩৮. যেমন ইহুদী ও খৃষ্টানদের কুপ্রথা ছিলো যে, তারা তাদের গীর্জা ও ইবাদতখানাগুলোর মধ্যে শির্ক করতো

টীকা-৩৯. অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'বতনে নাখ্‌লাহ্'তে (নাখ্‌লা উপত্যকায়) ফজরের সময়

টীকা-৪০. অর্থাৎ নামায পড়ার জন্য,

টীকা-৪১. কেননা, তাদের নিকট নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ইবাদত পালন, ক্বোরআন তেলাওয়াত এবং তাঁর সাহাবা কেরামের ইক্তিদা অতি আশ্চর্যজনক ও পছন্দনীয় মনে হয়েছে। ইতোপূর্বে তারা কখনো এমন দৃশ্য দেখেনি এবং এমন অতুলনীয় বাণী শুনেনি।

টীকা-৪২. যেমন, হযরত সালিহ্ আলায়হিস্ সালাম বলেছিলেন

فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ

(অতঃপর কে আমাকে সাহায্য করবে আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে রক্ষা করতে, যদি আমি তার নির্দেশ অমান্য করি?)

টীকা-৪৩. এটা আমার উপর 'ফরয' (অপরিহার্য কর্তব্য), যা আমি পালন করি।

টীকা-৪৪. এবং তাদের উপর ঈমান না আনে,

টীকা-৪৫. ঐ শাস্তি,

টীকা-৪৬. কাফিরের, না মু'মিনের। অর্থাৎ সেদিনে কাফিরের কোন সাহায্যকারী থাকবে না, আর মু'মিনের সাহায্য আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর নবীগণ ও তাঁর ফিরিশ্তাগণ– সবাই করবেন।

শানে নুযূলঃ নাযার ইবনে হারিস বলেছিলো, "এ প্রতিশ্রুতি কবে পূর্ণ হবে?" এর জবাবে পরবর্তী আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৪৭. অর্থাৎ শাস্তির সময়ের জ্ঞান অদৃশ্য, যা আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন।

টীকা-৪৮. অর্থাৎ আপন 'খাস্ গায়ব'-এর উপর, যা শুধু তিনিই জানেন। (খাযিন ও বায়দাভী ইত্যাদি)

২৪. শেষ পর্যন্ত, যখন দেখবে (৪৫) যা প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে, তখনই তারা জেনে যাবে কার সাহায্যকারী দুর্বল এবং কার সংখ্যা কম (৪৬)।

حَتّٰٓى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا وَّاَقَلُّ عَدَدًا ۝٢٤

২৫. আপনি বলুন, 'আমি জানিনা তা কি সন্নিকটে, যার তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে, না আমার প্রতিপালক তাকে কোন অবকাশ দেবেন (৪৭)?'

قُلْ اِنْ اَدْرِيْٓ اَقَرِيْبٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ اَمْ يَجْعَلُ لَهٗ رَبِّيْٓ اَمَدًا ۝٢٥

২৬. অদৃশ্যের জ্ঞাতা, সুতরাং আপন অদৃশ্যের উপর (৪৮) কাউকেও ক্ষমতাবান করেন না (৪৯)–

عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا ۝٢٦

২৭. আপন মনোনীত রসূলগণ ব্যতীত (৫০), যেহেতু তাঁদের অগ্রে-পশ্চাতে পাহারা নিয়োজিত করে দেন (৫১);

اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا ۝٢٧

২৮. যাতে দেখে নেন যে, তাঁরা আপন প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং যা কিছু তাদের নিকট আছে সবই তাঁর জ্ঞানে রয়েছে এবং তিনি প্রত্যেক কিছুর সংখ্যা গণনা করে রেখেছেন (৫২)। ★

لِّيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسٰلٰتِ رَبِّهِمْ وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَاَحْصٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۝٢٨

সূরা মুয্যাম্মিল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা মুয্যাম্মিল মক্কী	আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-২০ রুকূ'-২

রুকূ' - এক

১. হে বস্ত্রাবৃত (২)!

يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۝١

টীকা-৪৯. অর্থাৎ পুরোপুরিভাবে অবহিত করেন না, যাতে রসহ্যাদির পূর্ণ প্রকাশ চূড়ান্ত পর্যায়ের দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে অর্জিত হয়,

টীকা-৫০. সুতরাং তাঁদেরকেই অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞানের অধিকারী করেন এবং পূর্ণাঙ্গ অবগতি ও পূর্ণ বিকাশ দান করেন। বস্তুতঃ এ 'ইলমে গায়ব' তাঁদের জন্য মু'জিযা হয়ে থাকে। ওলীগণকে যদিও অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে অবগতি দান করা হয় তবুও নবীগণের জ্ঞান সুস্পষ্ট বিকাশের দিক দিয়ে ওলীগণের জ্ঞান অপক্ষা বহু উর্ধ্বে ও অধিকতর উত্তম। আর ওলীগণের জ্ঞান নবীগণেরই মাধ্যমে এবং তাঁদেরই বদান্যতায় অর্জিত হয়।

মু'তাযিলাঃ একটা পথভ্রষ্ট ফের্কা বা দল। তারা ওলীগণের জন্য অদৃশ্যজ্ঞানকে স্বীকার করে না। তাদের এই ধারণা বাতিল ও ভ্রান্ত এবং বহু সংখ্যক হাদীসের পরিপন্থী। এ আয়াত থেকে তাদের প্রমাণ পেশ করা শুদ্ধ নয়। উপরোল্লেখিত বর্ণনায় এর প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

রসূলকুল সরদার, শেষনবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মনোনীত রসূলগণ'-এর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সমস্ত বস্তুর জ্ঞান দান করেছেন; যেমন– 'সিহাহ্'-এর নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত। আর এ আয়াত হুযূরের এবং সমস্ত মনোনীত রসূলের জন্য 'অদৃশ্য জ্ঞান'কে প্রমাণিত করে।

টীকা-৫১. ফিরিশ্তাদেরকে, যাঁরা তাঁদেরকে রক্ষা করেন;

টীকা-৫২. এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, সমস্ত বস্তু গণনাকৃত সীমিত ও সীমাবদ্ধ। ★

****

টীকা-১. 'সূরা মুয্যাম্মিল' মক্কী; এতে দু'টি রুকূ', বিশটি আয়াত দু'শ পঁচাশিটি পদ এবং আটশ আটত্রিশটি বর্ণ আছে।

টীকা-২. অর্থাৎ আপন বস্ত্র দ্বারা নিজেকে আবৃতকারী। এর শানে নুযূল সম্পর্কে কতিপয় অভিমত রয়েছে। কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন– ওহী অবতরণের প্রাথমিক সময়ে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ভয়ে আপন বস্ত্রে নিজেকে জড়িয়ে নিতেন। এমনি অবস্থায় তাঁকে হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ বলে আহ্বান করেছেন।

★ 'সূরা জিন' সমাপ্ত।

অপর এক অভিমত এ যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম চাদর শরীফ বরকতময় গায়ে দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এমতাবস্থায়, তাঁকে আহ্বান করা হলো يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ (হে বস্ত্রাবৃত)!

যাই হোক, এ আহ্বান এ কথাই বলছে যে, প্রিয়জনের প্রতিটি চালচলনও প্রিয় হয়ে থাকে।

এ কথাও বলা হয়েছে যে, এর অর্থ হচ্ছে- 'নবূয়ত ও রিসালতের চাদর বহনকারী ও এর উপযোগী।'

টীকা-৩. নামায ও ইবাদত সহকারে,

টীকা-৪. অর্থাৎ কিছু অংশ আরামের জন্য হোক! আর রাতের অবশিষ্ট অংশ ইবাদতের মধ্যে অতিবাহিত করুন! এখন সেই অবশিষ্ট অংশ কতটুকু হবে তার বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হচ্ছে-

টীকা-৫. অর্থ এ যে, আপনাকে ইখ্তিয়ার দেয়া হয়েছে- চাই রাত্রি জাগরণ অর্দ্ধ রাত্রির চেয়ে কম করুন, কিংবা অর্দ্ধ রাত করুন অথবা এর চেয়ে কিছু বেশী করুন- (বায়দাভী)। এ রাত্রিজাগরণ দ্বারা 'তাহাজ্জুদ' বুঝানো হয়েছে; যা ইসলামের প্রাথমিক যুগে ওয়াজিব এবং এক অভিমতানুসারে, 'ফরয' ছিলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহবীগণ রাত্রি জাগরণ করতেন। আর তাঁরা জানতেননা যে, রাতের এক তৃতীয়াংশ অথবা অর্দ্ধাংশ কিংবা দুই-তৃতীয়াংশ করে হয়েছে। সুতরাং তাঁরা সারা রাত্রিই জাগ্রত থাকতেন। আর ভোর পর্যন্ত নামায পড়তেন এ ভয়ে যেন রাত্রি জাগরণ ওয়াজিব পরিমাণ অপেক্ষা কম না হয়ে যায়। এমনকি, ঐসব হযরতের পদদ্বয় ফুলে যেতো। অতঃপর এক বছর পর এ নির্দেশ রহিত হয়ে গেলো। আর রহিতকারী আয়াতও এ সূরার মধ্যে রয়েছে- فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ। (তোমরা পড়ো তা থেকে যতটুকু তোমাদের জন্য সহজসাধ্য হয়)।

টীকা-৬. ওয়াকফগুলোর প্রতি সতর্কদৃষ্টি রেখে, 'মাখরাজ' আদায় করে- অক্ষরগুলোর যথাযথ স্থান থেকে উচ্চারণ করে। বস্তুতঃ যথাসাধ্য সম্ভব শুদ্ধরূপে পাঠ করা নামাযের মধ্যে 'ফরয' (অপরিহার্য)।

টীকা-৭. অর্থাৎ অতীব মহান ও সম্মানিত। এটা দ্বারা 'ক্বোরআন মজীদ'-ই বুঝানো হয়েছে। এটাও বর্ণিত হয় যে, এর অর্থ হচ্ছে- 'আমি আপনার উপর ক্বোরআন অবতীর্ণ করবো, এতে রয়েছে আদেশ ও নিষেধসমূহ এবং কঠিন বিধানাবলী, যেগুলো শরীয়তের বিধানাবলী পালনে আদিষ্ট লোকদের জন্য কষ্টসাধ্য হবে।

২. রাত্রি জাগরণ করুন (৩), রাতের কিছু অংশ ব্যতীত (৪);	قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۝٢
৩. অর্দ্ধরাত্রি অথবা তা থেকেও কিছু কম করুন;	نِّصْفَهُۥٓ أَوِ ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۝٣
৪. অথবা এর উপর কিছু বৃদ্ধি করুন (৫)। এবং ক্বোরআন খুব থেমে থেমে পাঠ করুন (৬)।	أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ۝٤
৫. নিশ্চয় অনতিবিলম্বে আমি আপনার উপর এক্টা গুরুভার বাণী অবতারণ করবো (৭)।	إِنَّا سَنُلْقِى عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۝٥
৬. নিশ্চয় রাতে উঠা (৮), তা অধিক চাপ সৃষ্টি করে (৯) এবং বাণী খুব সরলভাবে বহির্গত হয় (১০)।	إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِىَ أَشَدُّ وَطْـًٔا وَأَقْوَمُ قِيلًا ۝٦
৭. নিশ্চয় দিনের বেলায় তো আপনার বহু কাজ রয়েছে (১১)।	إِنَّ لَكَ فِى ٱلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ۝٧
৮. এবং আপন প্রতিপালকের নাম স্মরণ করুন (১২) এবং সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁরই দিকে মনোনিবেশ করে থাকুন (১৩)।	وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۝٨
৯. তিনি পূর্বের প্রতিপালক ও পশ্চিমের প্রতিপালক। তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই; সুতরাং আপনি তাঁকেই আপন কর্ম বিধায়ক	رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۝٩

টীকা-৮. শয়ন করার পর,

টীকা-৯. দিনের বেলার নামাযের অনুপাতে

টীকা-১০. কেননা, ঐ সময়টা হচ্ছে আরাম ও প্রশান্তির; তা শোরগোল থেকে মুক্ত থাকে; তাতে নিষ্ঠা ও একাগ্রতা পূর্ণাঙ্গ হয় এবং রিয়া বা লোক-দেখানোর অবকাশ থাকেনা।

টীকা-১১. রাত্রিবেলা ইবাদতের জন্য অতি অবসরময় হয়।

টীকা-১২. রাত ও দিনের সমগ্র সময়টুকুতে তাস্‌বীহ, তাহ্‌লীল, নামায, ক্বোরআন শরীফ তেলাওয়াত, জ্ঞান শিক্ষা দান ইত্যাদির মাধ্যমে। তাছাড়া, এটাও বর্ণিত হয় যে, এর অর্থ হচ্ছে- স্বীয় ক্বিরআতের প্রারম্ভে 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পাঠ করো।

টীকা-১৩. অর্থাৎ ইবাদতের মধ্যে পার্থিব সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্নতা তথা পূর্ণ একাগ্রতার গুণ থাকবে। এভাবে যে, অন্তর আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য

হিসেবে গ্রহণ করুন (১৪)।

১০. এবং কাফিরদের উক্তিসমূহে ধৈর্য ধারণ করুন এবং তাদেরকে ভালোভাবে পরিহার করুন (১৫)।

১১. এবং আমার উপর ছেড়ে দিন ঐসব অস্বীকারকারী ধনশালী লোকদেরকে এবং তাদেরকে স্বল্প অবকাশ দিন (১৬)।

১২. নিশ্চয় আমার নিকট (১৭) ভারী বেড়ীসমূহ রয়েছে এবং প্রজ্বলিত আগুন;

১৩. এবং কণ্ঠে আটকা পড়ে এমন খাদ্য এবং বেদনাদায়ক শাস্তি (১৮)।

১৪. যেদিন থরথর করে কাঁপবে যমীন ও পর্বতমালা (১৯) এবং পর্বতমালা হয়ে যাবে বহমান বালুর টিলা।

১৫. নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি একজন রসূল প্রেরণ করেছি (২০), যিনি তোমাদের উপর হাযির-নাযির (উপস্থিত, পর্যবেক্ষণকারী) (২১), যেভাবে আমি ফির'আউনের প্রতি রসূল প্রেরণ করেছি (২২)।

১৬. অতঃপর ফির'আউন ঐ রসূলের নির্দেশ অমান্য করলো; সুতরাং আমি তাকে কঠোরভাবে পাকড়াও করেছি।

১৭. অতঃপর কীভাবে রক্ষা পাবে (২৩) যদি (২৪) কুফর করো ঐ দিন (২৫), যা শিশুদেরকে বৃদ্ধ করে ফেলবে (২৬);

১৮. আসমান তার আঘাতে ফেটে যাবে। আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েই থাকবে।

১৯. নিশ্চয় এটা উপদেশ; সুতরাং যার ইচ্ছা হয় সে যেন আপন প্রতিপালকের দিকে রাস্তা গ্রহণ করে (২৭)।

রুকূ' - দুই

২০. নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক জানেন যে, আপনি রাত্রে জাগ্রত থাকেন– কখনো রাতের দু'তৃতীয়াংশের কাছাকাছি, কখনো অর্দ্ধরাত্রি, কখনো এক তৃতীয়াংশ; এবং আপনার সাথের একটি দলও (২৮) এবং আল্লাহ্ রাত ও দিনের পরিমাণ নির্ণয় করেন। তিনি জানেন, হে মুসলমানগণ! তোমাদের দ্বারা রাতের সঠিক হিসাব রাখা সম্ভবপর হবে না (২৯), সুতরাং তিনি আপন করুণা দ্বারা তোমাদের প্রতি কৃপা দৃষ্টি ফিরিয়েছেন; এখন ক্বোরআনের মধ্য থেকে যতটুকু তোমার নিকট সহজ হয় ততটুকু পাঠ করো (৩০)। তিনি জানেন– সত্বর তোমাদের

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ﴿١٠﴾

وَذَرْنِيْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا ﴿١١﴾

إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا ﴿١٢﴾

وَّطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا أَلِيْمًا ﴿١٣﴾

يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيْلًا ﴿١٤﴾

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُوْلًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا ﴿١٥﴾

فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ فَأَخَذْنٰهُ أَخْذًا وَّبِيْلًا ﴿١٦﴾

فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا ﴿١٧﴾

السَّمَآءُ مُنْفَطِرٌۢ بِهٖ ؕ كَانَ وَعْدُهٗ مَفْعُوْلًا ﴿١٨﴾

إِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ إِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ﴿١٩﴾

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُوْمُ أَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهٗ وَثُلُثَهٗ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ ؕ وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ؕ عَلِمَ أَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ؕ عَلِمَ أَنْ

কারো প্রতি মগ্ন থাকবে না; সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে একমাত্র তাঁরই প্রতি নিবিষ্ট থাকবে।

টীকা-১৪. এবং আপন কার্যাদি তাঁরই প্রতি সোপর্দ করুন!

টীকা-১৫. এবং এটা জিহাদ সম্পর্কিত আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

টীকা-১৬. 'বদর' পর্যন্ত অথবা ক্বিয়ামত পর্যন্ত।

টীকা-১৭. আখিরাতে

টীকা-১৮. তাদের জন্য, যারা নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করেছে।

টীকা-১৯. সেটা হবে ক্বিয়ামত-দিবস

টীকা-২০. বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম;

টীকা-২১. মু'মিনের ঈমান ও কাফিরের কুফর সম্পর্কে অবগত,

টীকা-২২. হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম।

টীকা-২৩. আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে

টীকা-২৪. পৃথিবীতে,

টীকা-২৫. অর্থাৎ ক্বিয়ামত-দিবসে, যা অতীব ভয়ংকর হবে,

টীকা-২৬. আপন কঠোরতা ও আতঙ্কের ফলে;

টীকা-২৭. ঈমান ও আনুগত্য অবলম্বন করে।

টীকা-২৮. আপনার সাহাবীদের। তাঁরাও রাত্রি জাগরণের ক্ষেত্রে আপনাকে অনুসরণ করেন

টীকা-২৯. এবং সময়কে নিয়ন্ত্রণে (ضبط) রাখতে পারবে না,

টীকা-৩০. অর্থাৎ রাত্রি-জাগরণ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

মাস্'আলাঃ এ আয়াত থেকে সাধারণভাবে নামাযের মধ্যে ক্বোরআন পাঠ করা ফরয হওয়া প্রমাণিত হয়।

মাস্'আলাঃ ফরয ক্বিরআতের নিম্নতম পরিমাণ হচ্ছে– একটা বড় আয়াত অথবা তিনটি ছোট আয়াত।

سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ
فِي الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَ
اٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاقْرَءُوْا
مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ
وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوْا
لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ
هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا
اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٢٠

মধ্য থেকে কিছু লোক অসুস্থ হয়ে পড়বে; আর কিছু লোক পৃথিবীতে সফর করবে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের সন্ধানে (৩১), আর কিছু লোক আল্লাহ্‌র পথে লড়তে থাকবে (৩২); সুতরাং যতটুকু ক্বোরআন পাঠ করা সহজসাধ্য হয় ততটুকু পাঠ করো (৩৩), এবং নামায কায়েম রাখো (৩৪), যাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহ্‌কে উত্তম কর্জ দাও (৩৫) আর নিজের জন্য যে সৎকর্ম আগে প্রেরণ করবে সেটাকে আল্লাহ্‌র নিকট অধিকতর উত্তম ও মহা পুরস্কারেরই (উপযোগী) পাবে। এবং আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো, নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু। ★

সূরা মুদ্দাস্সির

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা মুদ্দাস্সির মক্কী	আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৫৬ রুকূ'-২

রুকূ' – এক

يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝١

১. হে উপর-আবরণী (চাদর) আবৃতকারী (২)!

قُمْ فَاَنْذِرْ ۝٢

২. দণ্ডায়মান হয়ে যান (৩)। অতঃপর সতর্ক করুন (৪)।

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝٣

৩. এবং আপন প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন (৫)।

টীকা-৩১. অর্থাৎ ব্যবসা অথবা জ্ঞানর্জনের জন্য,

টীকা-৩২. ঐসব লোকের জন্য রাত্রি জাগরণ করা কষ্টসাধ্য হবে;

টীকা-৩৩. এটা দ্বারা পূর্ববর্তী নির্দেশ রহিত করা হয়েছে। এটাও পঞ্জেগানা নামাযের নির্দেশ দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

টীকা-৩৪. এখানে 'নামায' দ্বারা ফরয নামাযসমূহ বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৩৫. হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেছেন যে, এ 'কর্জ' দ্বারা 'যাকাত ছাড়াও আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা' বুঝানো হয়েছে, আত্মীয়তা রক্ষার্থে এবং আতিথেয়তায় ব্যয় করাও। এটাও বলা হয়েছে যে, তা দ্বারা ঐ সব ধরণের সাদ্‌ক্বাহ্ বুঝানো হয়েছে, যেগুলো ভালো পন্থায় হালাল সম্পদ থেকে আনন্দ চিত্তে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা হয়। ★

****

টীকা-১. 'সূরা মুদ্দাস্সির' মক্কী; এতে দু'টি রুকূ', ছাপ্পান্নটি আয়াত, দু'শ পঞ্চান্নটি পদ ও এক হাজার দশটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২. এতে সম্বোধন হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে করা হয়েছে।

শানে নুযূলঃ হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন, "আমি হেরা পর্বতের উপর ছিলাম। তখন আমার প্রতি আহ্বান আসলো– يَا مُحَمَّدُ اِنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (হে মুহাম্মদ! আপনি আল্লাহ্‌র রসূল!) আমি আমার ডানে-বামে দেখলাম। কিছুই পেলাম না। উপরের দিকে তাকালাম। দেখলাম– আস্‌মান ও যমীনের মধ্যখানে এক ব্যক্তি উপবিষ্ট (অর্থাৎ ঐ ফিরিশ্‌তা, যিনি আহ্বান করেছেন)! এটা দেখে আমি আতঙ্কিত হলাম। আর আমি খাদীজার নিকট আসলাম এবং আমি বললাম, "আমার গায়ে চাদর মুড়িয়ে দাও। তিনি তাই করলেন। অতঃপর জিব্রাঈল আসলেন, আর তিনি বললেন– يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (হে চাদর আবৃত!)

টীকা-৩. আপন বিছানা থেকে।

টীকা-৪. সম্প্রদায়কে আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে, ঈমান না আনার উপর।

টীকা-৫. যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'আল্লাহু আকবর' (আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ) বললেন। হযরত খাদীজাও হুযূরের 'তাক্‌বীর' শুনে 'তাক্‌বীর' (আল্লাহু আকবর) বললেন আর খুশী হলেন এবং তাঁর মনে এ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো যে, ওহী এসেছে।

★ 'সূরা মুয্‌যাম্মিল' সমাপ্ত।

টীকা-৬. যেকোন প্রকারের অপবিত্র বস্তু থেকে। কেননা, নামাযের জন্য পবিত্রতা অত্যাবশ্যকীয়। আর নামায ব্যতীত অন্যান্য অবস্থায়ও পোশাক পবিত্র রাখা উত্তম। অথবা অর্থ এ যে, 'আপন পোশাককে খাটো করুন!' এতটুকু দীর্ঘও নয়, যতটুকু দীর্ঘ করা আরবদের অভ্যাস। কেননা, খুব বেশী দীর্ঘ করলে চলাফেরা করার সময় অপবিত্র হবার সম্ভাবনা থাকে।

টীকা-৭. অর্থাৎ যেমন পৃথিবীতে হাদিয়া-তোহ্‌ফা ও নযরানা দেয়ার রীতি প্রচলিত আছে যে, দাতা এ ধারণা করে, যাকে আমি এটা দিয়েছি তিনি এর চাইতে অধিক আমাকে দেবেন। এ ধরণের হাদিয়া-তোহ্‌ফা ও নযরানা বিনিময় করা শরীয়ত মতে জায়েয। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, 'নবূয়ত'-এর মর্যাদা সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম। এ উচ্চতম পদের জন্য এটাই উপযোগী যে, যাকে যাই দেবেন তা যেন নিরেট বদান্যতাই হয়; তার নিকট থেকে কিছু নেয়ার কিংবা উপকৃত হবার উদ্দেশ্য যেন না থাকে।

৪. এবং আপন পোশাক পবিত্র রাখুন (৬)।	وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝
৫. এবং প্রতিমাগুলো থেকে দূরে থাকুন।	وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝
৬. এবং অধিক নেয়ার উদ্দেশ্যে কারো প্রতি অনুগ্রহ করবেন না (৭)।	وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۝
৭. এবং আপন প্রতিপালকের জন্য ধৈর্য ধারণ করে থাকুন (৮)।	وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۝
৮. অতঃপর যখন শিঙ্গার ফুৎকার করা হবে (৯);	فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ۝
৯. সুতরাং ঐ দিন সংকটময় দিন;	فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ۝
১০. কাফিরদের জন্য সহজ নয় (১০)।	عَلَى الْكٰفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ۝
১১. তাকে আমার উপর ছেড়ে দাও যাকে আমি একাকী সৃষ্টি করেছি (১১);	ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۝
১২. এবং তাকে প্রশস্ত (প্রচুর) সম্পদ দিয়েছি (১২);	وَّجَعَلْتُ لَهٗ مَالًا مَّمْدُودًا ۝
১৩. এবং পুত্র-সন্তান দিয়েছি- সম্মুখে উপস্থিত থাকে (১৩);	وَّبَنِينَ شُهُودًا ۝
১৪. এবং আমি তার জন্য বিভিন্ন ধরণের প্রস্তুতি দিয়েছি (১৪);	وَّمَهَّدْتُّ لَهٗ تَمْهِيدًا ۝
১৫. অতঃপর সে এ কামনা করছে যেন আমি আরো অধিক প্রদান করি (১৫)।	ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ۝
১৬. না, কখনো তা হবেনা (১৬), সে তো আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি বৈরীভাব পোষণ করে।	كَلَّا ۖ إِنَّهٗ كَانَ لِأٰيٰتِنَا عَنِيدًا ۝
১৭. অনতিবিলম্বে, আমি তাকে আগুনের পর্বত 'সা'উদ'-এর উপর আরোহণ করাবো।	سَأُرْهِقُهٗ صَعُودًا ۝
১৮. নিশ্চয় সে চিন্তা-ভাবনা করেছে এবং অন্তরে কিছু কথা স্থির করেছে;	إِنَّهٗ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۝
১৯. অতঃপর, তার উপর অভিসম্পাত হোক! কীভাবে স্থির করলো?	فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝

টীকা-৮. নির্দেশাবলী ও নিষেধসমূহ এবং ঐসব নির্যাতনের উপর; যেগুলো দ্বীনের খাতিরে আপনাকে সহ্য করতে হয়েছে।

টীকা-৯. এটা দ্বারা বিশুদ্ধ অভিমতানুসারে, 'দ্বিতীয় ফুৎকার' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-১০. এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ঐ দ্বীন, আল্লাহর অনুগ্রহক্রমে, মু'মিনদের জন্য সহজ হবে।

টীকা-১১. তার মায়ের পেটে; ধন-সম্পদ সন্তান-সন্ততি ছাড়া;

শানে নুযূলঃ এ আয়াত ওলীদ ইবনে মুগীরা মাখ্‌যূমী সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সে আপন সম্প্রদায় কর্তৃক ' وحيد ' (একাকী) উপাধিতে ভূষিত ছিলো।

টীকা-১২. ক্ষেতসমূহ, প্রচুর গৃহপালিত পশু এবং ব্যবসা-বাণিজ্য;

মুজাহিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, 'সে এক লক্ষ দীনার নগদ অর্থের মালিক ছিলো আর তায়েফে তার এত বড় বাগান ছিলো যে, তা বছরের কোন সময়ই ফলমূলশূন্য থাকতো না।'

টীকা-১৩. যাদের সংখ্যা ছিলো 'দশ'। আর যেহেতু তারা ধনবান ছিলো, সেহেতু জীবিকার্জনের জন্য তাদের সফর করার প্রয়োজন হতো না। এ কারণে, সবাই পিতার সামনে উপস্থিত থাকতো। তাদের মধ্যে তিনজন ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলো। তাঁরা হলেন- খালিদ, হিশাম ও ওয়ালীদ ইবনে ওয়ালীদ।

টীকা-১৪. বংশ-গৌরবও দিয়েছি, নেতৃত্বও দান করেছি; স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনও দিয়েছি, দীর্ঘায়ুও দিয়েছি;

টীকা-১৫. অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সত্ত্বেও।

টীকা-১৬. এটা হবে না। সুতরাং এ আয়াত অবতীর্ণ হবার পর ওয়ালীদের সম্পদ, সন্তান ও মর্যাদা হ্রাস পেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সে ধ্বংস প্রাপ্ত হলো।

টীকা-১৭. শানে নুযূলঃ যখন حٰمٓ ۚ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ অবতীর্ণ হলো এবং বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মসজিদে তা তেলাওয়াত করলেন, ওয়ালীদ তা শুনলো। অতঃপর ঐ সম্প্রদায়ের মজলিসে এসে সে বললো, "আল্লাহ্‌র শপথ! আমি মুহাম্মদ (মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) থেকে এখনি একটা বাণী শুনেছি। তা না কোন মানুষের উক্তি, না জিনের। আল্লাহ্‌রই শপথ! তাতে এক অদ্ভুত মাধুর্য ও সজীবতা, উপকারাদি ও হৃদয়ের আকর্ষণ রয়েছে। ঐ বাণী সবার উপর বিজয়ী থাকবে।"

ক্বোরাঈশরা তার এসব কথা শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলো। আর তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলো যে, ওয়ালীদ তার পিতৃ-পুরুষদের ধর্ম থেকে ফিরে গেছে।

আবূ জাহ্‌ল ওয়ালীদকে ঠিক করার দায়িত্ব নিলো এবং সে তার নিকট এসে একেবারে দুঃখিত অবস্থার ভান করে বসে পড়লো। ওয়ালীদ বললো, "দুঃখ কিসের?" আবূ জাহ্‌ল বললো, "দুঃখ হবে না কেন? তুমি তো বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছো। ক্বোরাঈশ তোমার ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য অর্থের সংস্থান করে দেবে। তারা মনে করে যে, তুমি মুহাম্মদ (মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণীর প্রশংসা এ জন্যই করেছো যে, তুমি তাঁর দস্তরখানার কিছু উচ্ছিষ্ট খাদ্য লাভ করবে।"

এ কথা শুনে সে খুবই রাগান্বিত হয়ে গেলো। আর বলতে লাগলো, "ক্বোরাঈশের কি আমার ধন-সম্পদের অবস্থা সম্বন্ধে জানা নেই? আর মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ কি কখনো পরিতুষ্ট হয়ে আহারও করেছেন? তাঁদের দস্তরখানায় কি অবশিষ্ট থাকবে?" অতঃপর সে আবূ জাহলের সাথে দণ্ডায়মান হলো আর সম্প্রদায়ের নিকট এসে বলতে লাগলো, "তোমাদের ধারণা হচ্ছে যে, মুহাম্মদ (মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) একজন উন্মাদ। তোমরা কি কখনো তাঁর মধ্যে উন্মাদনার কোন বিষয় দেখেছো?" সবাই বললো, "কখনো না।" অতঃপর সে বলতে লাগলো, "তোমরা তাঁকে জ্যোতিষী মনে করছো। তোমরা কি কখনো তাঁকে জ্যোতিষীর কাজ করতে দেখেছো?" সবাই বললো, "না।" সে বললো, 'তোমরা তাঁকে 'কবি' ধারণা করছো। তোমরা কি কখনো তাঁকে কবিতা চর্চা করতে দেখেছো?" সবাই বললো, "না।" বলতে লাগলো, "তোমরা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলছো।" তোমাদের অভিজ্ঞতায়, তিনি কি কখনো মিথ্যা কথা বলেছেন?" সবাই বললো, "না।" আর ক্বোরাঈশের মধ্যে তাঁর সততা ও ধর্মপরায়ণতা এমনই প্রসিদ্ধ ছিলো যে, ক্বোরাঈশগণ তাঁকে 'আল-আমীন' (মহা সত্যবাদী) বলতো।

এ সব কথা শুনে ক্বোরাঈশ বললো, "অতঃপর বক্তব্য কি?" তখন ওয়ালীদ চিন্তা করে বললো, "বক্তব্য এ যে, তিনি একজন যাদুকর। তোমরাও হয়ত প্রত্যক্ষ করেছো যে, তাঁরই কারণে আত্মীয় আত্মীয় থেকে ও পিতা পুত্র থেকে পৃথক হয়ে যায়। ব্যাস্, এতো যাদুকরেরই কাজ। আর যেই ক্বোরআন তিনি পাঠ করেন তা হৃদয়ের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এর কারণ এ যে, তা যাদুমন্ত্র।" এ আয়াত-ই-করীমাহয় এরই উল্লেখ করা হয়েছে।

২০. অতঃপর, তার উপর অভিসম্পাত হোক! কীভাবে স্থির করলো? ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠﴾

২১. অতঃপর দৃষ্টি উঠিয়ে দেখলো; ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢١﴾

২২. অতঃপর ভ্রূ-কুঞ্চিত করলো ও চেহারা পরিবর্তিত করলো। ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿٢٢﴾

২৩. তারপর পৃষ্ঠ ফিরিয়ে নিলো ও অহংকার করলো; ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿٢٣﴾

২৪. তারপর বললো, 'এ তো ঐ যাদু, যা পূর্ববর্তীদের নিকট শিক্ষা করেছে; فَقَالَ إِنْ هٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ يُّؤْثَرُ ﴿٢٤﴾

২৫. এটা তো নয়, কিন্তু মানুষের বাক্য (১৭)।' إِنْ هٰذَآ إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿٢٥﴾

২৬. অনতিবিলম্বে আমি তাকে দোযখে ধ্বসাচ্ছি। سَأُصْلِيْهِ سَقَرَ ﴿٢٦﴾

২৭. এবং আপনি কি জেনেছেন– দোযখ কি? وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا سَقَرُ ﴿٢٧﴾

২৮. (তা তাদেরকে) না ছেড়ে দেয়, না লেগে থাকতে দেয় (১৮); لَا تُبْقِيْ وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾

২৯. মানুষের চামড়া খুলে নেয় (১৯)। لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ﴿٢٩﴾

৩০. সেটার উপর উনিশ জন দারোগা রয়েছে (২০)। عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٣٠﴾

৩১. এবং আমি দোযখের দারোগা (নিয়োজিত) করিনি, কিন্তু ফিরিশ্‌তাদেরকে; এবং আমি তাদের এ সংখ্যা রাখিনি, কিন্তু কাফিরদের وَمَا جَعَلْنَآ أَصْحٰبَ النَّارِ إِلَّا مَلٰٓئِكَةً ۙ وَّمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ

টীকা-১৮. অর্থাৎ না কোন শাস্তির উপযোগী ব্যক্তিকে ছেড়ে দেয়, না কারো দেহের উপর মাংস ও চামড়া লেগে থাকতে দেয়; বরং শাস্তির উপযোগী ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে, আর গ্রেফতার-কৃতকে জ্বালাতে থাকে। যখন জ্বলে যায় তখনি আবার অনুরূপই করে দেয়া হয়।

টীকা-১৯. জ্বালিয়ে।

টীকা-২০. ফিরিশ্‌তাগণ। একজন 'মালিক' (ফিরিশ্‌তা) আর বাকী আঠারজন তাঁর সঙ্গী।

পরীক্ষার নিমিত্ত (২১), এ জন্য যে, কিতাবীদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস আসবে (২২) এবং ঈমানদারদের ঈমান বৃদ্ধি পাবে (২৩) এবং কিতাবীদের ও মুসলমানদের নিকট কোন সন্দেহ আর থাকবেনা। অন্তরের ব্যাধিগ্রস্ত লোকেরা (২৪) ও কাফিরগণ বলে, 'এ অভিনব বাণীতে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য কী?' এভাবেই আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেন যাকে চান এবং হিদায়ত করেন যাকে চান। আর আপনার প্রতিপালকের বাহিনী সম্বন্ধে তিনি ব্যতীত অন্য কেউ জানেন না এবং তা (২৫) তো নয়, কিন্তু মানুষের জন্য উপদেশ।

كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ ۝

রুকূ' - দুই

৩২. হাঁ, হাঁ! চন্দ্রের শপথ!

৩৩. এবং রাতের, যখন পিঠ ফেরায়;

৩৪. এবং প্রভাতের, যখন আলো বিচ্ছুরিত করে (২৬)–

৩৫. নিশ্চয় দোযখ খুব মহা বস্তুসমূহের অন্যতম;

৩৬. মানুষকে সতর্ক করুন!

৩৭. তাকেই, যে তোমাদের মধ্যে চায় অগ্রসর হতে (২৭); অথবা পেছনে থাকতে (২৮)।

৩৮. প্রত্যেকে আপন কৃতকর্মের মধ্যে বন্ধকীকৃত;

৩৯. কিন্তু ডান পার্শ্বস্থগণ (২৯)।

৪০. জান্নাতসমূহের মধ্যে জিজ্ঞাসা করে,

৪১. অপরাধীদেরকে–

৪২. 'তোমাদেরকে কিসে দোযখে নিয়ে গেছে?'

৪৩. তারা বলবে, 'আমরা (৩০) নামায পড়তামনা;

৪৪. এবং মিস্‌কীনকে আহার্য দিতাম না (৩১);

৪৫. এবং অনর্থক চিন্তাভাবনাকারীদের সাথে অনর্থক চিন্তা করতাম;

৪৬. এবং আমরা বিচার-দিবসকে (৩২) অস্বীকার করতাম;

৪৭. শেষ পর্যন্ত, আমাদের নিকট মৃত্যু এসে পড়েছে।'

৪৮. সুতরাং তাদেরকে সুপারিশকারীদের সুপারিশ কোন কাজ দেবেনা (৩৩)।

كَلَّا وَالْقَمَرِ ۝
وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ۝
وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ۝
إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ ۝
نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ۝
لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ۝
كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۝
إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ۝
فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ ۝
عَنِ الْمُجْرِمِينَ ۝
مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ۝
قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ۝
وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ۝
وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ۝
وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ۝
حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ ۝
فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ۝

টীকা-২১. সুতরাং আল্লাহ্‌র কর্ম-কৌশলের (হিকমত) উপর বিশ্বাস না করে ঐ সংখ্যা নিয়ে সমালোচনা করে। আর বলে বেড়ায়– "উনিশ কেন হলো?"

টীকা-২২. অর্থাৎ ইহুদীদের মনে এ সংখ্যাটা নিজেদের কিতাবাদির বর্ণনা মোতাবেক দেখতে পেয়ে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সত্যতার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস লাভ হয়।

টীকা-২৩. অর্থাৎ কিতাবী সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে, তাদের বিশ্বাস বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি আরো বৃদ্ধি পায়। আর জেনে নেয় যে, হুযূর যা কিছু এরশাদ ফরমান সবই আল্লাহ্‌র ওহী। এ কারণে, পূর্ববর্তী কিতাবাদিরই অনুরূপ হয়।

টীকা-২৪. যাদের অন্তরে 'নিফাক্ব' (কপটতা) রয়েছে,

টীকা-২৫. অর্থাৎ জাহান্নাম এবং সেটার গুণ অথবা কোরআনের আয়াতসমূহ

টীকা-২৬. খুব আলোকোজ্জ্বল হয়ে যায়–

টীকা-২৭. মঙ্গল অথবা জান্নাতের দিকে; ঈমান এনে;

টীকা-২৮. কুফর অবলম্বন করে এবং অমঙ্গল ও শাস্তিতে গ্রেফতার হতে চায়।

টীকা-২৯. অর্থাৎ মু'মিনগণ। তারা বন্ধকীকৃত নয়। তারা মুক্তি পাবে এবং তারা সৎকর্ম করে নিজেরা নিজেদেরকে মুক্ত করে নিয়েছে। তারা আপন প্রতিপালকের করুণা দ্বারা উপকৃত হবে।

টীকা-৩০. পৃথিবীতে

টীকা-৩১. অর্থাৎ গরীব-মিস্‌কীনদেরকে দান করতাম না;

টীকা-৩২. যাতে কর্মসমূহের হিসাব-নিকাশ হবে এবং কর্মফল দেয়া হবে। এটা দ্বারা 'কিয়ামত-দিবস' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৩৩. অর্থাৎ নবীগণ, ফিরিশ্‌তাকুল, শহীদগণ, বুযর্গ ব্যক্তিবর্গ; যাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা সুপারিশকারী করেছেন। আর তাঁরা ঈমানদারদের জন্য সুপারিশ করবেন; কাফিরদের জন্য সুপারিশ করবেন না। সুতরাং যারা ঈমানদার নয় তাদের ভাগ্যেও সুপারিশ জুটবে না।

টীকা-৩৪. অর্থাৎ ক্বোরআনের উপদেশগুলো থেকে বিমুখ হয়;

টীকা-৩৫. অর্থাৎ মুশরিকগণ অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতায় গাধারই মতো। যেভাবে বাঘ দেখে সেটা পলায়ন করে, অনুরূপভাবে, এরাও নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের ক্বোরআন তেলাওয়াত শুনে পলায়ন করে;

টীকা-৩৬. ক্বোরাঈশ বংশীয় কাফিরগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলেছিলো, "আমরা কখনো আপনার অনুসরণ করবো না, যতক্ষণ না আমাদের মধ্যে প্রত্যেকের নিকট আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে একেকটা এমন কিতব আসবে, যাতে একথা লিপিবদ্ধ থাকবে যে, এটা আল্লাহ্ তা'আলারই কিতাব। অমুকের পুত্র অমুকের প্রতি- আমি এতে তোমাদেরকে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করার নির্দেশ দিচ্ছি।"

টীকা-৩৭. কেননা, তাদের মনে যদি আখিরাতের ভয় থাকতো, তবে প্রমাণাদি স্থির হওয়া ও মু'জিযাসমূহ প্রকাশ পাবার পর এ ধরণের অবাধ্যতার কলাকৌশল অবলম্বন করতো না।

টীকা-৩৮. ক্বোরআন শরীফ। ★

****

টীকা-১. 'সূরা ক্বিয়ামাহ্' মক্কী। এতে দু'টি রুকূ', চল্লিশটি আয়াত, একশ নিরানব্বইটি পদ এবং ছয়শ বিরানব্বইটি বর্ণ আছে।

টীকা-২. খোদাভীরু ও অধিক আনুগত্যশীল হওয়া সত্ত্বেও তোমরা মৃত্যুর পর অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে;

টীকা-৩. এখানে 'মানুষ' দ্বারা এমন কাফির বুঝানো হয়েছে, যে পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত আদী ইবনে রবী'আহ্র প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলেছিলো, "যদি আমি ক্বিয়ামতের দিনকে দেখেও নিই, তবুও আমি মানবো না এবং আপনার উপর ঈমান আনবো না। আল্লাহ্ তা'আলা কি বিক্ষিপ্ত হাড়গুলোকে একত্রিত করবেন?" তার খণ্ডনে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। এর অর্থ এ যে, 'ঐ কাফির কি এই ধারণা করে যে, হাড়গুলো বিক্ষিপ্ত, বিগলিত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হয়ে মাটিতে মিশে গেলে এবং বাতাসের সাথে উড়ে গিয়ে দূর-দূরান্তের স্থানসমূহে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেলে তা এমন হয়ে যায় যে, সেগুলো একত্রিত করা আমার ক্ষমতার আওতায় থাকে না?' এমন ভ্রান্ত ধারণা ঐ কাফিরের অন্তরে কেন আসলো? এবং সে কেন জেনে নেয়নি যে, যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করতে সক্ষম, তিনি মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত করতেও অবশ্যই সক্ষম?

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿٤٩﴾ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ ﴿٥٠﴾ فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ ﴿٥١﴾ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ﴿٥٢﴾ كَلَّا ۖ بَل لَّا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ﴿٥٣﴾ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ﴿٥٤﴾ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ ﴿٥٥﴾ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ۚ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿٥٦﴾

৪৯. সুতরাং তাদের কি হলো উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে (৩৪);

৫০. যেন তারা ভীত-সন্ত্রস্ত গর্ধভ;

৫১. যা বাঘ থেকে পলায়ন করেছে (৩৫);

৫২. বরং তাদের মধ্যেকার প্রত্যেকে চায় যে, উন্মুক্ত পুস্তিকা তার হাতে প্রদান করা হোক (৩৬)!

৫৩. কখনো হবেনা, বরং তাদের মধ্যে আখিরাতের ভয় নেই (৩৭)।

৫৪. হাঁ, হাঁ! নিশ্চয় তা (৩৮) হচ্ছে উপদেশ।

৫৫. সুতরাং যে চায় সে যেন তা থেকে উপদেশ অর্জন করে।

৫৬. এবং তারা কি উপদেশ মান্য করবে, কিন্তু যখন আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন; তিনিই হচ্ছেন ভয় করার উপযোগী এবং তাঁরই মর্যাদা হচ্ছে ক্ষমা করা। ★

সূরা ক্বিয়ামাহ্

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

সূরা ক্বিয়ামাহ্ মক্কী	আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৪০ রুকূ'-২

রুকূ' - এক

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴿١﴾ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴿٢﴾ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ ﴿٣﴾ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ ﴿٤﴾

১. ক্বিয়ামত-দিবসের শপথ স্মরণ করছি;

২. এবং ঐ আত্মার শপথ, যা নিজেকে খুব তিরস্কার করে (২);

৩. মানুষ কি (৩) এটা মনে করে যে, আমি কখনো তার হাড়গুলো একত্রিত করবো না?

৪. হাঁ (কেন করবো না)! আমি তার আঙ্গুলের অগ্রভাগ (পর্যন্ত) পুনরায় যথাযথভাবে তৈরী

★ 'সূরা মুদ্দাস্সির' সমাপ্ত।

টীকা-৪. অর্থাৎ তার আঙ্গুলগুলো যেরূপ ছিলো, কোন পার্থক্য ব্যতীত অনুরূপই সৃষ্টি করতে এবং সেগুলোর হাড়গুলোকে আপন আপন স্থানে পৌঁছাতে (আল্লাহ্ তা'আলা সক্ষম)। যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাড়গুলোকে এভাবে সুবিন্যস্ত করা যায়, তখন বড়গুলোর ব্যাপারে বলার কি আছে?

টীকা-৫. মানুষের পুনরুত্থিত হওয়াকে অস্বীকার করা- তাতে কোনরূপ সন্দেহ থাকা এবং তা দলীলহীন হবার প্রমাণ বহন করে না; বরং অবস্থা এ যে, সে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা (এবং এর সঠিক উত্তর পাওয়ার) অবস্থায়ও আপন পাপাচারে অবিচল থাকতে চায় আর ঠাট্টার সুরে শুধু জিজ্ঞাসা করে- 'ক্বিয়ামতের দিন কবে আসবে?' (জুমাল)

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, মানুষ পুনরুত্থান ও হিসাব-নিকাশকে অস্বীকার করে, যা তার সামনেই রয়েছে। হযরত সা'ঈদ ইবনে জুবায়র বলেন, "মানুষ প্রথমে পাপাচার করে ও পরে তাওবা করে। আর এ কথা বলে বেড়ায়, "এখন তাওবা করবো, এখনি সৎকর্ম করবো।" শেষ পর্যন্ত মৃত্যু এসে যায় এমতাবস্থায় যে, সে পাপকর্মে লিপ্ত থাকে।

টীকা-৬. এবং হতভম্বতা আঁচল জড়িয়ে বসবে;

টীকা-৭. অন্ধকার হয়ে যাবে এবং আলো দূরীভূত হয়ে যাবে;

টীকা-৮. এ একত্রিত করা হয়ত উদয়কালে হবে। উভয়টাকে পশ্চিম দিকে উদিত করবেন; অথবা জ্যোতিহীন হওয়ার মধ্যে

টীকা-৯. যেখানে এ ভয়ানক অবস্থা ও আতঙ্ক থেকে রেহাই পাবো!

টীকা-১০. সমস্ত সৃষ্টি তাঁরই সামনে হাযির হবে, হিসাব-নিকাশ করা হবে, কর্মফল দেয়া হবে। যাঁকে ইচ্ছা করবেন, আপন অনুগ্রহ দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যাকে ইচ্ছা স্বীয় ন্যায়-বিচার দ্বারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

টীকা-১১. যা সে করেছে।

টীকা-১২. শানে নুযূলঃ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম জিব্রাঈল আমীনের ওহী পৌঁছিয়ে অবসর হবার পূর্বেই তা মুখস্থ করার চেষ্টা করতেন এবং দ্রুত পাঠ করতেন আর পবিত্রতম রসনা সঞ্চালন করতেন। আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের এতটুকু কষ্টও পছন্দ করেন নি এবং ক্বোরআন করীমকে হুযূরের পবিত্র বক্ষে সংরক্ষিত করা এবং পবিত্রতম মুখে পাঠ করানো নিজ করুণার দায়িত্বেই নিয়েছেন। আর এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ করে হুযূরকে প্রশান্ত করে দিলেন।

করতে সক্ষম (৪)।

৫. বরং মানুষ চায় তাঁর দৃষ্টির সামনে অসৎ কাজ করতে (৫)।

৬. জিজ্ঞাসা করে- 'ক্বিয়ামত দিবস কবে আসবে!'

৭. অতঃপর যেদিন চক্ষু স্থির হয়ে যাবে (৬);

৮. এবং চন্দ্রে গ্রহণ লাগবে (৭);

৯. এবং সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে (৮);

১০. সেদিন মানুষ বলবে, 'পলায়ন করে কোথায় যাবো (৯)?'

১১. অবশ্যই নেই; কোন আশ্রয়স্থল নেই।

১২. সেদিন তোমার প্রতিপালকেরই দিকে গিয়ে দাঁড়াতে হবে (১০)।

১৩. সেদিন মানুষকে তার সমস্ত পূর্ব ও পরবর্তী কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত করা হবে (১১)।

১৪. বরং মানুষ নিজেই আপন অবস্থার প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি রাখে;

১৫. এবং যদি তার নিকট যতই বাহানা থাকে সবই নিয়ে আসে তবুও তা গ্রহণ করা হবে না।

১৬. আপনি মুখস্থ করার ত্বরার মধ্যে ক্বোরআনের সাথে আপন জিহ্বা সঞ্চালন করবেন না (১২)!

১৭. নিশ্চয় সেটা সংরক্ষিত করা (১৩) এবং পাঠ করা (১৪) আমারই দায়িত্বে।

১৮. সুতরাং আমি যখন সেটা পাঠ করে নিই (১৫),

بَلْ يُرِيْدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ۝٥

يَسْـَٔلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ۝٦

فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ۝٧

وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۝٨

وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝٩

يَقُوْلُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ ۝١٠

كَلَّا لَا وَزَرَ ۝١١

إِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ ۨالْمُسْتَقَرُّ ۝١٢

يُنَبَّؤُا الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ ۢبِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ۝١٣

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ ۝١٤

وَّلَوْ أَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ ۝١٥

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ۝١٦

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ ۝١٧

فَإِذَا قَرَأْنٰهُ

টীকা-১৩. আপনার পবিত্র বক্ষে

টীকা-১৪. আপনার,

টীকা-১৫. অর্থাৎ আপনার নিকট ওহী এসে গেছে,

فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ⑱

তখন সেই পঠিতের অনুসরণ করুন (১৬)!

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ⑲

১৯. অতঃপর নিশ্চয় এর সুক্ষ্ম বিষয়াদি আপনার নিকট প্রকাশ করা আমারই দায়িত্ব।

كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ⑳

২০. কেউ নয়, বরং হে কাফিরগণ! তোমরা পদতলেরই (পৃথিবী) ভালবাসা রাখছো (১৭);

وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ㉑

২১. এবং আখিরাতকে ছেড়ে বসেছো।

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ㉒

২২. কিছু মুখমণ্ডল সেদিন (১৮) তরুতাজা হবে (১৯);

إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ㉓

২৩. আপন প্রতিপালককে দেখবে (২০)।

وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ㉔

২৪. এবং কিছু মুখমণ্ডল সেদিন বিকৃত হয়ে থাকবে (২১);

تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ㉕

২৫. এটা ধারণা করতে থাকবে যে, তাদের সাথে তাই করা হবে, যা কোমরকেই ভেঙ্গে দেবে (২২)।

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ㉖

২৬. হাঁ হাঁ! যখন প্রাণ কণ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে (২৩);

وَقِيلَ مَنْ ۜ رَاقٍ ㉗

২৭. এবং বলবে (২৪), 'এমন কেউ আছো কি, যে ঝাড়-ফুঁক করতে পারো (২৫)?'

وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ㉘

২৮. এবং সে (২৬) বুঝতে পারবে যে, এটা বিদায়ের মুহূর্ত (২৭);

وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ㉙

২৯. এবং পায়ের গোছার উপর গোছা জড়িয়ে যাবে (২৮);

إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ㉚

৩০. সেদিন তোমার প্রতিপালকেরই দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে (২৯)।

রুকূ' - দুই

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ㉛

৩১. সে (৩০) না তো সত্য মেনে নিয়েছে (৩১) এবং না নামায পড়েছে;

وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ㉜

৩২. হাঁ, অস্বীকার করেছে ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে (৩২);

টীকা-১৬. এ আয়াত অবতীর্ণ হবার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওহী প্রশান্ত চিত্তে শুনতেন। অতঃপর যখন ওহী সমাপ্ত হয়ে যেতো, তখনই পাঠ করতেন।

টীকা-১৭. অর্থাৎ তোমরা দুনিয়াই চাও;

টীকা-১৮. অর্থাৎ ক্বিয়ামত-দিবসে;

টীকা-১৯. আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও বদান্যতায় হর্ষোৎফুল্ল; চেহারাসমূহ আলোকোজ্জ্বল। এগুলো মু'মিনদের অবস্থা।

টীকা-২০. তাদেরকে আল্লাহ্‌র সাক্ষাতের মতো নি'মাত দ্বারা ধন্য করা হবে।

মাস্‌আলাঃ এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হলো যে, আখিরাতে মু'মিনগণ আল্লাহ্‌র সাক্ষাত লাভ করবেন। এটাই 'আহলে সুন্নাত'-এর 'আক্বীদা'। 'ক্বোরআন, হাদীস ও ইজমার বহু প্রমাণ এর পক্ষে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আর এ দীদার হবে (আল্লাহ্‌র) কোন আকার-আকৃতি এবং দিক ব্যতীতই।

টীকা-২১. কালো, অন্ধকারাচ্ছন্ন, দুঃখিত ও হতাশ– এসব হচ্ছে কাফিরদের অবস্থা।

টীকা-২২. অর্থাৎ তাদেরকে কঠিন শাস্তি ও ভয়ানক মুসীবতসমূহে গ্রেফতার করা হবে।

টীকা-২৩. মৃত্যুকালে;

টীকা-২৪. যে কেউ তার নিকটে থাকবে তাকে,

টীকা-২৫. যাতে সে আরোগ্য লাভ করতে পারে।

টীকা-২৬. অর্থাৎ মৃত্যুবরণকারী

টীকা-২৭. যেহেতু, মক্কাবাসী ও দুনিয়া– সবার নিকট থেকে বিচ্ছেদ ঘটে।

টীকা-২৮. অর্থাৎ মৃত্যু-যন্ত্রণায় পদযুগল পরস্পর জড়িয়ে যাবে। অথবা অর্থ এ যে, উভয় পা কাফনের মধ্যে জড়ানো হবে। অথবা এ অর্থ যে, কষ্টের উপর কষ্ট আসবে– একেতঃ পৃথিবী থেকে বিচ্ছেদের যন্ত্রণা, এর সাথে মৃত্যু-যন্ত্রণা অথবা মৃত্যুর কষ্ট এবং আখিরাতের সংকটাদি।

টীকা-২৯. অর্থাৎ বান্দাদের প্রত্যাবর্তন তাঁরই প্রতি; তিনিই তাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন।

টীকা-৩০. অর্থাৎ মানুষ। তার দ্বারা আবূ জাহ্‌লের কথা বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৩১. রিসালত ও ক্বোরআনকে

টীকা-৩২. ঈমান আনা থেকে;

টীকা-৩৩. দম্ভভরে। এখন তাকে সম্বোধন করা হচ্ছে।

টীকা-৩৪. যখন এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'বাত্‌হা'য় আবূ জাহ্‌লের কাপড় ধরে তাকে বললেন, " أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ۞ ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى " অর্থাৎ তোমার দুর্ভোগ এসে পড়েছে, এখনি এসে পড়েছে; অতঃপর তোমার দুর্ভোগ এসে পড়েছে, এখনি এসে পড়েছে।" তখন আবূ জাহ্‌ল বললো, "হে মুহাম্মদ! (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম!) তুমি আমাকে ধমক দিচ্ছো? তুমি ও তোমার প্রতিপালক আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। মক্কার পর্বতমালার মধ্যখানে আমি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এবং সর্বাধিক দাপট ও শক্তির অধিকারী।" কিন্তু ক্বোরআনের সংবাদ অবশ্যই পূর্ণ হয়েছিলো এবং রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের ফরমান অবশ্যই পূর্ণ হবার ছিলো। সুতরাং অনুরূপই ঘটেছে। বদরের যুদ্ধে আবূ জাহ্‌ল লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় নিহত হয়েছিলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমালেন, "প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে একজন ফির'আউন থাকে। আমার উম্মতের ফির'আউন হচ্ছে– আবূ জাহ্‌ল।"

এ আয়াতের মধ্যে তার দূর্ভোগের কথা চারবার উল্লেখ করা হয়েছে– প্রথম দুর্ভোগ হচ্ছে বে-ঈমানীর অবস্থায় লাঞ্ছনার মৃত্যু; দ্বিতীয় দূর্ভোগ হচ্ছে কবরের শাস্তিসমূহ ও সেখানকার কষ্ট, তৃতীয় দুর্ভোগ মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হবার সময় মুসীবতে গ্রেফতার হবার এবং চতুর্থ দুর্ভোগ হচ্ছে জাহান্নামের শাস্তির।

৩৩. অতঃপর আপন ঘরের দিকে দম্ভভরে চলেছে (৩৩),	ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ ۝٣٣
৩৪. তোমার দুর্ভোগ এসে ঠেকেছে, এখনই এসে ঠেকেছে;	أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ۝٣٤
৩৫. অতঃপর তোমার দুর্ভোগ এসে ঠেকেছে, এখনই এসে ঠেকেছে (৩৪)।	ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ۝٣٥
৩৬. মানুষ কি এ ধারণায় রয়েছে যে, 'তাকে মুক্ত ছেড়ে দেয়া হবে (৩৫)?'	أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ۝٣٦
৩৭. সে কি একটা ফোঁটা ছিলো না ঐ বীর্যের, যা নিক্ষিপ্ত হয় (৩৬)?	أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ۝٣٧
৩৮. অতঃপর রক্ত পিণ্ড হয়েছে; অতঃপর তিনি সৃষ্টি করেছেন (৩৭); অতঃপর যথাযথভাবে তৈরী করেছেন (৩৮);	ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ۝٣٨
৩৯. অতঃপর তা থেকে (৩৯) যুগল সৃষ্টি করেছেন (৪০)– পুরুষ ও নারী।	فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۝٣٩
৪০. যিনি এতো কিছু করেছেন তিনি কি মৃতকে জীবিত করতে পারবেন না? ★	أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ۝٤٠

সূরা দাহ্‌র

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

সূরা দাহ্‌র মক্কী	আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৩১ রুকূ'-২

রুকূ' – এক

১. নিশ্চয় মানুষের উপর (২) এক সময় এমনও অতিবাহিত হয়েছে যে, কোথাও তার নাম পর্যন্ত	هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا ۝١

টীকা-৩৫. 'না তার উপর আদেশ-নিষেধ ইত্যাদির বিধানাবলী বর্তাবে, না মৃত্যুর পর তাকে উঠানো হবে, না তার নিকট থেকে কর্মসমূহের হিসাব-নিকাশ নেয়া হবে, না তাকে আখিরাতে কর্মফল দেয়া হবে।' এমন হবে না।

টীকা-৩৬. মাতৃগর্ভে। সুতরাং যাকে এমনই অপবিত্র পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তার দম্ভ করা, গর্ব করা এবং স্রষ্টার অবাধ্য হওয়া অত্যন্ত অর্থহীন।

টীকা-৩৭. মানুষরূপে সৃষ্টি করেছেন;

টীকা-৩৮. তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পূর্ণাঙ্গ করেছেন। তাতে রূহ স্থাপন করেন।

টীকা-৩৯. অর্থাৎ বীর্য থেকে, অথবা মানুষ থেকে

টীকা-৪০. দু'টি বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছেন। ★

****

টীকা-১. 'সূরা দাহ্‌র' মক্কী; এর অপর নাম হচ্ছে– 'সূরা ইন্‌সান'। হযরত মুজাহিদ, ক্বাতাদাহ্ এবং অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে, এ সূরাটা 'মাদানী'। কেউ কেউ এটাকে মক্কীও বলেছেন। এতে দু'টি রুকূ', একত্রিশটি আয়াত, দু'শ চল্লিশটি পদ এবং এক হাজার চুয়ান্নটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২. অর্থাৎ হযরত আদম আলায়হিস্ সালামের উপর; 'রূহ্' ফুৎকারের পূর্বে চল্লিশ বছরের

★ 'সূরা ক্বিয়ামাহ্', সমাপ্ত।

টীকা-৩. কেননা, সে একটি মৃত্তিকার খমীর ছিলো; না কোথাও তার কোন উল্লেখই ছিলো, না কেউ তাকে চিনতো, না কেউ তার সৃষ্টি রহস্যাদি সম্পর্কে জানতো।

এ আয়াতের তাফসীরে এটাও বর্ণিত হয় যে, 'মানুষ' দ্বারা 'মানবজাতি' বুঝানো হয়েছে। আর 'সময়' দ্বারা 'তার মাতৃগর্ভে অবস্থানের সময়' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৪. পুরুষ ও নারীর

টীকা-৫. বিধানাবলী পালনে আদিষ্ট করে, স্বীয় আদেশ ও নিষেধ দ্বারা

টীকা-৬. যাতে প্রমাণাদি প্রত্যক্ষ করতে ও নিদর্শনাবলী শুনতে পারে।

টীকা-৭. প্রমাণাদি স্থির করে, রসূল প্রেরণ করে এবং কিতাবাদি অবতীর্ণ করে; যাতে

টীকা-৮. অর্থাৎ সৌভাগ্যবান মু'মিন,

টীকা-৯. হতভাগ্য কাফির।

টীকা-১০. যাদেরকে বেঁধে দোযখের দিকে হেঁছড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

টীকা-১১. যেগুলো গলায় আটকানো হবে

টীকা-১২. যাতে জ্বালানো হবে।

টীকা-১৩. জান্নাতের মধ্যে,

টীকা-১৪. সৎকর্মপরায়ণ লোকদের সাওয়াবের বিবরণ দেয়ার পর তাঁদের কার্যাবলীর বর্ণনা দেয়া হচ্ছে; যে গুলোই এ পুরস্কারের কারণ হয়েছে।

টীকা-১৫. 'মান্নাত' হচ্ছে যে কাজ মানুষের উপর অপরিহার্য (ওয়াজিব) নয়, তা যে কোন শর্তের ভিত্তিতে নিজের উপর ওয়াজিব বা অপরিহার্য করে নেয়া। যেমন এমন বলা- "যদি আমার রোগীটা আরোগ্য লাভ করে, অথবা আমার মুসাফির নিরাপদে ফিরে আসে, তবে আমি আল্লাহর পথে এ পরিমাণ সাদক্বাহ্ দেবো অথবা এত রাক'আত নামায পড়বো।" এ মান্নত পূর্ণ করা 'ওয়াজিব' হয়ে যায়। অর্থ এ যে, 'ঐসব লোক আনুগত্য ও ইবাদত-বন্দেগী এবং শরীয়তের কর্তব্যাদি পালন করেন। এমনকি যেসব ইবাদত-বন্দেগী নিজের উপর ওয়াজিব ছিলো না, যেগুলো মান্নত করে নিজের উপর 'ওয়াজিব' করে নিয়েছে, সেগুলোও পালন করে।'

টীকা-১৬. অর্থাৎ কঠোরতা ও কষ্ট

ছিলো না (৩)।

২. নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্রিত বীর্য থেকে (৪) যে, আমি তাকে পরীক্ষা করবো (৫) অতঃপর তাকে শ্রবণকারী, দর্শনকারী করে দিয়েছি (৬)।

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (٢)

৩. নিশ্চয় আমি তাকে সৎপথ বাতলিয়ে দিয়েছি (৭) হয়ত সে কৃতজ্ঞ হবে (৮), অথবা অকৃতজ্ঞ (৯)।

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا (٣)

৪. নিশ্চয় আমি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি শৃংখলসমূহ (১০), বেড়ী (১১) এবং জ্বলন্ত আগুন (১২)।

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا (٤)

৫. নিশ্চয় সৎকর্মপরায়ণ লোকেরা পান করবে ঐ পাত্র থেকে, যার মিশ্রণ হচ্ছে কাফূর। (ঐ কাফূর কি?)

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا (٥)

৬. একটা ঝর্ণা (১৩), যা থেকে আল্লাহ্‌র অত্যন্ত খাস্ বান্দাগণ পান করবে আপন আপন প্রাসাদসমূহে, সেটাকে যেখানে ইচ্ছা প্রবাহিত করে নিয়ে যাবে (১৪)।

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا (٦)

৭. তারা আপন মান্নতসমূহ পূর্ণ করে (১৫) এবং ঐ দিনকে ভয় করে, যে দিনের কঠিন অবস্থা (১৬) সর্বব্যাপী (১৭)।

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (٧)

৮. এবং আহার করায় তাঁর ভালবাসার উপর (১৮) মিস্‌কীন, এতীম ও বন্দীকে।

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (٨)

৯. তাদেরকে বলে, 'আমরা একমাত্র আল্লাহ্‌রই (সন্তুষ্টির) জন্য তোমাদেরকে আহার্য প্রদান করছি, তোমাদের নিকট থেকে কোন বিনিময় কিংবা কৃতজ্ঞতা চাইনা।'

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (٩)

টীকা-১৭. হযরত ক্বাতাদাহ্ বলেছেন, "ঐ দিনের কঠোরতা এমনই পরিব্যাপ্ত যে, আসমান ফেটে যাবে, তারকারাজি পতিত হবে, চন্দ্র-সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে, পাহাড়-পর্বত টুকরা টুকরা হয় যাবে। কোন ইমারত অবশিষ্ট থাকবে না।" এরপর এ কথা বলা হচ্ছে যে, তাদের কার্যাবলী 'রিয়া' বা লোক-দেখানো থেকে পবিত্র হয়।

টীকা-১৮. অর্থাৎ এমনই অবস্থায়, যখন তাদের নিজেদেরই আহার করার প্রয়োজন ও ইচ্ছা হয়। কোন কোন তাফসীরকারক এর এ অর্থগ্রহণ করেছেন যে, 'আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ভালবাসার মধ্যে আহার করার।'

শানে নুযূলঃ এ আয়াত হযরত আলী মুরতাদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু, হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হা এবং তাঁদের বাঁদী 'ফিদ্দাহ্'র প্রসঙ্গে

অবতীর্ণ হয়েছে।

হযরত হাসান ও হযরত হোসাঈন (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা) অসুস্থ হয়ে পড়েন। ঐসব হযরত এঁদের আরোগ্যের উপর তিনটা রোজা পালনের মান্নত করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা আরোগ্য দান করলেন। মান্নত পূর্ণ করার সময় আসলো। তাঁরা সবাই (মান্নতের) রোযা রাখলেন।

হযরত আলী মুরতাদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু এক ইহুদীর নিকট থেকে তিন সা' (সা হচ্ছে একটা পরিমাপ-পাত্র) যব আনলেন। হযরত খাতূনে জান্নাত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হা একেক সা করে তিন দিন তা রান্না করলেন; কিন্তু যখনই ইফ্‌তারের সময় আসতো, আর রুটি সামনে রাখতেন, তখন একদিন মিস্‌কীন, একদিন এতীম ও একদিন বন্দী আসলো। আর তিন দিনই ঐসব রুটি ঐসব লোককেই দিয়ে দেয়া হলো এবং শুধু পানি পান করেই পরবর্তী রোযাগুলো রাখা হলো।

টীকা-১৯. সুতরাং আমরা আমাদের কাজের প্রতিদান অথবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ তোমাদের নিকট থেকে চাইনা। এ কাজ এ জন্যই যে, আমরা যেন সেদিন ভয়-ভীতি থেকে নিরাপদে থাকি।

টীকা-২০. অর্থাৎ গরম অথবা শীতের কোন কষ্ট সেখানে থাকবেনা।

টীকা-২১. অর্থাৎ বেহেশ্‌তী বৃক্ষসমূহের

টীকা-২২. যেন দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত– সর্বাবস্থায় ফলমূলের গুচ্ছ সহজে আহরণ করতে পারে।

টীকা-২৩. জান্নাতী পাত্র রূপার তৈরী হবে। আর রূপার বর্ণও সেটার সৌন্দর্যের সাথে স্ফটিকের ন্যায় এমন পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হবে যে, তাতে রেখে যে বস্তুই পান করা হবে তা বাইরের দিক থেকে দেখা যাবে।

টীকা-২৪. অর্থাৎ পানকারীদের আগ্রহ পরিমাণ– না তা থেকে কম, না বেশী। এ বৈশিষ্ট্য শুধু জান্নাতী সেবকদেরই সাথে নির্দিষ্ট থাকবে। পৃথিবীর সাক্বীদের মধ্যে এটা পাওয়া যায়না।

টীকা-২৫. 'পবিত্র পানীয়' থেকে,

টীকা-২৬. এর মিশ্রণের ফলে পানীয়ের মজা আরো বৃদ্ধি পাবে।

টীকা-২৭. আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাগণতো একান্তভাবে তাই পান করবেন এবং অন্যান্য জান্নাতবাসীদের পানীয়েও সেটার মিশ্রণ থাকবে। এ ঝরণাটা আরশের নীচে থেকে আরম্ভ করে 'জান্নাত-ই-আদ্‌ন' হয়ে সমস্ত জান্নাতের মধ্যে প্রবহমান।

টীকা-২৮. যারা না কখনো মৃত্যুবরণ করবে, না বৃদ্ধ হবে; না তাদের মধ্যে কোন পরিবর্তন আসবে, না সেবার কারণে অতীষ্ঠ হবে। তাদের সৌন্দর্যের এমনই অবস্থা হবে–

টীকা-২৯. অর্থাৎ যেভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বিছানার উপর উজ্জ্বল মণি-মুক্তা ছড়িয়ে থাকে, তেমনই এমন সৌন্দর্য ও স্বচ্ছতার সাথে জান্নাতের কিশোর সেবকগণ সেবায় নিয়োজিত থাকবে।

১০. নিশ্চয় আমাদের মনে আপন প্রতিপালক থেকে এমন একদিনের ভয় রয়েছে যা অতি মাত্রায় তিক্ত, অতি কঠোর (১৯)।

إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ۝١٠

১১. সুতরাং তাদেরকে আল্লাহ্ ঐ দিনের কঠিন অবস্থা থেকে রক্ষা করেছেন এবং তাদেরকে সজীবতা ও আনন্দ দান করেছেন।

فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ۝١١

১২. এবং তাদের ধৈর্যের উপর তাদেরকে জান্নাত ও রেশমী পোশাক পুরস্কাররূপে দান করেছেন;

وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ۝١٢

১৩. জান্নাতের মধ্যে আসনসমূহের উপর হেলান দিয়ে উপবিষ্ট থাকবে– তাতে না রৌদ্র দেখবে, না অতি শীত (২০)।

مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۖ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ۝١٣

১৪. এবং সেটার (২১) ছায়াগুলো তাদের উপর সন্নিহিত থাকবে এবং সেটার গুচ্ছগুলো ঝুলিয়ে নীচে এনে দেয়া হবে (২২)

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ۝١٤

১৫. এবং তাদের সম্মুখে রূপার পাত্রসমূহ ও পান-পাত্রাদি (পরিবেশনের জন্য) ঘুরানো ফেরানো হবে, যেগুলো স্ফটিকের ন্যায় পরিষ্কার হবে।

وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا ۝١٥

১৬. কেমন স্ফটিক? রূপারই (২৩)। সাক্বীগণ সেগুলোকে পূর্ণ পরিমাণে ভর্তি করে রেখেছে–এমন হবে (২৪)।

قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ۝١٦

১৭. এবং তাতে ঐ পাত্র থেকে পান করানো হবে (২৫), যার মিশ্রণ হবে আদা (২৬)।

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ۝١٧

১৮. ঐ আদা কি? জান্নাতের একটা ঝর্ণা, যাকে 'সাল্‌সাবীল' বলা হয় (২৭)।

عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ۝١٨

১৯. এবং তাদের চতুর্পাশে সেবার নিমিত্ত প্রদক্ষিণ করবে চিরকিশোরেরা (২৮); যখন তুমি তাদেরকে দেখবে, তখন তাদেরকে মনে করবে বিক্ষিপ্ত মুক্তারাজি (২৯)।

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا ۝١٩

টীকা-৩০. যার গুণ বর্ণনার ভাষায় আনা যায়না।

টীকা-৩১. যার সীমা ও শেষ নেই। না সেটার পতন আছে, না জান্নাতবাসীকে সেখান থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হবে। ব্যাপকতার এ অবস্থা যে, নিম্ন-পর্যায়ের জান্নাতীও যখন আপন রাজ্যের প্রতি তাকাবে,তখন হাজার বছরের রাস্তা পর্যন্ত তেমনিভাবেই দেখবে যেমন আপন নিকটস্থ স্থানই দেখছে। শান-শওকত এবং মর্যাদাও এ হবে যে, ফিরিশ্‌তাগণও বিনানুমতিতে তাতে প্রবেশ করবেন না।

টীকা-৩২. অর্থাৎ পাতলা রেশমের

টীকা-৩৩. অর্থাৎ মোটা রেশমের।

টীকা-৩৪. হযরত ইবনে মুসাইয়্যেব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন যে, প্রত্যেক জান্নাতী লোকের হাতে তিনটি কঙ্কন থাকবে– একটা রূপার, একটা স্বর্ণের এবং একটা মুক্তার।

টীকা-৩৫. যা অতীব পাক সাফ– না সেটার গায়ে কারো হাত লেগেছে, না কেউ স্পর্শ করেছে; না তা পান করার পর পার্থিব পানীয়ের ন্যায় শরীরের ভিতর পঁচে প্রস্রাবে পরিণত হবে, বরং সেটার স্বচ্ছতার এ অবস্থা যে, তা শরীরের ভিতর প্রবেশ করে মনোহর খুশ্‌বুতে পরিণত হয়ে শরীর থেকে বের হবে। জান্নাতবাসীদেরকে আহারের পর পানীয় পরিবেশন করা হবে। তা পান করার ফলে তাদের পেট পরিষ্কার হয়ে যাবে; আর যা তারা আহার করেছে তা পবিত্র সুগন্ধ হয়ে তাদের শরীর থেকে বের হবে। ফলে, তাদের মনের ইচ্ছা ও আকর্ষণ আবার সজীব হয়ে উঠবে।

টীকা-৩৬. অর্থাৎ তোমাদের আনুগত্য ও আদেশ পালনের

টীকা-৩৭. যে, তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালক সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তিনি তোমাদেরকে মহা পুরস্কার দান করেছেন।

টীকা-৩৮. হে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম!

টীকা-৩৯. আয়াত আয়াত করে; আর এতে আল্লাহ্‌ তা'আলার বড় হিকমত রয়েছে।

টীকা-৪০. রিসালতের বাণী প্রচার করে এবং তাতে নানা কষ্ট সহ্য করে এবং দ্বীনের শত্রুদের বিভিন্ন নির্যাতন বরদাস্ত করে।

২০. এবং যখন তুমি এদিক-সেদিক তাকাবে তখন এক মহা শান্তি দেখবে (৩০) এবং মহান বাদশাহী (৩১)।

وَاِذَا رَاَيْتَ ثَمَّ رَاَيْتَ نَعِيْمًا وَّمُلْكًا كَبِيْرًا ۝٢٠

২১. তাদের গায়ে রয়েছে পাতলা রেশমের সবুজ বস্ত্র (৩২) এবং মোটা রেশমের (৩৩)। এবং তাদেরকে রূপার কঙ্কণ পরানো হবে (৩৪); এবং তাদেরকে তাদের প্রতিপালক পবিত্র পানীয় পান করাবেন (৩৫)।

عٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّاِسْتَبْرَقٌ ۡ وَّحُلُّوْٓا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ ۚ وَسَقٰىهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا ۝٢١

২২. তাদেরকে বলা হবে, 'এটা হচ্ছে তোমাদের পুরস্কার (৩৬) এবং তোমাদের পরিশ্রম যথাস্থানে পৌঁছেছে (৩৭)।'

اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا ۝٢٢

রুকূ' – দুই

২৩. নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি (৩৮) ক্বোরআন ক্রমান্বয়ে অবতীর্ণ করেছি (৩৯)।

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ تَنْزِيْلًا ۝٢٣

২৪. সুতরাং আপন প্রতিপালকের নির্দেশের উপর ধৈর্যশীল থাকুন (৪০); এবং তাদের মধ্যে কোন পাপী অথবা অকৃতজ্ঞের কথা শ্রবণ করবেন না (৪১)।

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًا ۝٢٤

২৫. এবং আপন প্রতিপালকের নাম সকাল ও সন্ধ্যায় স্মরণ করুন (৪২)!

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝٢٥

২৬. এবং রাতের কিছু অংশে তাঁকে সাজদা করুন (৪৩); এবং দীর্ঘ রাত পর্যন্ত তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন (৪৪)।

وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهٗ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا ۝٢٦

টীকা-৪১. শানে নুযূলঃ ওতবাহ্‌ ইবনে রবী'আহ্‌ ও ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ্‌– এ দু'জন লোকই নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলো আর বলতে লাগলো, "আপনি এ কাজ থেকে বিরত হোন! অর্থাৎ দ্বীন থেকে।" ওত্‌বা বললো, "আপনি এমন করলে (বিরত হলে) আমি আমার কন্যাকে আপনার সাথে বিবাহ দেবো আর বিনা মহরেই আপনার সেবায় হাযির করে দেবো।" ওয়ালীদ বললো, "আমি আপনাকে এত বেশী সম্পদ দেবো যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।" এর জবাবে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৪২. নামাযের মধ্যে। 'সকালের যিক্‌র' দ্বারা ফজরের নামায এবং 'সন্ধ্যার যিকর' দ্বারা যোহর ও আসরের নামায বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৪৩. অর্থাৎ মাগরিব ও এশার নামায পড়ো। এ আয়াতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযেরই কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

টীকা-৪৪. অর্থাৎ ফরযসমূহের পর নফল নামাযসমূহ পড়তে থাকুন! উল্লেখ্য, এতে 'তাহাজ্জুদের নামায' এসে গেছে।

কোন কোন তাফসীরকারক বলেন যে, এর দ্বারা মৌখিক যিক্র বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এ যে, দিন ও রাতে– সব সময় অন্তর ও মুখে আল্লাহ্ যিকরে রত থাকুন!

টীকা-৪৫. অর্থাৎ কাফিরগণ

টীকা-৪৬. অর্থাৎ পৃথিবীর ভালবাসায় গ্রেফতার হয়ে আছে

টীকা-৪৭. অর্থাৎ ক্বিয়ামত-দিবসকে, যার কষ্ট কাফিরদের উপর খুব ভারী হবে। তারা না সেটার প্রতি ঈমান আনছে, না ঐ দিনের জন্য কাজ করছে।

টীকা-৪৮. তাদেরকে ধ্বংস করে দিই এবং তাদের পরিবর্তে।

إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿٢٧﴾

২৭. নিশ্চয় এসব লোক (৪৫) পদতলের পৃথিবীকে ভালবাসে (৪৬) এবং নিজেদের পেছনের এক ভারী (কঠিন) দিবসকে বর্জন করে বসেছে (৪৭)।

نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ۖ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿٢٨﴾

২৮. আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তাদের সন্ধিস্থলকে মজবুত করেছি। এবং আমি যখনই চাই (৪৮) তাদের মতো অন্যান্যদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারি (৪৯)।

إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٢٩﴾

২৯. নিশ্চয় এটা হচ্ছে উপদেশ (৫০)। সুতরাং যার ইচ্ছা হয় সে যেন আপন প্রতিপালকের দিকে রাস্তা ধরে (৫১)।

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٠﴾

৩০. এবং তোমরা কি চাও? কিন্তু তাই হয় যা আল্লাহ্ চান (৫২)। নিশ্চয় তিনি জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময়;

يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣١﴾

৩১. আপন করুণার মধ্যে শামিল করে নেন (৫৩) যাকে চান (৫৪); এবং যালিমদের জন্য তিনি বেদনাদায়ক শাস্তি তৈরী করে রেখেছেন (৫৫)। ★

সূরা মুর্সালাত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

সূরা মুর্সালাত মক্কী	আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৫০ রুকূ'-২

রুকূ' – এক

وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ﴿١﴾

১. শপথ সেগুলোর, যেগুলো প্রেরণ করা হয় লাগাতার (২);

টীকা-৪৯. যারা ইবাদত পালনকারী হয়।

টীকা-৫০. সৃষ্টির জন্য।

টীকা-৫১. তাঁর আনুগত্য করে এবং তাঁর রসূলের অনুসরণ করে।

টীকা-৫২. কেননা, যা কিছু হয় তা তাঁরই ইচ্ছাক্রমে হয়ে থাকে।

টীকা-৫৩. অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশ করান

টীকা-৫৪. ঈমান দান করে;

টীকা-৫৫. 'যালিমগণ' দ্বারা 'কাফিরগণ' বুঝানো হয়েছে। ★

****

টীকা-১. 'সূরা মুরসালাত' মক্কী; এতে দু'টি রুকূ', পঞ্চাশটি আয়াত, একশ আশিটি পদ এবং আটশ ষোলটি বর্ণ আছে।

শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে মাস্'উদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু বলেন যে, 'ওয়াল মুরসালাত' 'জিন্-রাত্রিতে' অবতীর্ণ হয়েছে। আমরা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বরকতময় সফরে সঙ্গে ছিলাম। যখন মিনার গুহায় পৌছলাম, সেখানে 'ওয়াল্ মুরসালাত' অবতীর্ণ হলো। আমরা হুযূরের নিকট থেকে তা পাঠ করছিলাম আর হুযূরও তা তেলাওয়াত করছিলেন। হঠাৎ একটি সাপ ফণা তুলে উদ্ধত হলো। আমরা সেটাকে মারার জন্য অগ্রসর হলাম। সেটা পালিয়ে গেলো। হুযূর এরশাদ ফরমালেন–"তোমাদেরকে সেটার অনিষ্ট থেকে বাঁচানো হয়েছে। আর সেটাও তোমাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেয়েছে।" ঐ গুহাটি মিনায় 'ওয়াল-মুরসালাত গুহা' নামে প্রসিদ্ধ।

টীকা-২. এ আয়াতগুলোতে যেসব শপথের উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে পাঁচটা। সেগুলো দ্বারা বিশেষিত বিশেষ্যগুলোকে (موصوفات) প্রকাশ্যে উল্লেখ করা হয়নি। এ কারণে তাফসীরকারকগণ সেগুলোর ব্যাখ্যায় বহু অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

কেউ কেউ এ পাঁচটিকেই বাতাসের গুণাবলী বলে স্থির করেছেন। কেউ কেউ বলেন, ফিরিশ্তার; কেউ কেউ বলেন, ক্বোরআনের আয়াতসমূহের। কেউ কেউ পরিপূর্ণ আত্মাসমূহের গুণাবলী বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, যেগুলোকে পরিপূর্ণতা বিধানের জন্য শরীরগুলোর প্রতি প্রেরণ করা হয়। অতঃপর সেগুলো

★ 'সূরা দাহর' সমাপ্ত।

সাধনার ঝটিকাদি দ্বারা আল্লাহ্ ব্যতীত যা কিছু আছে সবই উড়িয়ে দেয়। তারপর সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে ঐ প্রভাব বিস্তার করে। অতঃপর প্রকৃত সত্য ও প্রকৃত বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে দেয়। তখন আল্লাহ্‌র যাত ব্যতীত অন্য সব কিছুকে ধ্বংসশীল দেখতে পায়। অতঃপর 'যিক্‌র'-এর অনুপ্রেরণা যোগায়। তা এভাবে যে, অন্তরসমূহে ও মুখে আল্লাহ্ তা'আলার যিক্‌রই থাকে। আর একটা ব্যাখ্যা এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রথম তিনটি গুণ বাতাসের। আর বাকী দু'টি ফিরিশ্‌তার। এতদ্ভিত্তিতে, অর্থ এ দাঁড়ায় যে, শপথ ঐ বায়ু প্রবাহের, যা লাগাতার প্রেরিত হয়। অতঃপর সজোরে ঝটিকারূপে প্রবাহিত হয়। সেগুলোদ্বারা শান্তির হাওয়াসমূহ বুঝানো হয়েছে (খাযিন ও জুমাল ইত্যাদি)

টীকা-৩. অর্থাৎ ঐসব রহমতের বায়ুসমূহ যেগুলো মেঘমালাকে বহন করে। এরপর যেসব গুণ উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো সর্বশেষ অভিমতানুসারে, ফিরিশ্‌তার দলগুলোরই। ইবনে কাসীর বলেছেন- 'ملقيات' ও 'فارقات' দ্বারা ফিরিশ্‌তার দলসমূহকে বুঝানোর উপর 'ঐকমত্য' (اجماع) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

টীকা-৪. নবী ও রসূলগণের নিকট ওহী এনে;

টীকা-৫. অর্থাৎ পুনরুত্থান, শাস্তি ও ক্বিয়ামত আসার,

টীকা-৬. যে, তা সংঘটিত হবার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

টীকা-৭. যে, তাদেরকে উম্মতদের সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য একত্রিত করা হবে;

টীকা-৮. এবং সেটার ভয়ঙ্করতা ও কঠোরতার কি অবস্থা?

টীকা-৯. যারা দুনিয়ায় তাওহীদ ও নবূয়ত, শেষ দিবস, পুনরুত্থান ও হিসাব-নিকাশের অস্বীকারকারী ছিলো।

টীকা-১০. দুনিয়ায় শাস্তি অবতীর্ণ করে, যখন তারা রসূলগণকে অস্বীকার করেছে।

টীকা-১১. অর্থাৎ যারা পূর্ববর্তী উম্মতগুলোর অস্বীকারকারীদের পথ অবলম্বন করে বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করছে তাদেরকেও পূর্ববর্তীদের ন্যায় ধ্বংস করবো।

টীকা-১২. অর্থাৎ বীর্য থেকে?

টীকা-১৩. অর্থাৎ মাতৃগর্ভে;

টীকা-১৪. জন্মের সময় পর্যন্ত, যা আল্লাহ্ তা'আলা জানেন;.

فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا ۝٢
২. অতঃপর যেগুলো প্রচণ্ড ঝটকা দেয়;

وَّالنّٰشِرٰتِ نَشْرًا ۝٣
৩. অতঃপর যেগুলো বিক্ষিপ্ত করে ছড়িয়ে দেয় (৩);

فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا ۝٤
৪. অতঃপর যেগুলো ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে খুব পার্থক্য করে দেয়,

فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا ۝٥
৫. অতঃপর সেগুলোরই শপথ; যেগুলো যিক্‌রের অনুপ্রেরণা প্রদান করে (৪);

عُذْرًا اَوْ نُذْرًا ۝٦
৬. যুক্তি-প্রমাণ পরিপূর্ণ করার অথবা সতর্ক করার নিমিত্ত।

اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ ۝٧
৭. নিশ্চয় যে বিষয়ের তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে (৫), তা অবশ্যই ঘটমান (৬)।

فَاِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ ۝٨
৮. অতঃপর যখন তারকারাজিকে নিষ্প্রভ করা হবে;

وَاِذَا السَّمَآءُ فُرِجَتْ ۝٩
৯. এবং যখন আসমানে ছিদ্রের সৃষ্টি হবে;

وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ۝١٠
১০. এবং যখন পর্বতমালাকে ধূলায় পরিণত করে উড়িয়ে দেয়া হবে;

وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ ۝١١
১১. এবং যখন রসূলগণের সময় আসবে (৭);

لِاَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ ۝١٢
১২. কোন্ দিনের জন্য স্থির করা হয়েছিলো?

لِيَوْمِ الْفَصْلِ ۝١٣
১৩. মীমাংসার দিনের জন্য।

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۝١٤
১৪. এবং তুমি কি জানো মীমাংসা-দিবস কি (৮)?

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝١٥
১৫. সে দিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য (৯)।

اَلَمْ نُهْلِكِ الْاَوَّلِيْنَ ۝١٦
১৬. আমি কি পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করিনি (১০)?

ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْاٰخِرِيْنَ ۝١٧
১৭. অতঃপর পরবর্তীদেরকে তাদের পেছনে পৌঁছাবো (১১)।

كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ۝١٨
১৮. পাপীদের সাথে আমি এরূপই করে থাকি।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝١٩
১৯. সেদিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য।

اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ۝٢٠
২০. আমি কি তোমাদেরকে এক তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করিনি (১২)?

فَجَعَلْنٰهُ فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۝٢١
২১. অতঃপর সেটাকে এক সুরক্ষিত স্থানে রেখেছি (১৩);

اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ۝٢٢
২২. এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (১৪);

فَقَدَرْنَا
২৩. অতঃপর আমি পরিমাণ নির্ণয় করেছি;

টীকা-১৫. অনুমান করার উপর (জুমাল)।

টীকা-১৬. যে, জীবিত তার পৃষ্ঠদেশে জমা থাকে আর মৃত তার পেটে।

টীকা-১৭. উঁচু পাহাড়ের

টীকা-১৮. যমীনে ঝরণা ও ফোয়ারাসমূহ প্রবাহিত করে। এসব কার্যাদি মৃতদেরকে জীবিত করার চাইতেও অধিক আশ্চর্যজনক।

টীকা-১৯. এবং ক্বিয়ামত-দিবসে কাফিরদেরকে বলা হবে, "যেই আগুনকে তোমরা অস্বীকার করতে সেটার দিকে যাও!"

فَنِعْمَ الْقٰدِرُوْنَ ﴿٢٣﴾

সুতরাং আমি কতই উত্তম শক্তিমান (১৫)!

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. সেদিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য।

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٥﴾

২৫. আমি কি যমীনকে একত্রকারী করিনি,

اَحْيَآءً وَّاَمْوَاتًا ﴿٢٦﴾

২৬. তোমাদের জীবিত ও মৃতদের (১৬)?

وَّجَعَلْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ شٰمِخٰتٍ وَّاَسْقَيْنٰكُمْ مَّآءً فُرَاتًا ﴿٢٧﴾

২৭. এবং আমি তাতে উঁচু উঁচু নোঙ্গর স্থাপন করেছি (১৭) এবং আমি তোমাদেরকে খুব মিষ্ট পানি পান করিয়েছি (১৮)।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٢٨﴾

২৮. সেদিন দুর্ভোগ (১৯) অস্বীকারকারীদের জন্য।

اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى مَا كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٢٩﴾

২৯. চলো, সেটারই প্রতি (২০), যাকে তোমরা অস্বীকার করতে।

اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى ظِلٍّ ذِيْ ثَلٰثِ شُعَبٍ ﴿٣٠﴾

৩০. চলো, ঐ ধূঁয়ার ছায়ার প্রতি, যার তিনটি শাখা আছে (২১);

لَّا ظَلِيْلٍ وَّلَا يُغْنِيْ مِنَ اللَّهَبِ ﴿٣١﴾

৩১. না ছায়া প্রদান করে (২২), না অগ্নিশিখা (উত্তাপ) থেকে রক্ষা করে (২৩)।

اِنَّهَا تَرْمِيْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ﴿٣٢﴾

৩২. নিশ্চয় দোযখ স্ফুলিঙ্গ উড়াতে থাকে (২৪) যেমন উঁচু উঁচু প্রাসাদ।

كَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ ﴿٣٣﴾

৩৩. যেন সেগুলো হলদে বর্ণের উষ্ট্রসমূহ।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪. সেদিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য।

هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫. এটা এমন দিন যে, তারা না কথা বলতে পারবে (২৫);

وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬. এবং না তারা অনুমতি পাবে ওযর-আপত্তি পেশ করার (২৬)।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٣٧﴾

৩৭. সেদিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য।

هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنٰكُمْ وَالْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮. এটা হচ্ছে মীমাংসা-দিবস; আমি তোমাদেরকে একত্রিত করেছি (২৭) এবং সমস্ত পূর্ববর্তীদেরকে (২৮)।

টীকা-২০. অর্থাৎ ঐ শাস্তির দিকে,

টীকা-২১. এতে জাহান্নামের ধোঁয়া বুঝানো হয়েছে; যা উঁচু হয়ে তিনটি শাখায় বিভক্ত হবে। একটা কাফিরদের মাথার উপর, একটা তাদের ডান দিকে এবং একটা তাদের বাম দিকে। আর হিসাব-নিকাশ থেকে অবসর গ্রহণ করা পর্যন্ত তাদেরকে ঐ ধোঁয়ার মধ্যে থাকার নির্দেশ দেয়া হবে, যখন আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় বান্দাগণ তাঁর আরশের ছায়ার মধ্যে থাকবে। এরপর জাহান্নামের ধোঁয়ার অবস্থাদির বিবরণ দেয়া হচ্ছে যে, তা এমনই যে,

টীকা-২২. যা দ্বারা ঐ দিনের উত্তাপ থেকে কিছুটা নিরাপত্তা পেতে পারে,

টীকা-২৩. জাহান্নামের আগুনের।

টীকা-২৪. যা এতই বড়,

টীকা-২৫. না কেউ এমন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করতে পারবে, যা তাদের উপকারে আসে। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা বলেন যে, ক্বিয়ামত-দিবসে অনেক স্থান হবে– কোন কোন স্থানে কথা বলতে পারবে, কোন কোন স্থানে কিছুই বলতে পারবে না।

টীকা-২৬. এবং বাস্তবিকপক্ষে, তাদের নিকট কোন ওযর-আপত্তিই থাকবে না। কেননা, দুনিয়াতেই সমস্ত যুক্তি-প্রমাণ পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। আর আখিরাতের জন্য কোন ওযর-আপত্তির স্থান অবশিষ্ট রাখা হয়নি। অবশ্য তাদের মনে এ ভুল ধারণা আসবে যে, হয়ত কোন বাহানা-অজুহাত পেশ করা যাবে। কিন্তু এ অজুহাত পেশ করার অনুমতি দেয়া হবেনা।

হযরত জুনায়দ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু বলেন, "তার আবার ওযর-আপত্তিই বা কিসের, যে নি'মাতদাতার দিক থেকে বিমুখ হয়েছে, তাঁর অনুগ্রহরাজিকে অস্বীকার করেছে এবং তাঁর উপকারাদির প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে?"

টীকা-২৭. হে বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকারকারীরা!

টীকা-২৮. যারা তোমাদের পূর্ববর্তী নবীগণকে অস্বীকার করতো, তোমাদের সে সবেরই হিসাব করা হবে এবং তোমাদেরকে সে সবের জন্য শাস্তি দেয়া হবে।

টীকা-২৯. এবং যদি কোন মতে শাস্তি থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারো তবে বাঁচাও! এটা চরম পর্যায়ের তিরস্কার। কেননা, এটা তো তারা নিশ্চিতভাবে জানবে যে, 'না আজ কোন চক্রান্ত চলবে, না কোন বাহানা কাজে আসবে।'

فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيْدُوْنِ ٣٩

৩৯. এখন যদি তোমাদের কোন চক্রান্ত থাকে, তবে আমার বিরুদ্ধে করো (২৯)।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ٤٠

৪০. সেদিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য।

রুকূ' - দুই

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ ظِلٰلٍ وَّعُيُوْنٍ ٤١

৪১. নিশ্চয় খোদাভীরুতাসম্পন্নরা (৩০), ছায়া ও ঝরণাসমূহের মধ্যে থাকবে;

وَّفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُوْنَ ٤٢

৪২. এবং ফলামূলের মধ্যে, যা তাদের মন চায় (৩১)।

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ٤٣

৪৩. আহার করো ও পান করো তৃপ্ত হয়ে (৩২) আপন কর্মসমূহের প্রতিদান (৩৩)।

اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ٤٤

৪৪. নিশ্চয় সৎকর্মপরায়ণদেরকে আমি এমনই পুরস্কার দিয়ে থাকি।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ٤٥

৪৫. সেদিন দুর্ভোগ (৩৪) অস্বীকারকারীদের জন্য।

كُلُوْا وَتَمَتَّعُوْا قَلِيْلًا اِنَّكُمْ مُّجْرِمُوْنَ ٤٦

৪৬. কিছুদিন আহার করে নাও ও ভোগ করে নাও (৩৫)। নিশ্চয় তোমরা অপরাধী (৩৬)।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ٤٧

৪৭. সেদিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ ارْكَعُوْا لَا يَرْكَعُوْنَ ٤٨

৪৮. এবং যখন তাদেরকে বলা হয়- 'নামায পড়ো!' তখন পড়েনা।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ٤٩

৪৯. সেদিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য।

فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ ٥٠

৫০. অতঃপর এর (৩৭) পরে কোন্ কথার উপর ঈমান আনবে (৩৮)? ★

টীকা-৩০. যারা আল্লাহ্‌র শাস্তিকে ভয় করে, জান্নাতী বৃক্ষসমূহের,

টীকা-৩১. তা দ্বারা তৃপ্ত হয়; এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, জান্নাতীদেরকে তাঁদের মর্জি মোতাবেক নি'মাতসমূহ দেয়া হবে; দুনিয়ার বিপরীত। এখানে মানুষের জন্য যা সম্ভবপর, সেটার উপরই সন্তুষ্ট হতে হয়। আর জন্নাতবাসীদেরকে বলা হবে-

টীকা-৩২. মিষ্ট ও খাঁটি, যার মধ্যে খাদ্যকষ্টের লেশমাত্রও থাকবে না,

টীকা-৩৩. ঐসব আনুগত্যের, যেগুলো তোমরা পৃথিবীতে পালন করেছিলে।

টীকা-৩৪. এরপর তিরস্কার সূত্রে কাফিরদেরকে সম্বোধন করা হচ্ছে- হে দুনিয়ার অস্বীকারকারীরা! তোমরা দুনিয়ার

টীকা-৩৫. আপন মৃত্যুর সময় পর্যন্ত।

টীকা-৩৬. কাফির হও, চিরস্থায়ী শাস্তির উপযাগী হও।

টীকা-৩৭. অর্থাৎ ক্বোরআন শরীফ

টীকা-৩৮. অর্থাৎ ক্বোরআন মজীদ আল্লাহ্‌র কিতাবাদির মধ্যে সর্বশেষ কিতাব এবং খুব সুস্পষ্ট মু'জিযা। এর প্রতি ঈমান না আনলে ঈমান আনার অন্য কোন উপায় নেই। ★

****

★ 'সূরা আল-মুরসালাত' সমাপ্ত।

★ ঊনত্রিংশতিতম পারা সমাপ্ত।